ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ ভগৎ সিং ও যোগেশচন্দ্র এক আত্মিক সম্পর্কের আলেখ্য

আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ বন্ধুর বিরুদ্ধে ৩

কলকাতা ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ৪ আশ্বিন ১৪৩০ শুক্রবার সপ্তদশ বর্ষ ১০৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 22.9.2023, Vol.17, Issue No. 103, 8 Pages, Price 3.00

চতুর্থী থেকেই নবান্নে বিশেষ কন্ট্রোল রুম

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবছর দুর্গাপুজোর চতুর্থী থেকেই নবান্নে বিশেষ কন্ট্রোল রুম চালু করা হচ্ছে। ওই দিন থেকে ২২১৪৩৫২৬ হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে যেকোনও ঘটনা বা দুর্ঘটনার কথা জানানো যেতে পারে। ১৮ থেকে ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত এই বিশেষ কন্ট্রোল রুম চালু থাকবে। কালীপুজোয় এই কন্ট্রোল রুম চলবে ১২ থেকে ১৬ নভেম্বর। এরপর ১৯ ও ২০ নভেম্বর এই বিশেষ কন্ট্রোল রুম চালু থাকবে ছটপুজোর জন্য। নবান্নে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টারে এই কন্ট্রোলরুম খোলা হবে। এই প্রতিদিন দু'টি শিফটে কন্ট্রোলরুম চালানো হব। সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা এবং রাত ৮টা থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত। প্রতিটি শিফটে একজন করে ডব্লুবিসিএস অফিসার কন্ট্রোল রুমের দায়িত্বে থাকবেন বলে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

পার্থর বিরুদ্ধে সিবিআইয়ের চার্জশিট

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবশেষে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের চার্জশিটে অনুমোদন দিল রাজভবন। আলিপুরে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে অনুমোদনের বিষয়টি জানাল সিবিআই। তবে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বাদে বাকি পাঁচ অভিযুক্তের চার্জশিটে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অনুমোদন পাওয়া যায়নি বলে খবর। দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিকে কেন্দ্র করে তোলপাড় বাংলা। আদালতের নির্দেশে তদন্তভার পেয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তদন্তে নেমে একে একে একাধিক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সেই তালিকায় রয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও। গতবছর জুলাইয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ইডি। পরবর্তীতে সিবিআই-ও গ্রেপ্তার করে তাঁকে। তৈরি করা হয় চার্জশিট।-বিস্তারিত শহরের পাতায়

যন্তর মন্তরে ধর্নার অনুমতি

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর: দিল্লির রামলীলা ময়দানে তৃণমূল কংগ্রেসকে তাদের ধর্না কর্মসূচি করার অনুমতি দিল না দিল্লি পুলিশ। তবে, ৩ অক্টোবর দিল্লির যন্তর মন্তরে ধর্না অবস্থানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসকে। তারপরও অবশ্য রামলীলা ময়দান এবং কৃষি ভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভের কর্মসূচিতে অনড় তৃণমূল নেতৃত্ব। এখনও পর্যন্ত মৌখিকভাবে সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে দিল্লি পুলিশ। তৃণমূল সূত্রে জানানো হয়েছে, ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করবে তৃণমূল, তারপর তারা আদালতের দ্বারস্থ হবে।

ফের বাড়ছে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের ডিএ

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর: আরও ৪ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বাড়ছে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের। সেপ্টেম্বরের শেষদিকে বা অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহেই ডিএ বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করা হবে। সুবিধা পাবেন পেনশনভুগীরাও। বর্তমানে ৪২ শতাংশ হারে ডিএ পান কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা। নতুন ঘোষণার ফলে ডিএ বেড়ে ৪৬ শতাংশ হচ্ছে। ১ কোটির উপরে কর্মচারী ও পেনশনভোগী সুবিধা পাবেন। জানা গিয়েছে, ১ জুলাই ২০২৩ থেকে এই বর্ধিত ডিএ লাগু হবে। সরকারি কর্মীরা জুলাই এবং অগস্ট মাসের বর্ধিত ডিএ এরিয়ার আকারে পাবেন।

ভারতসেরা কিরীটেশ্বরী গ্রাম, দুবাই থেকে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার পর্যটনে আরও এক পালক যুক্ত হল বাংলার মুকুটে। পর্যটনে ভারত সেরা গ্রামের স্বীকৃতি পেল মুর্শিদাবাদের কিরীটেশ্বরী গ্রাম। কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রক থেকে মুর্শিদাবাদের এই গ্রামকে পর্যটনে সেরার সেরা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। পর্যটন ক্ষেত্রে বাংলার জন্য এ এক বড় স্বীকৃতি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এক্স হ্যান্ডেলে রাজ্যবাসীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এই সাফল্যের জন্য।

বাংলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উদাহরণ হয়ে অনেক বারই আলোচনায় এসেছে মুর্শিদাবাদের নবগ্রামের এই মন্দির। এ বার সেই কিরীটেশ্বরীকে দেশের 'সেরা পর্যটন গ্রাম' হিসাবে মনোনীত করল কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রক।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার তাঁর এক্স হ্যান্ডলে এ কথা জানিয়ে লিখেছেন, 'আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার কিরীটেশ্বরীকে ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রক ভারতের সেরা পর্যটন গ্রাম হিসেবে নির্বাচিত করেছে। দেশের ৩১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত ৭৯৫টি আবেদনের মধ্যে ২০২৩ সালের 'সেরা পর্যটন গ্রাম প্রতিযোগিতা' হয়েছিল। সেখানেই এই নির্বাচন হয়েছে। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর

নয়াদিল্লিতে হবে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান। আমি ওই গ্রামের বাসিন্দাদের অভিনন্দন জানাই। জয় বাংলা!' মুর্শিদাবাদের দহপাড়া রেলস্টেশন থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে ৫১ পীঠের এক পীঠ এখন কিরীটেশ্বরী মন্দির। কিরীটেশ্বরী গ্রামে মন্দিরের অবস্থান। জনশ্রুতি, সেখানে সতীর মুকুট বা কিরীট পড়েছিল। সেই কারণে দেবীকে 'মুকুটেশ্বরী' বলেও ডাকা হয়। ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৪০৫ সালে দেবীর প্রাচীন মন্দিরটি ভেঙে পড়ে। তার পরে উনবিংশ শতকে লালগোলার রাজা দর্পনারায়ণ রায় নতুন মন্দির নির্মাণ করান। পরবর্তী সময়ে মন্দিরের জন্য জমি দান করেছিলেন স্থানীয় মুসলিমদের একাংশ। প্রতি পৌষ মাসে মহামায়ার পুজো উপলক্ষে মন্দির চত্বরের ওই জমিতে মেলা বসে। আয়োজনের মূল দায়িত্বে থাকেন মুসলিমরাই।

কুলির বেশে...

এবার কুলির বেশে রাহুল গান্ধি। কুলিদের পোশাক পরে সুটকেস মাথায় বয়ে দিল্লির পথে হাঁটলেন কংগ্রেস সাংসদ। হাসিমুখেই কিছুক্ষণের জন্য মোট বহন করেন ওয়েনাড়ের কংগ্রেস সাংসদ। তারপর দিল্লির আনন্দ বিহারের কুলিদের সঙ্গে আড্ডায় মেতে উঠতে দেখা যায় তাঁকে। বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লির আনন্দ বিহারের আইএসবিটিতে পৌঁছে যান রাহুল। সেখানে উপস্থিত একদল কুলির সঙ্গে বসে কথা বলতে শুরু করেন তিনি। কর্মক্ষেত্রে কী কী সমস্যা হচ্ছে, সেই নিয়ে কুলিদের সঙ্গে প্রচুর আলোচনা করেন কংগ্রেস সাংসদ। তারপরেই কুলিদের জন্য নির্দিষ্ট লাল পোশাক পরে ফেলেন। হাতে বেঁধে নেন বিল্লা। প্রসঙ্গত, এর আগেও ট্রাক চালক ও কৃষকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তাঁদের কাজে হাত লাগাতে দেখা গিয়েছে কংগ্রেস সাংসদকে।

কানাডার নাগরিকদের জন্য ভিসা পরিষেবা বন্ধ করল দিল্লি

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর: কানাডার নাগরিকদের জন্য ভিসা পরিষেবা বন্ধ করল ভারত সরকার। বৃহস্পতিবার থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য এই পরিষেবা বন্ধ করল নয়াদিল্লি। ফের বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্যন্ত কানাডিয়ানদের জন্য ভিসা পরিষেবা বন্ধ রাখার কথা জানানো হয়েছে ভারত সরকারের তরফে। প্রসঙ্গত, খালিস্তানি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জারের মৃত্যুর ঘটনায় ভারত সরকারকে দায়ী করেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। এর পর থেকেই দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের ব্যাপক অবনতি হয়েছে। কানাডার এই অভিযোগ পুরোপুরি নস্যাৎ করেছে নয়াদিল্লি। পাল্টা কানাডা সরকারের বিরুদ্ধে ভারত বিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত খলিস্তানিদের সমর্থন করার অভিযোগ উঠেছে। এই পরিস্থিতিতেই কানাডার নাগরিকদের জন্য ভিসা পরিষেবা বন্ধ হল। বৃহস্পতিবার আচমকাই জানা যায়, কানাডার নাগরিকদের আর ভারতে ঢুকতে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। বিএলএস ইন্টারন্যাশনাল নামে বেসরকারি সংস্থার ওয়েবসাইটে জানানো হয়, প্রক্রিয়াগত কারণে আপাতত কানাডার নাগরিকদের ভারতের ভিসা দেওয়া যাবে না। তবে ঠিক কী সমস্যার কারণে ভিসা মঞ্জুরের সিদ্ধান্ত বাতিল হল, তা নিয়ে বিস্তারিত কিছুই বলা হয়নি।

বুধবারই কানাডার বেশ কিছু এলাকায় ভারতীয়দের না যেতে পরামর্শ দিয়েছিল নয়াদিল্লি। 'কানাডায় ভারত-বিরোধী কর্মকাণ্ড এবং রাজনৈতিক প্রশ্রয়ে ঘটে চলা ঘৃণামূলক অপরাধ এবং হিংসা'র ঘটনার জেরেই এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এরপরই দিন বন্ধ হল ভিসা পরিষেবা। কোভিড অতিমারির পর এই প্রথম কানাডার জন্য ভিসা পরিষেবা স্থগিত রাখল নয়াদিল্লি।

এ বছর জুন মাসে ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রদেশে নিজ্জারকে গুরুদ্বারের পার্কিং লটে গুলি করে খুন করার অভিযোগ ওঠে। শিখ ফর জাস্টিট (এসজেএফ)-এর মতো বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের প্রধান ছিলেন তিনি। এই হত্যার জন্য ভারতকে দায়ী করে ওই খালিস্তানি সংগঠন। কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর মুখে সেই কথার প্রতিফলন দুই দেশের সম্পর্কেও প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে।

উদ্ধার বৃদ্ধের পচাগলা দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন: দমদমের নাগের বাজার এলাকার নয়াপট্টি থেকে উদ্ধার হল এক বৃদ্ধের পচাগলা দেহ। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম কল্যাণ ভট্টাচার্য। বছর ৭২-এর কল্যাণবাবু একাই থাকতেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর। কয়েকজন আত্মীয় থাকেন সল্টলেক এলাকায়। মঙ্গলবার রাত থেকে তাঁর আত্মীয়রা তাঁকে ফোনে পাচ্ছিলেন না। সেই সময় তাঁরাই এই বাগানবাড়িতে গিয়ে খোঁজ শুরু করেন। বাগানবাড়ির দরজার বাইরে থেকেই দুর্গন্ধ পাচ্ছিলেন তাঁরা। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, বাইরে থেকে তালা দেওয়া ছিল। ঘরের ভিতর থেকে পচা দুর্গন্ধ বেরোচ্ছিল। এরপরই তাঁরা নাগেরবাজার থানায় খবর দেয়। এরপর নাগের বাজার থানার পুলিশ এসে ঘরের দরজা ভেঙে উদ্ধার করে কল্যাণবাবুর পচাগলা দেহ। ঠিক কী কারণে কল্যাণবাবুর মৃত্যু হয়েছে তা বুঝতে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করার পর ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়। এদিকে উধাও তাঁর বিএমডব্লউ গাড়ি। একইসঙ্গে উধাও তাঁর পোষ্যটিও। ঘটনার তদন্তে নেমেছে নাগের বাজার থানার পুলিশ। কিন্তু কেন দরজার বাইরে থেকে তালা বন্ধ ছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, বাড়িতে থাকা মূল্যবান সামগ্রী অক্ষত। যা নিয়েই রহস্য তৈরি হয়েছে। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দের সঙ্গে কথা বলছেন তদন্তকারীরা। সম্পত্তিগত কোনও কারণে বিবাদের জেরে এই ঘটনা কিনা, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানান তাঁরা। ব্যারাকপুর কমিশনারেটের কমিশনার এই ঘটনায় এখনই মুখ খুলতে চাননি। তবে তিনি জানান, তদন্ত একেবারে প্রাথমিক স্তরে রয়েছে। আশা করা যায় খুব দ্রুত এই ঘটনার নিষ্পত্তি হবে।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস মামলা ইডি-সিবিআইকে এখন গুরুত্ব দেন না অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পত্তির পরিমাণ কত, ২০২০ সাল থেকেই তার হিসাব ইডির কাছে আছে। লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস মামলায় হাইকোর্টে ইডির হলফনামা প্রসঙ্গে এমনটাই দাবি করলেন অভিষেক। তিনি জানান, ইডির কাছে ২০২০ সালে তিনি প্রথম হাজিরা দিতে গিয়েছিলেন। সেই প্রথম দিনই তাঁর যাবতীয় সম্পত্তির হিসাব এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত তথ্য কেন্দ্রীয় সংস্থার কাছে জমা দিয়ে এসেছিলেন। ফলে অভিষেকের সব সম্পত্তির হিসাব ইডি আগে থেকেই জানে। নতুন করে আর কিছু প্রকাশ করার নেই।

আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী বৃহস্পতিবার অভিষেক-সহ লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থার ডিরেক্টর এবং শীর্ষ পদাধিকারীদের সম্পত্তির তথ্য হলফনামা আকারে কলকাতা হাইকোর্টে জমা দিয়েছে ইডি। গত ১৪ সেপ্টেম্বর নিয়োগ মামলার শুনানিতে বিচারপতি অমৃতা সিং ইডি-কে অভিষেক এবং তাঁর সংস্থার সকল ডিরেক্টরের সম্পত্তির পরিমাণ জানাতে বলেছিলেন। সংস্থার সম্পত্তির খতিয়ানও দেখতে চেয়েছিলেন। ২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে রিপোর্ট হাইকোর্টে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি।

এ প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, 'ওদের কাছে প্রথম থেকেই তো সব আছে। নতুন করে কী জমা দেব? ২০২০ সালে আমি প্রথম যে দিন ইডি দপ্তরে গিয়েছি, সে দিনই যাবতীয় সম্পত্তির হিসাব এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য জমা দিয়ে এসেছি।'

ইডি এবং সিবিআইকে এখন আর তেমন গুরুত্ব দেন না বলেও জানিয়েছেন অভিষেক। তাঁর কথায়, 'আমাকে পাঁচ বার তলব করেছে। চার বার ইডি, এক বার সিবিআই। আমার স্ত্রীকে চার বার তলব করেছে। আমি এখন আর ইডি, সিবিআইকে গুরুত্ব দিই না।'

ইডি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে এখনই পদক্ষেপ নয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস মামলায় ইডি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কোনওরকম পদক্ষেপ এখনই করা যাবে না, বৃহস্পতিবার এমটাই জানালেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হা। ইডির অভিযোগ ছিল, ফাইল ডাউনলোড সংক্রান্ত মামলায় তাদের আধিকারিকদের হয়রান করা হচ্ছে। তার প্রেক্ষিতেই এই নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট।

প্রসঙ্গত, লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস-এর অফিসে তল্লাশি চালানোর সময় ১৬টি ফাইল কেন ডাউনলোড করা হল, তা নিয়ে ইডি-র অফিসারদের বিরুদ্ধে তদন্তে নেমেছে কলকাতা পুলিশ। সেই সব ফাইলের তথ্য ইতিমধ্যেই আদালতে পেশ করা হয়েছে। এরপরও কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে এই ঘটনায় চলছে জিজ্ঞাসাবাদের পালা। প্রশ্নের পর প্রশ্ন, জিডি-ও করা হয়েছে ইডি অফিসারদের নামে। এই প্রসঙ্গেই বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হার এজলাসে সরব হয় কেন্দ্রীয় সংস্থা। এরপরই কলকাতা পুলিশকে সতর্ক করে কলকাতা হাইকোর্ট।

বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হা রাজ্য পুলিশের উদ্দেশে জানান, 'এই মুহূর্তে আপনারা কোনও পদক্ষেপ করতে পারেন না।' সঙ্গে এ প্রশ্নও তোলেন, 'জিডি কেন করেছেন? এটা কোনও ক্রিমিনাল কেস নয়। বিচারাধীন বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ করতে পারেন না আপনারা। সরকারি আইনজীবী হিসেবে আপনার বক্তব্য রেকর্ড রাখছি, কোনও পদক্ষেপ করবেন না।'

উল্লেখ্য, লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডসের সিইও অভিষেক। নিয়োগ মামলায় ধৃত 'কালীঘাটের কাকু' ওরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের সূত্রে ওই সংস্থার অফিসে তল্লাশি চালাতে গিয়েছিল ইডি। রাতভর তল্লাশি চালানো হয়েছিল। ইডি বেরিয়ে গেলে সংস্থার কর্মী চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় থানায় অভিযোগ জানান, তাঁদের কম্পিউটারে ইডি আধিকারিকেরা ১৬টি অচেনা ফাইল ডাউনলোড করে দিয়ে গিয়েছেন। পরে ইডি ফাইল ডাউনলোড করার কথা স্বীকার করে নেয়। তারা লালবাজার এবং লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডসে ইমেল মারফত ব্যাখ্যা দিয়ে জানায়, তাঁদের এক তদন্তকারী অফিসার ওই সংস্থার কম্পিউটারে নিজের কন্যার কলেজের হস্টেল সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছিলেন। তখনই কোনও ভাবে ফাইলগুলি ডাউনলোড হয়ে গিয়ে থাকবে।

বৃষ্টি চলবে রাজ্য জুড়েই, ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা সাতটি জেলায়

উত্তরের কয়েক জেলায় জারি কমলা সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের যা পূর্বাভাস, তাতে পুজোতেও ভিজতে পারে বাংলা। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, দক্ষিণবঙ্গের দু'টি জেলায় আগামী ক'দিন হতে পারে ভারী বৃষ্টি। বাকি সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তবে বিক্ষিপ্ত ভাবে। উত্তরের সব জেলাতেই হতে পারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টি।

হাওয়া অফিস জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগরের উপর যে নিম্নচাপ ছিল, তা চলে গিয়েছে ঝাড়খণ্ডে। অন্যদিকে, বঙ্গোপসাগরের উপর উত্তর পশ্চিম থেকে পূর্ব মধ্য পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে একটি অক্ষরেখা। এই দুইয়ের প্রভাবেই ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গে। বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, এই দুই জেলা ছাড়া কলকাতা-সহ দক্ষিণের বাকি জেলায় বৃহস্পতিবার থেকে পরের মঙ্গলবার, ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হতে পারে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। তবে বিক্ষিপ্ত ভাবে হতে পারে বৃষ্টি। জেলার সব জায়গায় বৃষ্টি হবে না বলেই মনে করছে হাওয়া অফিস।

নিম্নচাপ এবং অক্ষরেখার প্রভাবে বৃহস্পতিবার থেকে তিন দিন

উত্তরে দুর্যোগের পূর্বাভাস রয়েছে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে বৃহস্পতি এবং শুক্রবার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এই পাঁচ জেলায় কমলা সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস। শনিবারেও এই পাঁচ জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে আবার ওই দিনও জারি থাকছে কমলা সতর্কতা। এই দুই জেলায় রবিবারও রয়েছে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। বৃহস্পতি এবং শুক্রবার দুই দিনাজপুর এবং মালদহেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সঙ্গে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। উত্তরের নদীগুলিতে বাড়বে জলস্তর, পাহাড়ে ধসের আশঙ্কা রয়েছে।

বুধবার থেকেই শুরু হয়েছে উত্তরের জেলাগুলিতে প্রবল বর্ষণ। আগামী আরও ৪৮ ঘণ্টা একইরকম আবহাওয়া থাকবে বলে জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। সেক্ষেত্রে উত্তরের নদীগুলিতে জলস্তর বাড়ার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। একইসঙ্গে দার্জিলিং ও কালিম্পং-এর পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধসের আশঙ্কাও থেকে যাচ্ছে। নাগাড়ে বৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গে দৃশ্যমানতাও কিছুটা কমতে পারে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী
গত ১৯/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৪৯২ নং এফিডেভিট বলে আমি Madhusudan Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Saila Das ও S. N. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত ১৭/০২/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৫৭ নং এফিডেভিট বলে Natabar Baske S/o. Purna Chandra Baske ও Natabar Baska S/o. P. Baska সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ২১/০৯/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫২২৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Biplobi Bala (old name) W/o. Mrinal Kanti Bala at Rabindra Nagar, Paschimpara, Rabindra Nagar, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Biplabi Bala (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Biplobi Bala &, Biplabi Bala W/o. Mrinal Kanti Bala উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Bankim Chandra Bala.

নাম-পদবী
গত ০৩/০৮/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১৯০৮ নং এফিডেভিট বলে Bidyut Kumar Banerjee S/o. Ganesh Banerjee ও Bidyut Kr. Banerjee S/o. G. C. Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME
আমি Joynal Gaji এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে আমার মেয়ে Shampa Khatun এর মাধ্যমিক সার্টিফিকেটে ভুল বশত আমার নাম Md Jaynal Gaji হয়ে গেছে, গত 11/08/2023 তারিখে এল.ডি. জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফাস্ট ক্লাস বারাসাত কোর্টের এফিডেভিট নং 4280 দ্বারা Joynal Gaji এবং Md Jaynal Gaji বর্তমানে সর্বত্র এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হইলাম।

CHANGE OF NAME
I, Soumitra Saha, S/o Late Binod Behari Saha residing at Kankurgachi C.I.T. Building, Block No. 2, Flat No. 45, Kolkata-700054, do hereby Solemnly affirm and declare Before The Ld. 1st class Magistrate at Kolkata by Affidavit No. 659 Date 18th September 2023, That my actual name is Soumitra Saha. That I declare that Soumitra Saha and Dilu Saha are the same and of one identical person.

নাম-পদবী
গত ১২/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪১৬৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Swarajit Chatterjee S/o. Satyanarayan Chatterjee ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার বর্তমান স্থায়ী ঠিকানা Satyapirtala Gopal Bag, Chandannagar, Hooghly-712136, W.B. এবং আগের ঠিকানা ছিল Monirampur, Barrackpore, 24 Pags North-700120, W.B. যাহা আমার R/C Book য়ে লিপিবদ্ধ ছিল।

Change Of Name
I **UJJWAL KUMAR BANERJEE**, S/o Lt. Chitta Ranjan Banerjee, residing at 41, Makaltala Lane, P.O. Bhadrakali, Dist. Hooghly, W.B.-712232, do hereby declare vide affidavit before the Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Alipore on 08.09.2023 that inadvertently, in my Driving Licence, my name is recorded as "UJJAL KUMAR BANERJEE" **instead of actual name "UJJWAL KUMAR BANERJEE". That "UJJWAL KUMAR BANERJEE" and "UJJAL KUMAR BANERJEE"** refer to the same and identical person.

হারানো দলিল
এতদ্বারা সকল জনসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল মেসার্স দৃষ্টিদ্বীপ আই ইনস্টিটিউট এল.এল.পি. তাহার পিট দলিল যাহার নং ৭৯৭/২০১৫, যাহা মৌজা মনোহরপুর, ডানকুনী, হুগলী অবস্থিত সম্পত্তির সহিত সম্পর্কিত হারিয়ে ফেলেছেন। যাহার কারনে আমার মক্কেল দ্বারা শ্রীরামপুর থানাতে একটি জেনারেল ডায়েরি করিয়াছেন যাহার জি.ডি নং ১০৫০ তারিখে ১৩/০৯/২০২৩। আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি খানি বন্ধক রাখিয়া ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ গ্রহন করিতে চলেছেন।
এমতাবস্তায় উক্ত দলিল সম্পর্কে যদি কোন ব্যাক্তি বা কোন ব্যাক্তিবর্গের কোনরূপ দাবি দাওয়া থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যাক্তির সহিত যোগাযোগ করিবার অনুরোধ জানানো হইতেছে। অন্যথায় উক্ত সময় পর কাহারো কোনপ্রকার দাবি গ্রাহ্য করা হইবে না।

ইতি
(রজত নাথ পাইন এন্ড কোং)
১০, কিরন শঙ্কর রায় রোড,
কলকাতা- ৭০০০০১

জমি, বাড়ি রেজিস্ট্রির প্রক্রিয়া সরল করতে ডাক বিভাগের সঙ্গে যৌথ ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে জমি, বাড়ি সম্পত্তির রেজিস্ট্রির পরবর্তী প্রক্রিয়া সরল করতে রাজ্য সরকার ডাক বিভাগের সঙ্গে যৌথ ভাবে নতুন ব্যবস্থা চালু করছে। এর ফলে জমি বাড়ি বা সম্পত্তি কেনার পর তার দলিলের জন্য আর রেজিস্ট্রি অফিসে দৌড়াদৌড়ি করতে হবে না। সম্পত্তি রেজিস্ট্রির পর দলিল ডাকযোগে ক্রেতার ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়া হবে। পাসপোর্ট দেওয়ার প্রক্রিয়াকে এক্ষেত্রে অনুসরণ করা হচ্ছে। এজন্য আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের সঙ্গেও রাজ্যের আলোচনা হয়েছেন। ইতিমধ্যেই নতুন ব্যবস্থা শুরু করার যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিদেশ থেকে ফিরলেই আনুষ্ঠানিক ভাবে নতুন ব্যবস্থা চালু করা হবে। তবে নতুন পরিষেবা চালু করা হলেও সশরীরে দলিল সংগ্রহের পদ্ধতিও চালু থাকবে।

সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশনের পুরো বিষয়টিই দেখে রাজ্য অর্থ দপ্তরের অধীন 'ডিরেক্টরেট অব রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড স্ট্যাম্প রেভিনিউ'। বর্তমানে রেজিস্ট্রির পরই অনলাইনে পাওয়া যায় দলিলের 'সার্টিফায়েড কপি'। মূল দলিল পেতে নির্দিষ্ট আইজিআর বিল রেজিস্ট্রি অফিসে নিয়ে গিয়ে উকিলের মাধ্যমে তা তোলাতে হয়। এই প্রক্রিয়ার নানা জটিলতা রয়েছে। যার ফায়দা তুলতে রেজিস্ট্রি অফিসে সক্রিয় রয়েছে দালাল চক্র। দীর্ঘদিন ধরে এই বিষয়ে অভিযোগ পেয়ে চলেছে প্রশাসন। তার সমাধানের উদ্দেশ্যে এবার দুয়ারে দলিল পরিষেবা চালুর ভাবনা।

এই পরিষেবা চালু করতে আইনি কোনও বাধা নেই বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। দালাল চক্র বা অসাধু চক্রের বাড়তি খরচের বদলে সামান্য পোস্টাল চার্জ দিলেই দলিল পৌঁছে যাবে বাড়িতে।

সমবায় দুর্নীতির মামলায় বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশ বহাল রাখল ডিভিশন বেঞ্চ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আলিপুরদুয়ারের সমবায় গোষ্ঠীর অন্তত ৫০ কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। অভিযোগের জল গড়ায় কলকাতা হাইকোর্টে। এরপর গত ২৪ অগস্ট এই মামলায় একযোগে সিবিআই এবং ইডিকে তদন্তে নামার নির্দেশ দেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। হাইকোর্ট বলার পরেও সিবিআই তদন্তের নির্দেশ কার্যকর হয়নি বলে অভিযোগ। সিআইডি মামলার নথি হস্তান্তর করেনি। পরিবর্তে আগের নির্দেশ পুনর্বিবেচনার আবেদন করে সিআইডি। তাতেই চরম বিরক্ত বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সিআইডিকে ৫০ লক্ষ টাকা জরিমানার নির্দেশ দেন তিনি।

কলকাতা হাই কোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যায় রাজ্য। তবে বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য ও বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশই বহাল রাখে। সুতরাং আলিপুরদুয়ারে সমবায় সমিতিতে ৫০ কোটির আর্থিক দুর্নীতির মামলার একযোগে তদন্ত করবে সিবিআই ও ইডি। সিআইডিকে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানাও দিতে হবে।

পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বরানগর পুরসভার ৩২ জন কর্মীকে তলব সিবিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর

পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তৎপর কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। এবার বরানগর পুরসভার ৩২ জন কর্মীকে তলব করল সিবিআই। তাঁদেরকে আগামী ২৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সিবিআই দপ্তরে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত অয়ন শীলের সল্টলেকের অফিসে তল্লাশি চালাতে গিয়ে প্রথম পুর নিয়োগ দুর্নীতির হদিশ পায় কেন্দ্রীয় এজেন্সি। তারপরই তাঁরা বিষয়টি নিয়ে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আদালতের নির্দেশ মতোই পুর নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত করছে সিবিআই। যদিও পুর-নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বরানগর, কামারহাটি, পানিহাটি, টিটাগড়, উত্তর দমদম পুরসভায় ইতিমধ্যেই তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে সিবিআই। নিয়োগ সংক্রান্ত একাধিক নথি বাজেয়াপ্ত করেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। তবে একসঙ্গে পুরসভার এতজন কর্মীকে তলবের বিষয়ে বরানগর পুরসভার স্বাস্থ্য দপ্তরের সিআইসি রামকৃষ্ণ পাল বলেন, আদালতের নির্দেশে তদন্ত চলছে। তবে আইন আইনের পথেই চলবে। এর বেশি তিনি কিছুই বলতে চাননি। প্রসঙ্গত, বরানগর পুরসভার আগে পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ১৮ জন কর্মীকে তলব করেছিল সিবিআই। এদিকে পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কামারহাটি পুরসভার কাছে নথি চেয়ে পাঠাল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। এপ্রসঙ্গে পুরপ্রধান গোপাল সাহা বলেন, তদন্তকারী সংস্থার তরফে যা যা নথি চাওয়া হয়েছে, তা সবই পাঠানো হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে সমস্ত রকমের সহযোগিতা করা হবে।

রেমন্ডসের-ই একটি শোরুম পুনরায় খোলা হল বাগবাজার বাটার এক্কেবারে পাশেই। এই দোকানটির পুনর্বিন্যাসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টেলি অভিনেত্রী প্রত্যুষা পাল।

দেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নে শিল্পক্ষেত্রে সার্কুলার ইকোনমি চালুর উদ্যোগ

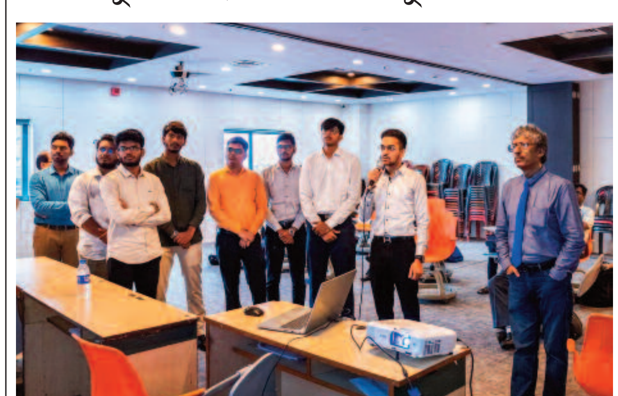

নিজস্ব প্রতিবেদন: দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বজুড়ে বাড়ছে প্রাকৃতিক সম্পদের অপরিকল্পিত ব্যবহার। পরিবর্তন হচ্ছে জলবায়ু, বাড়ছে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বা উষ্ণায়ন। তাই আগামী প্রজন্মের জন্য দীর্ঘমেয়াদি বা টেকসই উন্নয়নে প্রয়োজন পরিবেশ রক্ষা, জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ , বর্জ্য পুনর্ব্যবহার ও দূষণ রোধের মাধ্যমে সার্কুলার ইকোনমি বা বৃত্তাকার অর্থনীতির প্রয়োগ।

যার অনেকটাই সম্ভব পণ্য ব্যবহারের পর বর্জ্য সংরক্ষণ ও পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে। এর ফলে একদিকে যেমন কার্বন নিঃসরণ কমবে, তেমনই দূষণের হাত থেকে রক্ষা পাবে পরিবেশ। শিল্প ক্ষেত্রে বিশেষ করে ছোটো ও মাঝারি শিল্পে এই সার্কুলার ইকোনমির ব্যবহার করতে কলকাতায় শুরু হল তিন দিনের এক কর্মশালা। ব্রিটিশ কাউন্সিলের আর্থিক সহযোগিতায় এবং ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এয়ার এন্ড ওয়াটার এর উদ্যোগে দেশ বিদেশের প্রায় ৫ টি বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন রিসার্চ অর্গানাইজেশন এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার প্রতিনিধিরা এই কর্মশায়ালায় অংশ নেন। ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এয়ার অ্যান্ড ওয়াটারের সভাপতি ডক্টর সাধন কুমার ঘোষ বলেন, কোনো দ্রব্য যাতে নষ্ট না হয়, প্রতিটি জিনিসের যাতে সঠিক উপায়ে পুনর্ব্যবহার করা যায় তার জন্যে বার্মিংহামের এস্টন বিশ্ববিদ্যালিয়ের সঙ্গে কোলাবোরেশানে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যেখানে কলকাতা ছাড়াও ভাইজ্যাক, তিরুপতি, চেন্নাই, মুম্বাই থেকে ছাত্রছাত্রীরা অংশ নিয়েছেন। এখানে তিন দিনের থিওরিটিক্যাল প্রশিক্ষণের পর ১৫ দিন ধরে কোনো শিল্প সংস্থায় গিয়ে তারা প্র্যাক্টিক্যাল প্রজেক্ট করবে।

তিনি বলেন, সার্কুলার ইকোনমির প্রয়োগে ব্রিটেন, আমেরিকা-সহ বিভিন্ন দেশ অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। আমাদের দেশেও বিশেষ করে শিল্পক্ষেত্রে এর ব্যবহার বাড়ানোর ক্ষেত্রে এই কর্মশালা কাজে আসবে বলে মনে করছেন শিল্পপতি ও গবেষকরাও।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

২২ শে সেপ্টেম্বর, ৪ ঠা আশ্বিন । শুক্রবার। সপ্তমী তিথী। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী শনি র মহাদশা, বিংশোত্তোরী বুধে র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ পাদ দোষ।

মেষ রাশি : যাকে কথা দিয়েছিলেন কথা রাখতে না পাড়ার কারণে আজ ভুল বোঝাবুঝি হবে। প্রেমিকের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইবে না প্রেমিকা। বিবাহত দাম্পত্য জীবনে আজ মুখ বন্ধ রাখাই ভালো। আইন ব্যাবসায়ী এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা আজ গ্রাহকদের উপর, অত্যধিক বিশ্বাস রাখলে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হবেন। ফোনে উত্তর দিতে গিয়া মেজাজ হারাবেন একটু সতর্ক থাকুন, অজানা অচেনা ফোন আজ না ধরাই ভালো। লাল চন্দনের তিলক ব্যবহার করুন।

বৃষ রাশি : প্রতিবেশী স্বজন পরিজন সহ আজ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। কোনো নতুন দ্রব্য কেনাকাটায় পরিবারে আনন্দ বিরোধী। হতাশা থেকে মুক্তি পাবে ছাত্র ছাত্রীরা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি। প্রবীণ নাগরিকেরা কোনো আর্থিক সুবিধা সুখবর আজ পেতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে আজ বিশেষ সুখবর মিলবে। হর হর মহাদেব।

মিথুন রাশি : যাকে বন্ধু ভেবে এতদিন বিশ্বাস করে এসেছিলেন তার কোনো কথায় মনে কষ্ট পাবেন না। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে এক শত্রু বন্ধুর মুখোশ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সতর্ক থাকুন। শশুর বাড়িতে যা আলোচনা হলে তা আপনার গুপ্ত শত্রুর কাছে পৌঁছে গেছে। সতর্ক থাকুন। ব্যবসা বাণিজ্যে নতুন ইনভেসমেন্ট করার আগে আর একবার ভাবনা চিন্তা করুন। প্রতিবেশীর সাথে আজ মানিয়ে চলাই ভালো। নিকট জনের দূর ব্যাবহারে মনো কষ্টের ইঙ্গিত।

কর্কট রাশি : আজ শুভ। তবে জন্ম কুণ্ডলীতে সনি কেতু বা চন্দ্র কেতু পিতৃ দোষ বা মাতৃ দোষে ভালো করে গঙ্গা পুজো দিই। শুভ সৌভাগ্য আসবে আজ দিন তা একপ্রকার শুভই কাটবে। ব্যাবসায়ীদের পক্ষে ভালো। বিদ্যার্থীদের পক্ষেও ভালো। হর হর মহাদেব। আজ শুভ।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে। আজ নানা দিক থেকে বান্ধব প্রতিবেশীরা খোঁজ খবর নেবে। সম্মান বৃদ্ধির যোগ। উচ্ছ বিদায় যারা গবেষণা করছেন তাদের হারিয়ে যাওয়া কোনো মূলবান নথি প্রপ্তির সম্ভাবনা। আজ শ্বেত চন্দন তিলক কপালে ব্যবহার করুন।

কন্যা রাশি : যে কাজটা এতদিন বাধা পড়ছিলো আজ অনায়সে সেই কাজটা হয়ে পড়বে। লেখক, শিল্পী ,কলাকুশলি আপনাদের জন্য দিনটা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারী বিশেষত কম্পিউটার বা মেকানিক্যাল বিষয় কাজ করেন তাদের জন্য নতুন কোনো চুক্তি হয়ে পড়বে। প্রেমিক যুগলের মধ্যে আজ শুভ সম্পর্ক তৈরী হবে। একে অন্যকে বোঝার চেষ্টা করবেন। মন্ত্র দুর্গা নাম।

তুলা রাশি : সম্পর্কে মধুরতা আন্তে মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করুন। আজ দুপুরের দিকে ছোট্ট একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাম্পত্য জীবনে পরিবারে অশান্তি বাতাবরণ তৈরী হবে। কোনো ফোন কলে বেশিক্ষন কথা বলার কারণে অশান্তির ছায়া। যারা নতুন কর্মের চেষ্টা করছেন ছোট্ট ঘটনার ভুলে আজ হয়রানির শিকার হতে হবে। যে প্রতিবেশী দু দিন আগেও সুসম্পর্ক রেখেছিলো আজ তার ব্যাবহারে মনো কষ্ট পাবেন। জয় বাবা লোকনাথ।

বৃশ্চিক রাশি : আজ একটি সুখবর পাবেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। যে জিনিসটা কিনবো ভাবছিলেন আজ কেনাকাটা করতে পারেন। পুরাতন বান্ধব যিনি আপনার মনে কষ্ট দিয়েছেন আজ তার ফোন আনন্দ পাবেন। জয় শ্রী জগন্নাথ।

ধনু রাশি : নতুন ভাবে চাকরির আবেদন যারা করছেন আজ সুখবরে মন ভোরে উঠবে। প্রেমিক প্রেমিকা দুজনের সম্পর্কে মধুরতা। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে আজ সুখ বৃষ্টি হবে। জন্ম কুণ্ডলীতে বা লগ্ন ছকে যদি মঙ্গলের দশা না থেকে তবে দূর ভ্রমণের যোগ তৈরী হবে। ব্যাবসায়ী এবং সেলস পার্সনের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ দিন। মন্ত্র ভগবান শিব ।

মকর রাশি : কোন ছলনাময়ী নারী র কারনে বিবাদ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সংবাদ। নতুন চাকরি প্রার্থী ভুল বোঝা বুঝি হলেও শুভ সংবাদ থাকবে। পরিবারে মামা ,কাকা ,জ্যাঠা এদের দ্বারা কোনো শুভ সংবাদ পাওয়া যাবে। মন্ত্র শং।

কুম্ভ রাশি : আজ সতর্ক। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে মোকাবিলা করার উপায়ে ভাবা উচিত। আজ দুই বন্ধুর মধ্যে একজন শত্রুর সামনে আসবেন। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়িতে মিস্তিরি লাগার কথা থাকলে দু দিন অপেক্ষা করুন। নয়তো ক্ষতির সম্ভাবনা। সেকেন্ডারির ছাত্র ছাত্রীরা সতর্ক থাকুন। বিদ্যায় মনোযোগ বাড়াতে হবে। মন্ত্র ঐং।

মীন রাশি : পরিবার স্বজন সহ বিবাহের কথা পাকা সম্ভবনা। পরিবারে যে পুজোটা রয়েছে তাতে অংশগ্রহণ করুন। হলুদ রঙের কাপড় পোশাক পড়ুন। জ্যোতিষ মতে বৃহস্পতি উচ্চকায় হবে। পরিবারে এবং দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি হবে। বান্ধব প্রতিবেশীদের থেকে সম্মান প্রাপ্তি হবে। হর হর মহাদেব বলুন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬
মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর
মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

অন্যের নথি দিয়ে ভুয়ো কোম্পানি খোলার অভিযোগে গ্রেপ্তার হাওড়ার যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: মাসিক আয় অন্যান্য ছাপোষা মধ্যবিত্তের মতোই পনেরো হাজার টাকা। যদিও সম্প্রতি তাকে সাড়ে আট কোটি টাকার আয়কর নোটিস পাঠায় কেন্দ্রীয় সংস্থা। আর ওই নোটিশ থেকে হাওড়ার ওই যুবক জানতে পারেন কলকাতার আর্মেনিয়ান স্ট্রিটে তাঁর নামে রয়েছে একটি কোম্পানি। সেই কোম্পানির ঠিকানার সূত্র ধরে খোঁজখবর নিয়ে

কোম্পানিটি ভুয়ো বলেই জানা যায়। অবাক করা এই ঘটনাটি ঘটে হাওড়ার চামরাইল দক্ষিণ পাড়ার এক বাসিন্দা সৌভিক ঘোষ (২৯) -এর সঙ্গে। পেশায় একটি অনলাইন বিপণন সংস্থার ডেলিভারি বয়। ওই যুবকের মাসিক আয় পনেরো হাজার টাকা। যদিও তাকে আয়কর বিভাগের নোটিসে তথ্য প্রমাণ দিয়ে জানানো হয়, তার একটি কোম্পানির বার্ষিক লেনদেন সাড়ে ৮ কোটি টাকারও বেশি। মুনাফার অঙ্ক ১৪ লক্ষ টাকা।

আয়কর বিভাগের নথিতে ওই কোম্পানির দপ্তরের ঠিকানা কলকাতার আর্মেনিয়ান স্ট্রিট বলেই উল্লেখ করা ছিল। নোটিশ পাওয়ার পরে সৌভিক খোঁজখবর করে জানতে পারেন সেটি ভুয়ো। এর পরে আয়কর বিভাগ, বিক্রয়কর বিভাগের পাশাপাশি স্থানীয় লিলুয়া থানাতেও অভিযোগ জানান তিনি। আর সেই তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে এক অভিনব জালিয়াতির সন্ধান মিলেছে বলে পুলিশের দাবি। ঘটনার জেরে বুধবার রাতে সুরজিৎ দত্ত নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ঘটনার প্রেক্ষিতে সৌভিকের দাবি, মাস কয়েক ভোলা ঘোষ নামে এক পরিচিত ব্যক্তিকে 'ট্রেড লাইসেন্স' করানোর কথা বলেছিলেন। ভোলা ঘোষের মাধ্যমে লাইসেন্সের জন্য নিজের আধার, প্যান কার্ড, ব্যাংকের কাগজপত্র-সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় নথিও জমা দিয়েছিলেন। যদিও তাঁর অজান্তে সেই নথি ব্যবহার করে অভিযুক্ত ব্যক্তি ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন বলে পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে জানতে পারে। লিলুয়া থানাতে এই মর্মে লিখিত অভিযোগপত্রে সৌভিক জানিয়েছেন, 'আমার নথি ব্যবহার করে 'শিব ট্রেডিং কোম্পানি' নামে একটি সংস্থা খোলা হয়েছিল। ট্রেড লাইসেন্স করানোর জন্য আমি অনিমেষ বাঙাল নামে এক অ্যাকাউন্ট্যান্টের সাহায্য নিতে গিয়েছিলাম। তিনিই এ বিষয়ে আমাকে বিস্তারিত বিবরণ দেন।'

ঘটনার প্রেক্ষিতে হাওড়া সিটি পুলিশের এক কর্তা জানান, গত ফেব্রুয়ারি মাসে এক ব্যক্তি লিলুয়া থানায় অভিযোগ করেন। তিনি জানান, নতুন একটি কোম্পানি খোলার জন্য বৈধ কাগজপত্র বানাতে গিয়ে দেখেন যে তাঁর প্যান কার্ড, আধার কার্ড ব্যবহার করে তাঁর অপরিচিত এক ব্যক্তি অন্য একটি কোম্পানি খুলেছেন। ওই ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর কোনও পরিচয় নেই। পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পারে অভিযুক্ত ওই ব্যক্তির নাম সুরজিৎ দত্ত। তিনি নিজেকে 'চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট' পরিচয় দিয়ে কোম্পানি খুলেছেন। সেই কোম্পানি আদতে ভুয়ো। বুধবার রাতে লিলুয়া থানার পুলিশ সুরজিৎকে গ্রেপ্তার করে। বৃহস্পতিবার তাঁকে আদালতে পেশ করে নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে পুলিশ। কি উদ্দেশ্যে অন্যের পরিচয়পত্র দিয়ে ভুয়ো কোম্পানি এবং অ্যাকাউন্ট খোলা হল তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ আধিকারিকরা। এই একাউন্ট থেকে কত টাকা লেনদেন হয়েছে এবং কেন হয়েছে, কোথায় কোথায় লেনদেন হয়েছে, কী উদ্দেশ্য রয়েছে, সব কিছু তদন্ত করে দেখছে পুলিশ বলেই সূত্রের খবর।

পুজোর আগে শনি ও রবিতে স্পেশ্যাল মেট্রো পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্গাপুজো আসতে আর বাকি নেই এক মাসও। মাঝে হাতেবলতে কয়েকটা দিন। আর এই দুর্গাপুজোকে গিরে জোরকদমে চলছে কেনাকাটা। ফলে ভিড় বাড়ছে বাজারগুলিতে।আর এই ভিড সামাল দিতেই কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে করা হল এক বিশেষ ঘোষণা। প্রাক পুজো উপলক্ষে শনি ও রবিবার স্পেশ্যাল মেট্রো চলবে বলে জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে ২ অক্টোবর গান্ধি জয়ন্তী উপলক্ষেও বিশেষ পরিষেবা পাওয়া যাবে বলে জানান পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র।

মেট্রো রেলের তরফে জানানো হয়েছে ব্লু লাইনে অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ এই করিডরে আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে এই বিশেষ পরিবেষা। চলবে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত। এই তারিখের মধ্যে শনিবার রয়েছে ২৩ সেপ্টেম্বর, ৩০ সেপ্টেম্বর, ৭ অক্টোবর, ১৪ অক্টোবর। মেট্রো ঘোষিত তারিখের মধ্যে রবিবার রয়েছে ২৪ সেপ্টেম্বর, ১ অক্টোবর, ৮ অক্টোবর, ১৫ অক্টোবর। কলকাতা মেট্রো সূত্রে খবর, এখন শনিবার দিনভর ২৩৪ টি চলে মেট্রো চলাচল করে। প্রাক পুজো উপলক্ষে সেই সংখ্যা বেড়ে হচ্ছে ২৮৮ টি। রবিবার দিন চলে ১৩০টি মেট্রো। সেই সংখ্যা বেড়ে হচ্ছে ১৬৪টি। এদিকে সামনেই আবার গান্ধি জয়ন্তী। গান্ধি জয়ন্তীতে মেট্রোর সংখ্যা থাকবে ২৩৪। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, গান্ধি জয়ন্তীর দিন প্রথম ও শেষ মেট্রোর সময় কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না।

সোদপুর থেকে ধৃত হুগলির কুখ্যাত দুষ্কৃতী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সোদপুর থেকে ধৃত হুগলি জেলার কুখ্যাত দুষ্কৃতী অমিত ঘোষ। বুধবার রাতে সোদপুর রাসমণি মোড় সংলগ্ন এক আত্মীয়ের বাড়িতে এসেছিল ধৃত অমিত। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে খড়দা থানার পুলিশ সেখানে হানা দিয়ে অমিতকে পাকড়াও করেছে। ধৃতের কাছ থেকে পুলিশ দুটি আগ্নেয়াস্ত্র এবং চার রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করেছে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর দেখলেন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরও কি মশার আঁতুড়ঘর? জানতে পরিদর্শনে গেলেন কলকাতা পুরসভার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের সঙ্গে ডেপুটি মেয়রের উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ও হয়।উদ্বেগ বাড়াচ্ছে ডেঙ্গু। বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। গত কয়েকদিনে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর খবরও সামনে এসেছে। এবার এই

পরিস্থিতিতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সরেজমিনে তদন্তে গেলেন কলকাতা পুরসভার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ। ৯২ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে কোথায় জল জমে রয়েছে, সেখানে ডেঙ্গুর জীবাণুবাহী মশার লার্ভা রয়েছে কি না, জানতে পরিদর্শনে যান এনটেমোলজিস্টরাও। অতীনবাবু ডেঙ্গু সতর্কতায় কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা দেখেন। সূত্রের খবর, এদিন বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে গিয়ে রেজিস্ট্রার স্নেহমঞ্জু বসুর সঙ্গে বাদানুবাদেও জড়ান তিনি।

নামখানায় অনুষ্ঠিত হল দেশি বীজের সংরক্ষণ ও একটি কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিবেদন, নামখানা: দক্ষিণ চন্দনপিড়ি বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ও হায়দরাবাদ ওয়াসেনের যৌথ উদ্যোগে দেশি বীজের সংরক্ষণ ও লান্ড্রেস ম্যাপিং মেথডোলজির উপর একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল। বিশেষ করে হারিয়ে যাওয়া ধান ও সবজির বীজ কিভাবে সংরক্ষণ করা যাবে এবং কেন তার সংরক্ষণ প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে জৈব চাষ কি এবং কিভাবে রাসায়নিক সারের বিশদে আলোচনা করেন। তিনি উপস্থিত সবাইকে ব্লক কৃষি দপ্তরের মাধ্যমে কি ধরনের সুবিধা পাওয়া যেতে পারে তা নিয়েও বিস্তর আলোচনা হয়। সংগঠনের সম্পাদক অধ্যাপক ড. শান্তনু বেরা এই সংগঠন আগামী দিনে চাষি ভাইদের জন্য কি ধরনের পরিকল্পনা নিচ্ছে সেটি বলেন। আগামীতে ব্লক কৃষি দপ্তর ও কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি কিভাবে

মাধ্যমে মাটির উর্বরতা শক্তি নষ্ট হচ্ছে এ বিষয়ে বিশদে আলোচনা করা হয় এই কর্মশালায়। সংগঠনের সদস্য শান্তনু দাস জৈব চাষ নিয়ে বিশদে আলোচনা করেন। ওয়াসেনের পক্ষে শুভদীপ মণ্ডল লান্ড্রেস ম্যাপিং কি এবং কিভাবে করা হয় সেটি বাছাই করা চাষিদের সামনে প্র্যাকটিক্যালি দেখান। এই কর্মশালায় উপস্থিত হয়ে নামখানা ব্লকের কৃষি আধিকারিক তন্ময় পাইক দেশি বীজের সংরক্ষণ ও জৈব চাষ নিয়ে পৌঁছে দেওয়া যায় সে বিষয়ে বলেন। তিনি বলেন, এই সংগঠন ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান, নারী ও শিশু স্বাস্থ্য, জীবন জীবিকা নির্ভর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি নিয়ে কাজ করছে। এদিনের কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন ব্লক কৃষি আধিকারিক, সংগঠনের সম্পাদক ছাড়াও সংগঠনের সভাপতি অনুপ মাইতি, সহ-সভাপতি প্রবীর পাল ও অন্যান্যরা।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ৪ আশ্বিন ১৪৩০ শুক্রবার

প্রাথমিকে আরও ৯৬ জন টেট অনুত্তীর্ণের চাকরির কথা স্বীকার পর্ষদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: টেট-এ ফেল করেও প্রাথমিকে চাকরি পেয়েছিল আরও ৯৬ জন। বৃহস্পতিবার আদালতে দেওয়া সিবিআইয়ের রিপোর্ট কার্যত স্বীকার করে নিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। এর আগে ২৬৫ জন টেট অনুত্তীর্ণের চাকরি বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। যদিও সেই চাকরি বাতিলের নির্দেশে সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ রয়েছে।

এদিকে বৃহস্পতিবার আদালত নির্দেশ দেয়, প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে সিবিআই এবং ইডির অফিসাররা এবার পর্ষদের অফিসে যাবেন। অর্থাৎ এবার কেন্দ্রীয় জোড়া ফলার আক্রমণের মুখে পড়তে চলেছে পর্ষদ। তদন্তে নেমে দুই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা এবার খতিয়ে দেখবেন, ওএমআর শিট ডিজিটাইজড করার সিদ্ধান্ত কে নিয়েছিলেন বা কেনই বা নিয়েছিলেন তাও। সঙ্গে এও তদন্ত করে দেখা হবে কোন প্রক্রিয়ায় তা ডিজিটাইজড করা হয়েছিল সেটিও। এরই পাশাপাশি, তদন্তকারীদের সব রকমের সাহায্য করারও নির্দেশ দেওয়া হয় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে। আগামী ১০ অক্টোবর মামলার পরবর্তী শুনানি। ১০ অক্টোবরই রিপোর্ট পেশ করবে সিবিআই।

এদিকে, ২০২০ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ার মেধাতালিকা নিয়েও দেখা দিয়েছে সমস্যা। ওয়েবসাইট হ্যাক হওয়ার কারণে সম্প্রতি পুলিশে অভিযোগ দায়ের করে পর্ষদ। সাইট হ্যাকের কারণে তা প্রত্যাহার করা হয়। সেই পুলিশে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিত কী রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করে জানতে চেয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। আগামী ১০ সেপ্টেম্বর মধ্যে এই রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসিকদের জন্য কঠোর হল নিয়মকানুন

রাত ১০ টার আগেই ফিরতে হবে হস্টেলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: এবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কড়া পদক্ষেপ আবাসিকদের জন্য। কোনও ভাবেই রাত ১০টার পর হস্টেলের বাইরে থাকা যাবে না তাঁদের। প্রসঙ্গত, যাদবপুরের প্রথম বছরের ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় আগেই অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছিল। এবার ৫৫ সদস্যের অ্যান্টি র‍্যাগিং স্কোয়াড গড়ল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এদিকে ক্যাম্পাস ও হস্টেলগুলি সব গেটে সিসিটিভি বসানোর কাজ শুরু হয়েছে মঙ্গলবার থেকেই। বুধবার হস্টেল নিয়ে কড়াকড়ি শুরু হল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে। রাত ১০টার পরে আবাসিকদের হস্টেলের বাইরে থাকা নিষিদ্ধ করা হয়। সঙ্গে এও জানানো হল কোনও আবাসিক হস্টেলে অনুপস্থিত থাকলে সংশ্লিষ্ট হস্টেল সুপারিটেন্ডেন্টের থেকে নিতে হবে আগাম অনুমতি। পাশাপাশি এ নির্দেশিকাও জারি হয়েছে যে, হস্টেলগুলির গেট বন্ধ থাকবে রাত ১০ থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত। সময়ে গেট খোলা ও বন্ধ করার এই ব্যবস্থা যাতে সঠিকভাবে পরিচালিত হয়, তা সুনিশ্চিত করার দায়ভার ন্যস্ত করা হয়েছে গেটে মোতায়েন থাকা নিরাপত্তারক্ষীদের উপর। হস্টেলের আবাসিকদের গতিবিধি নিয়ে নয়া নিয়মগুলি জানিয়ে ডিন অফ স্টুডেন্টস অরুণকুমার মাইতি স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হয়। এই বিজ্ঞপ্তিতে এও জানানো হয়েছে, ভিজিটরদের সঙ্গে আবাসিকরা থাকতে পারবেন ভিজিটর রুমে বা তা না থাকলে টিভি-কাম-রিক্রিয়েশন রুমে। আবাসিকদের সঙ্গে দেখা করতে আসা সকল ভিজিটরদের গেটে থাকা রেজিস্টার খাতায় নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর নথিভুক্ত করে ঢুকতে হবে। তাঁর ভিজিটর যেন এই নিয়ম মেনেই প্রবেশ করেন, তা সুনিশ্চিত করতে হবে সংশ্লিষ্ট আবাসিককে। বাধ্যতামূলক করা হয়েছে হোস্টেল বোর্ডারশিপ পরিচয়পত্র। পাশাপাশি এও বলা হয় যে, আবাসিকদের এই পরিচয়পত্র সবসময় সঙ্গে রাখতে হবে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত নিরাপত্তা কর্মীরা দেখতে চাইলে তা দেখাতেও হবে। সমস্যা এড়াতে মেন হস্টেল ক্যাম্পাসের কোয়ার্টারে থাকা হস্টেল বা মেস কর্মীদেরও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখতে বলা হয়েছে এই বিজ্ঞপ্তিতে।

এদিকে, রাতে কোনও ঘটনা ঘটলে বা প্রয়োজন হলেই যাতে স্কোয়াডের কিছু সদস্য দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যেতে পারেন তা সুনিশ্চিত করতে ক্যাম্পাসের কাছাকাছি থাকা বেশ কয়েকজনকে নব নির্মিত স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ। তবে নবনির্মিত স্কোয়াড তৈরি করার সময় নানা ধরনের মানদণ্ডের ভিত্তিতেই এই স্কোয়াড তৈরি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেববাবু এও জানান, 'সবরকম মিলিয়ে এই স্কোয়াড তৈরি করা হয়েছে। দূরত্ব নির্বিশেষে সক্রিয় ব্যক্তিদেরও যেমন রাখা হয়েছে ঠিক তেমনই কিছু সংখ্যককে রাখা হয়েছে, যাঁরা রাতের দিকে প্রয়োজন হলেই চলে আসতে পারেন। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ার্টারে যাঁরা থাকেন তাঁদের বিবেচনা করা হয়েছে।'

২০২৩-'২৪ শিক্ষাবর্ষের অ্যান্টি র‍্যাগিং স্কোয়াডের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৮। সেই সংখ্যা বেড়ে একেবারে ৫৫ হয়েছে। নেপথ্য কারণ নিয়ে বুদ্ধদেব সাউ বলেন, 'যাদবপুরের মতো বৃহৎ পরিসরের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ১৫-২০ জনের স্কোয়াড যথেষ্ট ছিল না। স্কোয়াডের কর্মকাণ্ড পরিচালনা কঠিন হয়ে গিয়েছিল। তাই ৫৫ জনের স্কোয়াড করা হল।' স্কোয়াডে শিক্ষকদের সংখ্যাই বেশি। এছাড়া শিক্ষাকর্মী এবং ছাত্র সংসদগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের রাখা হয়েছে।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের চার্জশিটে অনুমোদন রাজভবনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অবশেষে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের চার্জশিটে অনুমোদন দিল রাজভবন। আলিপুরে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে অনুমোদনের বিষয়টি জানায় সিবিআই। তবে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বাদে বাকি পাঁচ অভিযুক্তের চার্জশিটে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অনুমোদন পাওয়া যায়নি বলে খবর। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থর নামে চার্জশিট পেশ করা হয়েছিল আগেই। সেই সময়েই রাজ্যপালের কাছে অনুমোদন চেয়েছিল সিবিআই। এরপর বৃহস্পতিবার আদালতে সিবিআই জানায়, সেই অনুমোদন মিলেছে ইতিমধ্যেই। এদিকে গ্রেপ্তারির সময় রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। নিয়ম অনুযায়ী মন্ত্রী গ্রেপ্তার হলে চার্জশিটে রাজভবনের অনুমোদনের প্রয়োজন। কিন্তু সিবিআই চার্জশিট তৈরি করলেও তাতে রাজ্যপালের অনুমোদন মিলছিল না। ফলে তা গ্রহণ করছিল না আদালত।

স্কুল সার্ভিস কমিশনের গ্রুপ সি-র নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার ওই চার্জশিটে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ছাড়াও আরও পাঁচ অভিযুক্তের নাম ছিল। নাম ছিল শান্তিপ্রসাদ সিনহা সহ একাধিক প্রাক্তন আধিকারিকের। সেই সব আধিকারিকের জন্য আবার অনুমোদন চাওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের কাছে। সেই অনুমোদন এখনও মেলেনি। ফলে ও চার্জশিট আদালত গ্রহণ করবে কি না, এ ক্ষেত্রে কোনও বিকল্প পথ রয়েছে কি না, সেই প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে।

প্রসঙ্গত, দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিকে কেন্দ্র করে তোলপাড় বাংলা। আদালতের নির্দেশে তদন্তভার পেয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তদন্তে নেমে একে একে একাধিক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সেই তালিকায় রয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও। গতবছর জুলাইয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ইডি। পরবর্তীতে সিবিআই-ও গ্রেপ্তার করে তাঁকে। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় চাকরির বিক্রির গুরুতর অভিযোগ সামনে আসে। তাঁর বান্ধবীর বাড়ি থেকে নগদ প্রায় ৫০ কোটি টাকা উদ্ধার হওয়ার পর কেন্দ্রীয় সংস্থার সন্দেহ আরও বাড়ে। এরপরই পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করা হয়। বর্তমানে তাঁরা দু'জনেই জেল-বন্দি।

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে নাম জড়াতে চলেছে টলিউডেরও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার নাম জড়াতে চলেছে টলিউডের। কারণ, আদালত বৃহস্পতিবার ইডি যে রিপোর্ট আদালতে জমা দেয় তাতেই এমন ইঙ্গিত মিলছে। এদিন আদালতে মুখবন্ধ খামে ইডির তরফ থেকে যে রিপোর্ট দেওয়া হয় তাতে এক টলিউড অভিনেতার নাম রয়েছে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই জল্পনার শুরু, নিয়োগ দুর্নীতিতে রুপোলি পর্দার কার নাম জড়ালো তা নিয়েই।

প্রসঙ্গত, গত ১৪ সেপ্টেম্বর কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জড়িত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নাম এবং সম্পত্তির গোটা বিবরণ ইডিকে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন। তার ভিত্তিতেই বৃহস্পতিবার তদন্তকারী সংস্থার তরফে জমা পড়ে রিপোর্ট। আর সেই মুখবন্ধ খামেই রয়েছে এক টলি অভিনেতার নাম, এমনটাই জানিয়েছেন ইডির আইনজীবী। তবে ইডির পেশ করা রিপোর্টে মাত্র একজন অভিনেতার নাম দেখে সম্ভবত খানিক হতাশই হন বিচারপতি। প্রশ্ন তোলেন, এত দিনে ইডি মাত্র মাত্র এক জনেরই নাম পেল তা নিয়েই। পাশাপাশি বিচারপতি অমৃতা সিনহা এও মনে করিয়ে দেন যে, আগের রিপোর্টে ইডি অনেক কিছু বলেছিল। এর প্রত্যুত্তরে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে জানানো হয়, আরও তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। আরও একটু সময় প্রয়োজন।

টোটো চলাচলে নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে মিছিল-অবরোধ টোটো চালকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: যানজট এড়াতে টোটোর দৌরাত্ম্য রুখতে ব্যারাকপুর লালকুঠি থেকে চিড়িয়ামোড় পর্যন্ত মেইন রাস্তায় টোটো চলাচল নিষিদ্ধ করেছে প্রশাসন। ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ট্রাফিক বিভাগের পক্ষ থেকে বুধবার ধরপাকড় করা হয়েছিল। তার প্রতিবাদ জানিয়ে ওইদিন ব্যারাকপুর শহরের বেশ কয়েকটি জায়গায় বিক্ষোভ দেখিয়েছিল টোটো চালকরা। বৃহস্পতিবার ব্যারাকপুরের সমস্ত রুট বন্ধ রেখে মিছিল করল টোটো চালকরা। মিছিল শেষে তারা ব্যারাকপুর স্টেশনের কাছে রাস্তায় বসে পড়ে অবরোধও করেন। র‍্যাফ-সহ টিটাগড় থানার পুলিশ এসে অবরোধকারীদের হটিয়ে দেয়। ব্যারাকপুর টোটো ইউনিয়নের সম্পাদক রাজা সিং বলেন, প্রশাসনের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এদিন তারা ব্যারাকপুরের সমস্ত রুটে টোটো চলাচল বন্ধ রেখেছেন। রাজার দাবি, টোটোর দৌরাত্ম্য ঠেকাতে যার পাঁচ-ছয়টা গাড়ি সেগুলো বন্ধ করা হোক। পাশাপাশি এক মালিক এক গাড়ি নিয়ম জারি করা হোক। রাজার বক্তব্য, প্রশাসন আলোচনার মাধ্যমে একটা সমাধান সূত্র বের করুক। ব্যারাকপুর স্টেশন পর্যন্ত টোটো চালাতে দেওয়া হোক। নইলে যাত্রী পাবার ক্ষেত্রে চালকদের সমস্যার সৃষ্টি হবে।

নৈহাটিতে কলেজ ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ বন্ধুর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কলেজ ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো নৈহাটি পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের গরিফার কুমোর পাড়ায়। বুধবার রাতে নৈহাটি থানার পুলিশ ওই ছাত্রের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে ১৮ বছরের কৌশিক দে। অপমৃত্যুর মামলা রুজু করে পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। জানা গিয়েছে, কল্যাণী মহাবিদ্যালয়ের কমার্সের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিল মৃত কৌশিক। এদিকে কলেজ ছাত্রকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তাঁরই এক বন্ধুর বিরুদ্ধে। মৃতের মা সুজাতা দে-র অভিযোগ, তাঁর ছেলের মৃত্যুর জন্য দায়ী নৈহাটির গরুরফাঁড়ির বাসিন্দা বিক্কি চৌধুরী। সুজাতা দেবীর দাবি, দু'দফায় ছেলে বিক্কিকে ৭০ হাজার টাকা দিয়েছে। একবার নগদ ৪০ হাজার টাকা, আরেকবার এটিএম থেকে তুলে ৩০ হাজার টাকা দিয়েছে। কিন্তু ছেলে কেন ওকে টাকা দিয়েছিল, তা জানি না। এমনকী, বিক্কির সঙ্গে মিশতে নিষেধ করলে ছেলে ভীষণ রেগে যেত। সুজাতা দেবী জানান, বিক্কির বিরুদ্ধে তারা থানায় অভিযোগও দায়ের করেছেন। জানা গিয়েছে, গরুর ফাঁড়ির বাসিন্দা বিক্কি আগে এলাকার একটি ফুচকার দোকানে কাজ করত। মৃতের মাসি সুতপা পাল জানান, প্রায় এক বছর আগে বিক্কি চৌধুরীর সঙ্গে ফেসবুকে আলাপ হয়েছিল কৌশিকের। পরবর্তীতে দু'জনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বেড়েছিল। প্রতিদিন রাত জেগে বিক্কির সঙ্গে কৌশিক ফোনে কথা বলত। বিক্কির সঙ্গে মেলামেশায় আপত্তি করলে কৌশিক রেগে যেত। সম্প্রতি ওরা তারাপীঠ ও দিঘায় ঘুরতে গিয়েছিল। সুতপা দেবীর দাবি, মৃত্যুর আগে বিক্কির সঙ্গে কৌশিকের কথা কাটাকাটি হয়েছিল। কিন্তু কি বিষয়ে ওদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়েছিল, তা বলতে পারব না। যদিও মৃতের বন্ধু বিক্কি জানিয়েছে, ফেসবুকে কৌশিকের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল। দু'জনের মধ্যে মাত্র ছয়-সাত মাসের সম্পর্ক। শেষবার ভিডিও কল করে কৌশিক তাকে বলেছিল, 'তোর সঙ্গে আর কথা বলব। এটাই শেষ কথা।' বিক্কির দাবি, দিঘা থেকে ঘুরে আসার পর কৌশিকের মা ওকে আলাদা করে দিয়েছিল। নিজে রান্না করে খেত, সেটা কৌশিক তাকে জানিয়েছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে কোনও কথা কাটাকাটি হয়নি। কৌশিকের থেকে টাকা নেবার বিষয়ও অস্বীকার করেছে বিক্কি চৌধুরী। বিক্কি আরও জানিয়েছে, ছত্তিশগড়ের রায়পুরে মাছের কাজে সে গিয়েছিল। নৈহাটিতে ফিরেছে একমাস ১৫ দিন আগে। ওখান থেকে আয়ের টাকায় সে তারাপীঠ ও দিঘায় ঘুরতে গিয়েছিল। জানা গিয়েছে, মৃতের বাবা কুন্তল দে মাছের ব্যবসার জন্য অন্ধ্রপ্রদেশে থাকেন।

চেন্নাইয়ে শ্যুটিং করতে গিয়ে অসুস্থ সন্দীপ রায়, ফিরলেন কলকাতায়

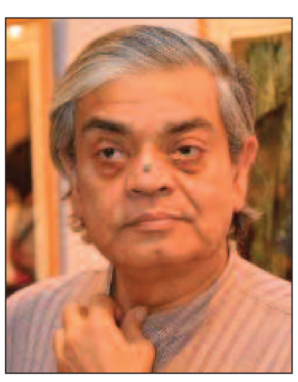

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চেন্নাইয়ে শ্যুটিং করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পরলেন পরিচালক সন্দীপ রায়। ধীরে ধীরে শরীর বেশি খারাপ হওয়ায় তড়িঘড়ি কলকাতায় ফিরে আসেন তিনি। শুধু সন্দীপ রায় নন, গোটা ইউনিটকে ফিরে আসতে হয় কলকাতায়। প্রাথমিক অনুমান, ভাইরাল ফিভারে আক্রান্ত হয়েছেন বর্ষীয়ান পরিচালক।

কিংবদন্তী পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্ট 'নয়ন রহস্য' অবলম্বনে এবার ছবি তৈরি করতে চলেছেন সন্দীপ রায়। 'হত্যাপুরী'-র পর ফের ফেলুদার গল্প বাংলা ছবির দর্শককে উপহার দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। সেই ছবিরই শ্যুটিং চলছিল চেন্নাইয়ে। গত সপ্তাহেই কাস্ট অ্যান্ড ক্রু নিয়ে শহর ছেড়েছিলেন পরিচালক। কিন্তু, শ্যুটিং শুরুর কয়েকদিন পর থেকেই শুরু হয় কাশি। এরপর ধীরে ধীরে শরীরটা বেশ খারাপ হতে শুরু করে তাঁর। প্রাথমিক পর্যায়ের অনুমান, ভাইরাল ফিভারে আক্রান্ত হতে পারেন বর্ষীয়ান পরিচালক সন্দীপ রায়। আউটডোর শ্যুটিংয়ে গিয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় তড়িঘড়ি কলকাতায় ফিরে আসতে হয় 'নয়ন রহস্য'-এর পুরো ইউনিটকে। তবে সন্দীপ রায় পরিচালিত আগামী ছবি 'নয়ন রহস্য'-এর সিংহভাগ শ্যুটিংই হয়ে গিয়েছে। পুরো কাজ শেষ হতে এখনও দুই থেকে তিন দিন সময় লাগবে। তার জন্য আরও একবার চেন্নাই যেতে হবে সিনেমার সঙ্গে যুক্ত কলাকুশলীদের। বড় পর্দায় ফের ফেলুদাকে দেখতে অধীর আগ্রহে দিন গুনছেন বাঙালি দর্শক। ব্যোমকেশ, ফেলুদার মতো চরিত্রগুলো বাঙালির আবেগ। তাই যতবার সেলুলয়েডে এই চরিত্রগুলো ফিরে আসে দর্শকও আবেগে ভেসে যায়।

উধাও মৃত কল্যাণ ভট্টাচার্যের সারমেয় ও বিএমডব্লিউ গাড়ি, তদন্তে ঘিরে উঠছে নানা প্রশ্ন !

শুভাশিস বিশ্বাস

দমদমে নাগের বাজারের কাছে নয়াপট্টির বৃদ্ধ কল্যাণ ভট্টাচার্যের মৃত্যু ঘিরে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। কারণ, এই বৃদ্ধের মৃত্যুর ঘটনার তদন্তে নেমেই প্রথমেই যে ঘটনায় তদন্তকারীদের মনে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে তা হল বৃদ্ধের দেহ যে ঘর থেকে উদ্ধার হয় তা ছিল তালাবন্ধ। শুধু তাই নয়, কল্যাণবাবুর একটি বিএমডব্লিউ গাড়িও ছিল। যার খোঁজ মিলছে না বলেই জানা গেছে। শুধু তাই নয়, গত কয়েকবছর ধরে কল্যাণবাবু তাঁর এই বাগানবাড়িতে একাই থাকতেন। আর সঙ্গী বলতে ছিল একটি সারমেয়। খোঁজ নেই সেটিরও। হঠাৎ-ই এই গাড়ির কোনও সন্ধান না পাওয়া বা কল্যাণবাবুর সারমেয়টির উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘিরে সন্দেহ দানা বাঁধছে তদন্তকারীদের মনে।

এদিকে নয়াপট্টি এলাকায় পা রাখতেই নজরে আসে প্রায় দুই বিঘা জায়গা নিয়ে গড়ে ওঠা বাগানবাড়িটি নজরে আসে। যত্নের অভাব সুস্পষ্ট বাড়ির বাইরে থেকেই। ঝোপ জঙ্গলে ভর্তি প্রবেশ পথের চারপাশ। স্থানীয়দের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায়, বছর পাঁচেক আগে কল্যাণবাবুর মায়ের মৃত্যু হয়। তারপর থেকে এই পোষ্যটিকে নিয়ে একাই থাকতেন তিনি। তবে এই এলাকায় শুধু পয়সাওয়ালা লোক বলেই পরিচিত ছিলেন না কল্যাণবাবু। আদতে এই ভট্টাচার্য পরিবার যে এক বনেদি বংশ তা মেনে নেন সকলেই। এলাকার একটা বিরাট অংশ তাঁদেরই ছিল। যার ওপর বর্তমানে দাঁড়িয়ে বহু বহুতল। শুধু তাই নয়, এই বাগান বাড়িটির উলটোদিকেও বিরাট একটি ফাঁকা জমি। যা তিনি দান করেন এক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে।

কল্যাণবাবু সম্পর্কে বলতে গিয়ে স্থানীয়রা জানান, এলাকার কারও সঙ্গে তিনি কথা বলতেন না। আর যে বাগানবাড়িতে তিনি থাকতেন সেই বাড়িতেও প্রবেশ করতে পারতেন না কেউই। এমনকী কোনও পরিচারিকাও রাখা হয়নি। আর তবে চাঁদা চাইতে গেলেও কাউকেই বাড়ির চৌকাঠ পের হতে দিতেন না। বাড়ির ঠিক বাইরে বসার যে জায়গা রয়েছে সেখানেই অপেক্ষা করতে হতো বহিরাগতদের। ফলে বাড়ির অন্দরের ঠিক কী অবস্থা সে ব্যাপারে জানা নেই কারও। তবে দিনে একটা সময় তাঁকে তাঁর গাড়ি নিয়ে বের হতে দেখা যেত। মূলত খাবার দাবার কিনতেই বের হতেন। আর এই কেনাকাটা শেষ হলেই সোজা ঢুকে পড়তেন নিজের বাড়িতে। দিনে কখনও খুব বেশি হলে দু'বার বা একবার বের হতেন বলেই জানান স্থানীয়রা। সবসময় যে গাড়ি নিয়েবের হতেন তাও নয়, কখনও বের হতেন পায়ে হেঁটেও। তবে কারও সঙ্গে কথা বলতে দেখা যেত না তাঁকে।

কল্যাণবাবুর পেশা নিয়েও কেউ খুব একটা স্পষ্ট কোনও ধারনা দিতে পারেননি। তবে স্থানীয় যাঁরা প্রবীণ তাঁরা জানান, এই নয়াপট্টি এলাকার বিপুল পরিমাণ জমি বিক্রি করার ফলে তাঁর ব্যাংক ব্যালান্স যথেষ্টই ছিল। আর তা থেকে যা আয় হয় তার ওপর বিশেষ কোনও প্রয়োজন পড়েনি কল্যাণবাবুর। আর একটি আয়ের রাস্তা ছিল এই বাগানবাড়ি কিছুদিন আগে পর্যন্ত শুটিংয়ের জন্য ব্যবহার করতে দিতেন কল্যাণবাবু। আর এই বাগানবাড়িতে শ্যুটিংয়ের জন্য গাড়ির লাইন পড়ত নয়াপট্টির এই রাস্তায়। ফলে সেখান থেকেও একটা বড় আয় হত কল্যাণবাবুর।

স্থানীয় সঙ্গে কথা বলে পাশাপাশি এও জানা গেছে যে, তাঁর আত্মীয়রা সবাই থাকেন বাইরে। তবে গত দু-একদিন ফোন রিসিভ না করার ফলে চিন্তান্বিত হয়ে কল্যাণবাবুর খোঁজে আসেন। এরপর ঘর তালাবন্ধ আর কটুগন্ধ নাকে আসায় বাধ্য হয়ে নাগেরবাজার থানার শরনাপন্ন হন তাঁরা। এরপরই ঘর ভেঙে উদ্ধার হয় কল্যাণবাবুর গলিত দেহ।

এদিকে কল্যাণবাবুর এই বিরাট জমির ওপর থাকা বাগানবাড়ি নিয়ে অনেকে এও সন্দেহ করছেন এই ঘটনার সঙ্গে কোনও ধরনের প্রোমোটিং চক্রের যোগ রয়েছে কি না তা নিয়েও। কারণ, স্থানীয়রা এও জানাচ্ছেন বর্তমানে নয়াপট্টি এলাকায় জমির দাম আকাশছোঁয়া। সেখানে এত বড় এলাকা জুড়ে থাকা এই বাগানবড়ি প্রোমোটারদের নজরে পড়বে না সেটাও অস্বাভাবিক। ফলে এই ঘটনার পিছনে দুষ্ট কোনও চক্রের হাত থাকতে পারে বলেও অনুমান করছেন অনেকেই। পাশাপাশি তাঁরা এও ইঙ্গিত দেন, এই ধরনের জমিতে অধিকার নিয়ে এরপর থেকে তৈরি হবে প্রশ্ন। আর বাইরে থেকে তাঁর আত্মীয়দের পক্ষে এই জায়গা জমি সামাল দেওয়াও অত্যন্ত দুরূহ কাজ হবে বলেও মনে করছেন তাঁরা। ফলে কল্যাণবাবুর মৃত্যুর ঘটনায় কোথাও একটা প্রশ্ন তুলে দিয়ে যাচ্ছেই এই ঘটনার পিছনে কোনও ষড়যন্ত্র লুকিয়ে রয়েছে কি না তা নিয়েও।

সম্পাদকীয়

অর্থনীতির বাস্তব সম্পর্কে অজ্ঞরা চোখ মেলবে কবে

খুচরো ব্যবসায়ীদের সংগঠন আরএআই-এর সাম্প্রতিক সমীক্ষায় জানাচ্ছে যে, ধনী বা সচ্ছল নাগরিকরা যে সব পণ্য কেনেন, সেগুলির বাজার ভাল হলেও সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য পণ্যের বিক্রয়ে ভাটার টান চলছে, তার ফলে সামগ্রিক ভাবে খুচরো লেনদেনের বাজারে গতিভঙ্গের লক্ষণ প্রকট। সংগঠনের কর্তারা বলেছেন, টেলিভিশন সেট বা গাড়ির বাজারে উপরতলার মহার্ঘ পণ্যগুলির চাহিদায় তেজ আছে, কিন্তু নীচের দিকে কাটতি কম। এই প্রবণতা কেবল দুই-একটি পণ্যের ক্ষেত্রে সীমিত নয়, সাধারণ ভাবেই অধিকাংশ মানুষ একান্ত প্রয়োজন ছাড়া জিনিসপত্র কিনতে চাইছেন না। তার নানা কারণ আছে, যেমন সাম্প্রতিক মূল্যস্ফীতি, গত দু'বছরের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার জের, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জোরদার অনিশ্চয়তা এবং আতঙ্ক। কিন্তু এই সমস্ত কারণের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে বিপুল এবং ক্রমবর্ধমান আর্থিক অসাম্যের বাস্তব। নব্বইয়ের দশক থেকে এ দেশে অসাম্য ঊর্ধ্বমুখী হয়, গত দু'বছরে অতিমারির প্রকোপে তার গতি অতিমাত্রায় জোরদার; সাধারণ মানুষের প্রকৃত আয় স্থিতাবস্থায় অথবা নিম্নগামী, উপরতলার সম্পদ স্ফীত হয়েছে। 'ওয়ার্ল্ড ইনইকোয়ালিটি ল্যাব'-এর তৈরি করা বিশ্ব অসাম্য রিপোর্ট ২০২২-এ ভারতকে অভিহিত করা হয়েছে 'দরিদ্র এবং অত্যন্ত অসাম্যের একটি দেশ' বলে, যেখানে 'উচ্চবর্গের লোকেরা খুবই ধনী'; উপরতলার ১০% ভারতবাসীর হাতে মোট আয়ের ৫৭%, নীচের অর্ধেকের ঝুলিতে সাকুল্যে শতকরা ১৩! কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী যথারীতি এই সমীক্ষাকে ত্রুটিপূর্ণ ও ভুল বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ভোগ্যপণ্যের হাটে অসাম্যের হাঁড়ি ভাঙলে তিনি নাচার। অসাম্য নিয়ে গত কয়েক বছরে বিশ্ব জুড়ে উদ্বেগ বেড়েছে, সমীক্ষা এবং বিচার-বিশ্লেষণও বেড়েছে। তীব্র ও বর্ধমান অসাম্য বাজারের লেনদেনে বড় রকমের অসঙ্গতি সৃষ্টি না করলে এবং তার ফলে দেশে দেশে অর্থনীতির গতিভঙ্গ না হলে অসাম্য-চর্চায় এই জোয়ার আসত না। সব সম্পদ উচ্চকোটির তহবিলে জমা পড়লে, বৃহদাংশিক জনসাধারণের ভাঁড়ে মা ভবানী অধিষ্ঠিতা হলে বাজারে পণ্য কিনবে কে, অর্থনীতিই বা চলবে কী করে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি থেকে শুরু করে সর্বজনীন বনিয়াদি আয় অবধি নানা উপায় নিয়ে চর্চা হচ্ছে, কোথাও কোথাও উপায়গুলি অংশত কার্যকরও হচ্ছে। সমস্ত উপায়েরই প্রকৃত লক্ষ্য দরিদ্রের হাতে কিছু অর্থ তুলে দেওয়া, যাতে তাঁরা বাজারে চাহিদা বাড়াতে পারেন। ক্ষমতাবানেরা অনেকেই অবশ্য এ-পথে হাঁটতে নারাজ। অর্থনীতির বাস্তব সম্পর্কে তাঁরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ, সুতরাং অসাম্যকে তাঁরা কোনও সমস্যা বলেই মনে করেন না। যেমন আমেরিকার রিপাবলিকান বা ব্রিটেনের কনজার্ভেটিভ পার্টি। যেমন, নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর সহশিল্পীরা।

শাশ্বত কথা

মায়া

স্বামী বল, পুত্র বল,দেব বল, সব মায়া। এই সব মায়ার বন্ধক কাটাতে না পারলে পার হওয়া যায় না। দেহে মায়া দেহবুদ্ধি, শেষে এটাকেও কাটতে হবে। কিসের দেহ, মা, দেড় সের ছাই বই তো নয়- তার আবার গরব কিসের ? যত বড় দেহখানাই হোক না, পুড়লে, ওই দেড় সের ছাই। তাকে আবার ভালবাসা। হরিবোল, হরিবোল, জয় মা জগদম্বা, গোবিন্দ, গোবিন্দ, রাধাশ্যাম, গুরুদেব, গঙ্গা গঙ্গা ব্রহ্মবারি। স্বপ্ন বইকি ! জগৎই স্বপ্নবৎ। এটাও (এই জাগ্রত অবস্থা) একটা স্বপ্ন। কালে ঈশ্বর-টীশ্বর কিছু থাকে না। জ্ঞান হলে মানুষ দেখে ঠাকুর-ঠাকুর সবই মায়া-- কালে আসছে, যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীসারদাদেবী

জন্মদিন

আজকের দিন

পবন কুমার চামলিং

১৯৫০ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ পবন কুমার চামলিংয়ের জন্মদিন।
১৯৬৮ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কুলদীপ বিনয়ের জন্মদিন।
১৯৮৭ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা উন্নি মুকুন্দনের জন্মদিন।

ভগৎ সিং ও যোগেশচন্দ্র এক আত্মিক সম্পর্কের আলেখ্য

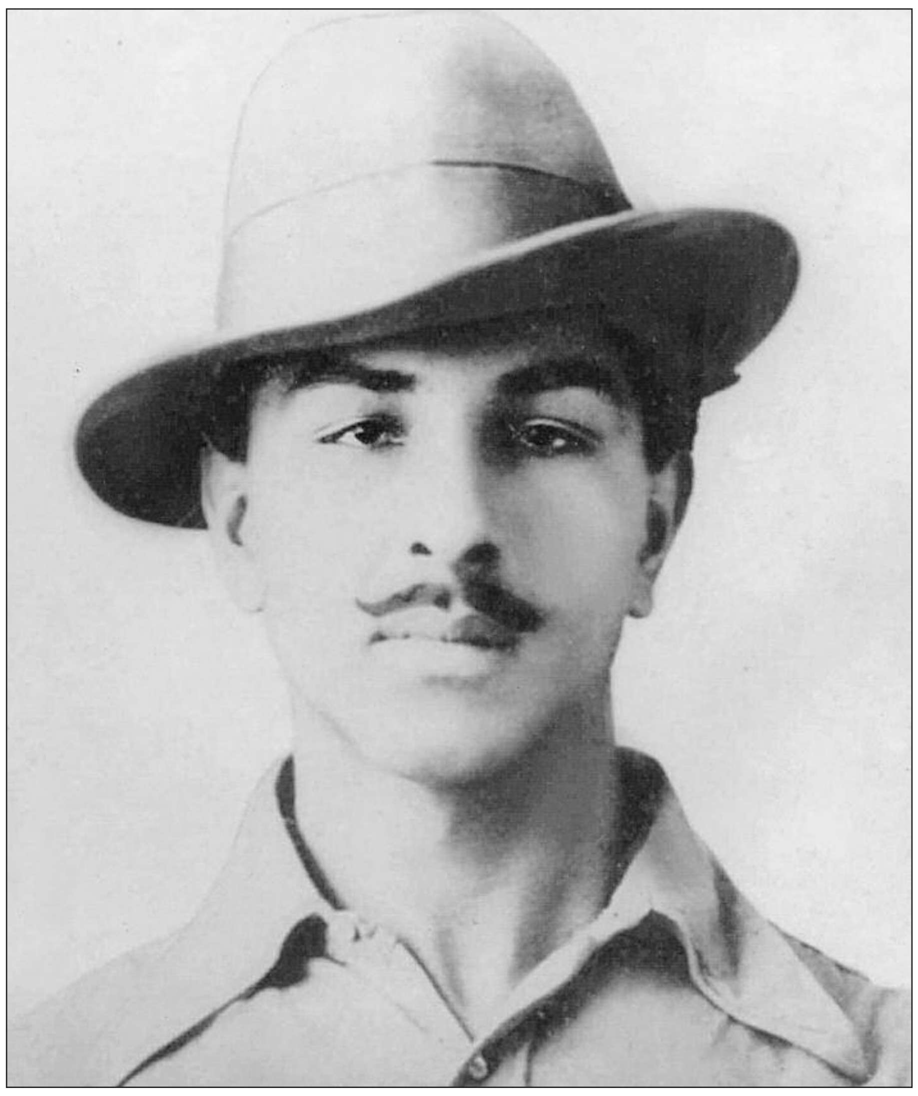

দেবায়ন রায়

'শহীদ-ই-আজম' ভগৎ সিং-এর সংক্ষিপ্ত অথচ চিরবরেণ্য বৈপ্লবিক জীবন একাধিক বিশিষ্ট বাঙালি ব্যাক্তিত্বের সামীপ্য, উপদেশনা ও প্রতিভাস্পর্শে শোভিত। তাঁর মহিমময় জীবনচরিত পঠনকালে উত্তর ভারতে বৈপ্লবিক আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জীর অনন্যসাধারণ ভূমিকাটি আমাদের সবিস্ময় দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমসাময়িক বিপ্লবীবৃন্দ, ঐতিহাসিকগণ এবং অতি অবশ্যই স্বয়ং যোগেশচন্দ্রের রচনাকুণ্ড থেকে আহরিত মহার্ঘ তথ্যরাশির সহায়তায় ভগৎ ও যোগেশচন্দ্রের হৃদয়গ্রাহী সম্পর্কের পরিধিটি হয়ে ওঠে মধ্যাহ্ন-রবির ন্যায় সুপ্রকট।

১৯২৩ সালে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, যোগেশচন্দ্র, রামপ্রসাদ বিসমিল, যদুগোপাল মুখার্জী প্রমুখ অকুতোভয় বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের তরুণ বিপ্লবীদের ঐক্যবদ্ধ করে নির্মিত হয় অনুশীলন সমিতির উত্তর ভারতীয় শাখা সংগঠন হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন। ১৯২৪ সাল থেকেই উত্তর ভারতের এই সংগঠনের দৃঢ় উপস্থিতি ধ্বনিত হতে শুরু করে। এই সময়ে লাহোরের বিখ্যাত বিপ্লবী সর্দার অজিত সিং-এর সপ্তদশবর্ষীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ভগৎ সিং অন্তরে আত্মবিলয়নের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বিপ্লববাদের শোণিতস্নাত সরণিতে পদচারণায় আগ্রহী হন। কিন্তু পরিবারের তরফ থেকে তাঁর বিবাহের উদ্যোগ নেওয়া হলে উপায়ন্তর না দেখে তিনি দ্বারস্থ হন অধ্যাপক জয়চন্দ্র তর্কালঙ্কারের। ঐ সময় সংগঠনের কাজে লাহোরে আগত শচীন্দ্রনাথের সাথে জয়চন্দ্র ভগৎ সিং-এর পরিচয় করিয়ে দেন। অন্তর্ভেদী দৃষ্টিসহ শচীন্দ্রনাথ ভগৎকে প্রশ্ন করেন, পারিবারিক বন্ধন উৎপাটিত করে তিনি কি দেশমাতৃকার চরণকমলে নিজেকে উৎসর্গ করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত? ইতিবাচক উত্তর পেয়ে শচীন্দ্রনাথ তাঁকে দলের কানপুর শাখার প্রধান সংগঠক যোগেশচন্দ্রের ছত্রছায়ায় বৈপ্লবিক কার্যকলাপে অংশ নেওয়ার নির্দেশ দেন। পূর্ববঙ্গীয় যোগেশচন্দ্র তখন উত্তর ভারতে বৈপ্লবিক আন্দোলন প্রসারের উদ্দেশ্যে কানপুরের পাটকাপুর অঞ্চলে বিপ্লবী সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের মেসে থাকতেন। সেখানেই ১৯২৪ সালের মার্চ-এপ্রিল মাস নাগাদ একদিন শচীন্দ্রনাথ-প্রদত্ত একটি পত্র নিয়ে ভগৎ উপনীত হন। আলাপ-পরিচয় পর্ব সম্পন্ন করে সন্তুষ্ট হলেও নব্যপরিচিত মানুষটির আশ্রয়স্থল নির্ধারণ করাকে কেন্দ্র করে যোগেশচন্দ্র সমস্যায় পড়েন। বাঙালি মেসে এক তরুণ শিখের আশ্রয়লাভ বিষমই অসচরাচর। ব্রিটিশ গুপ্তচরগণের মনে যদি সন্দেহের জলধর ঘনীভূত হয়, তবে বিপদ সুনিশ্চিত। কিন্তু অল্পবয়সী ভগৎকে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি শহরে একাকী ছেড়ে দেওয়াও ন্যায়সঙ্গত নয়। তাই বেশ ঝুঁকি নিয়েই শেষমেশ যোগেশচন্দ্র ঐ মেসেই ভগৎকে রাখতে মনস্থির করেন। এবারে সৃষ্টি হয় আরেক জটিলতা। স্টেশন থেকে মেসে আসার পথে ভগৎ তাঁর সঙ্গের জিনিসপত্র একটি ধর্মশালায় গচ্ছিত রেখে এসেছিলেন। কিন্তু বৈপ্লবিক সংগঠনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত হওয়ার নিঃসীম উত্তেজনার বশে ধর্মশালাটির নামের প্রতি তিনি যথাযথভাবে দৃষ্টিক্ষেপণ করেন নি। অগত্যা ভগৎ ও যোগেশচন্দ্র একত্রে ধর্মশালাটির সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু একের পর এক ধর্মশালায় খোঁজ করতে করতে রাত্রি ঘনিয়ে এলে তাঁরা হতাশ চিত্তে ফেরার পথ ধরেন। শেষে ঐ ফেরার পথেই হঠাৎ সেই ধর্মশালাটি ভগৎ সিংয়ের দৃষ্টিসীমায় ধরা দিলে দুশ্চিন্তার ইতি ঘটে।

কানপুরপর্বে ভগৎ স্ব-ইচ্ছায় যোগেশচন্দ্রের সান্নিধ্যেই সিংহভাগ সময় অতিবাহিত করতেন, যা তাঁর মনীষার বিকাশে বিশেষ সহায়ক হয়। বয়সে বারো বছরের তফাৎ থাকলেও অচিরেই দুইজনের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরাধীন মাতৃভূমির রাজনৈতিক অবস্থা, ভারতবাসীর পক্ষে হিতজনক বিপ্লবপন্থা, রাশিয়া-সহ বিভিন্ন দেশের বিপ্লবকাহিনী, রাশিয়ায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁদের মননশীল ও গঠনমূলক আলোচনার দ্বার উন্মোচিত হয়। গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তির অধিপতি বঙ্গবিপ্লবীটি সেই তরুণ শিখটির বৌদ্ধিক দার্ঢ্য, যুক্তিবোধ ও অনুসন্ধিৎসু মননের দীপন প্রত্যক্ষ করে প্রসন্ন হন। এই অনুষঙ্গে যোগেশচন্দ্র পরবর্তীকালে লিখেছেন- 'তাঁহার (ভগৎ) জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইতে চাহিত না এবং তিনি অন্ধভাবে কোন নীতি অনুসরণ করিতেন না। তাঁহার তরুণ মন নূতন আদর্শকে বিচার করিয়া গ্রহণ করিবার জন্য সর্বদা সচেতন থাকিত।' শুধুমাত্র তাত্ত্বিক ও গুরুগম্ভীর আলোচনার পরিসরে সীমায়িত না থেকে যোগেশচন্দ্র ভ্রাতৃপ্রতিম ভগৎকে সঙ্গে নিয়ে পরিভ্রমণেও যেতেন। ভগৎ ও যোগেশচন্দ্র একবার উন্নাওয়ের এক আম বাগিচায় গিয়ে ফলের রাজার স্বাদগ্রহণ করেন। আরেকবার সঙ্গীদের জোরাজুরিতে বাধ্য হয়ে তাঁরা বেরিয়ে পড়েন টিকিটহীন রেলভ্রমণের 'অ্যাডভেঞ্চার' নিতে। শেষে টিকিট পরীক্ষকের হাতে পাকড়াও হতে হয়। সৌভাগ্যবশত ভগৎ সিং-এর কাছে অতিরিক্ত অর্থ থাকায় জরিমানা প্রদান করে সেযাত্রায় অব্যাহতি মেলে। কানপুরে গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে রক্ষা পেতে তাঁরা একত্রে গঙ্গাবক্ষে সাঁতারও কাটতেন।

তবে বাঙালি মেসটিতে এক শিখের অবস্থানজনিত বিপদের আশংকার সাথে একসময় জোট বাঁধে ক্রমস্ফীতমান অর্থসংকট। এমনিতেই অতি কষ্টে দৈনন্দিন ব্যয় সামলে বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ চলত। ভগৎ আসায় সদস্যসংখ্যাও বাড়ে। এলাহাবাদ থেকে ২০ মাইল দূরবর্তী গ্রামে অর্থ সংগ্রহের জন্য যোগেশচন্দ্রের নেতৃত্বে ভগৎ ও অন্যান্য একাধিক বিপ্লবীর একটি দল রাজনৈতিক ডাকাতির প্রচেষ্টা করে। কিন্তু সেই প্রয়াস সফল হয় নি। জয়চন্দ্র বিশেষ কাজে কানপুরে উপস্থিত হলে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত যোগেশচন্দ্রের সাথে তাঁর আর্থিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। তাঁরা বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ও 'প্রতাপ' পত্রিকার কর্ণধার গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থীকে সমস্যার কথা জানালে তিনি সানন্দে ভগৎকে পত্রিকার দপ্তরেই একটি ঘরে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেন। উপরন্তু তাঁকে সাংবাদিকতায় শিক্ষানবিশী করে মাসিক দশ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থাও করেন। উল্লেখ্য, এই কানপুরপর্বেই গণেশশঙ্কর ও যোগেশচন্দ্রের পরামর্শে ভগৎ সিং 'বলবন্ত সিং' ছদ্মনামটি গ্রহণ করেন। বিভিন্ন স্বাধীনতা সংগ্রামীর মিলনক্ষেত্র সেই 'প্রতাপ' প্রেসে চন্দ্রশেখর আজাদ, বটুকেশ্বর দত্ত, বিজয় কুমার সিংহ, অজয় ঘোষ প্রমুখ অসমসাহসী তরুণ বিপ্লবীর সঙ্গে ভগৎ সিং সুপরিচিত হন। কিছুকাল পরে স্বাধীনতা সংগ্রামী ঠাকুর টোডর সিং আলিগড় জেলার শাদীপুর গ্রামে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করে প্রধান শিক্ষকের সন্ধানে কানপুর আসেন। ভগৎ-এর সাথে আলাপপর্বে তাঁর মনে হয় এইরকম ব্যাক্তিই তো তাঁর প্রয়োজন! প্রস্তাবটি যোগেশচন্দ্র, সুরেশচন্দ্র ও গণেশশঙ্করের নিকটও সময়োপযোগী বলে মনে হয়। যোগেশচন্দ্রের ভাষ্যে- তভগৎ সিংকে আলিগড়ে প্রেরণ করিবার পশ্চাতে আমার দুইটি উদ্দেশ্য ছিল। অর্থ সংকট খুবই তীব্র ছিল। তবে আমরা কোন রকমে চালাইয়া যাইতেছিলাম। আমাদের সংগঠন প্রসারের প্রয়োজন ছিল এবং ভগৎ সিং একটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হওয়ার ফলে আমাদের নিকট এই ব্যাপারে একটি বিরাট সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার আলিগড় যাওয়ার অর্থই ছিল আমাদের সংগঠনের অপর একটি সার্থক কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা।দ তবে অবস্থাপন্ন পরিবারের সন্তান ও শহরকেন্দ্রিক জীবনে অভ্যস্ত তরুণটি দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারেন ভেবে যোগেশচন্দ্রের মনে কিঞ্চিৎ দ্বিধা ছিল। কিন্তু ভগৎ তাঁকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলেন। বিদায়লগ্নে নানাবিধ সুপরামর্শ প্রদানের পর যোগেশচন্দ্র ভগৎকে জানিয়ে দেন, আলিগড়ে কোনও সমস্যা হলে তৎক্ষণাৎ ভগৎ যেন কানপুরে ফিরে আসতে ইতস্তত বোধ না করেন। সতেরো বছরের এক তরুণকে এমন এক গুরুদায়িত্ব বহনের উপযোগী হিসেবে নির্বাচিত করা ছিল যোগেশচন্দ্রের এক সুদূরপ্রসারী বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত। যোগেশচন্দ্রের সান্নিধ্যে কানপুরে ভগৎ সিং প্রায় দুই মাস অতিবাহিত করেছিলেন।

১৯২৪ সালের ১৮ই অক্টোবর ব্রিটিশ পুলিশ কলকাতায় যোগেশচন্দ্রকে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত একাধিক নথিপত্র-সহ গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করে। এরপর ১৯২৫ সালে কাকোরি 'ষড়যন্ত্র' মামলা শুরু হলে যোগেশচন্দ্রকেও সেই মামলার সঙ্গে যুক্ত করে লখনউতে নিয়ে যাওয়া হয়। যোগেশচন্দ্র-সহ সংগঠনের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবীর বিচারের নামে প্রহসন চলে লখনউতে। একদিন ব্রিটিশ গোয়েন্দাকুলের শ্যেনচক্ষু এড়িয়ে ভগৎ বিচারকক্ষে প্রবিষ্ট হন এবং 'আসামী' পক্ষের জন্য নির্দিষ্ট স্থানের সন্নিকটেই উপবিষ্ট হয়ে দীর্ঘ সময় ধরে সেদিনের সম্পূর্ণ বিচার প্রক্রিয়াটি প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাস্যোজ্জ্বল মুখ যোগেশচন্দ্রের দৃষ্টি এড়ায় নি। সেদিন বিচারপর্ব শেষে যখন যোগেশচন্দ্র-সহ অন্যান্য বন্দীদের পুলিশের গাড়ীতে করে লখনউ কারাগারে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখনও আদালতের উদ্যানে যোগেশচন্দ্র তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। সেদিনই অন্তিমবারের জন্য ভগৎ যোগেশচন্দ্রের দৃষ্টিসীমায় ধরা দিয়েছিলেন।

কাকোরি 'ষড়যন্ত্র' মামলার রায় ১৯২৭ সালে ঘোষিত হয় এবং বিচারে 'দোষী' সাব্যস্ত যোগেশচন্দ্রের দীর্ঘমেয়াদি কারাদণ্ড হয়। প্রথমে ফতেগড় জেল ও পরবর্তীতে আগ্রা জেলে তাঁকে বন্দী রাখা হয়। এই পর্বে যোগেশচন্দ্রকে বলপূর্বক উদ্ধারের জন্য ভগৎ ও তাঁর সহযোদ্ধারা বিশেষভাবে তৎপর হয়ে ওঠেন। কানপুর থেকে আগ্রাতে সংগঠনের মূল ঘাঁটি স্থানান্তরিত করে শুরু হয় মোক্ষম সুযোগের প্রতীক্ষা। ব্রিটিশ সরকার ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে যোগেশচন্দ্রকে লখনউ কারাগারে প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেয়। স্থির হয় রাত দশটার ট্রেনে তাঁকে প্রথমে কানপুর নিয়ে যাওয়া হবে। তারপর সকালে রেলপথেই লখনউ যাত্রা। ভগৎ, চন্দ্রশেখর আজাদ, বটুকেশ্বর দত্ত, শিবরাম রাজগুরু, বিজয় কুমার সিংহ, শিব বর্মা প্রমুখ বিপ্লবীবর্গ এই যাত্রাপর্বেই যোগেশচন্দ্রকে মুক্ত করবার নক্সা প্রস্তুত করেন। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত বটুকেশ্বর ও রাজগুরু আগ্রা স্টেশনে নজর রাখতে থাকেন। কিন্তু অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে হঠাৎ একদিন লখনউ থেকে ব্রিটিশ পুলিশের একটি দল কয়েকজন বন্দীকে আগ্রা কারাগারে নিয়ে এলে সেই দলটির সাথেই সন্ধ্যা সাতটার ট্রেনে যোগেশচন্দ্রকে কানপুর হয়ে লখনউ পাঠিয়ে দেওয়া স্থিরীকৃত হয়। অন্তিম মুহূর্তে যাত্রাসূচি পরিবর্তনের এই খবরটি বিপ্লবীদের নিকট অজ্ঞাত থাকে। সন্ধ্যা ছয়টায় ব্রিটিশ সরকারের প্রহরীরা যোগেশচন্দ্রকে আগ্রা স্টেশনে নিয়ে আসে। পৌনে সাতটায় বটুকেশ্বর ও রাজগুরু রোজকার মতো নজর রাখতে স্টেশনে উপস্থিত হওয়া মাত্রই যোগেশচন্দ্রকে দেখতে পান। বুঝে যান যে যাত্রাসূচী হঠাৎ বদলে গেছে। হাতে একেবারেই সময় নেই বুঝে কালবিলম্ব না করে রাজগুরু একাই ঐ ট্রেনে উঠে পড়েন। বটুকেশ্বর ছুটে যান দ্রুত বাকীদের খবর দিতে। দুঃসংবাদটি ভগৎ-সহ সকলকেই বিমর্ষ করে তোলে। কারণ রাত দশটার ট্রেনটিকে ঘিরেই তাঁদের সামগ্রিক পরিকল্পনাটি সৃজিত হয়েছিল। তবুও হাল না ছেড়ে অন্যভাবে চেষ্টা করার অভিপ্রায় নিয়ে সেই রাত দশটার ট্রেন ধরেই তাঁরা কানপুরে উপনীত হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেখানে সদাসতর্ক চন্দ্রশেখর আজাদের নিকট থেকেই গচ্ছিত অর্থরাশি ও গাড়িচালকের অনুমতিপত্র দুই-ই অভাবনীয়ভাবে খোয়া যায়। একই সঙ্গে পর্যাপ্ত সময়ের অভাবে রাজগুরু যোগেশচন্দ্রকে রাখার জন্য নিরাপদ ঠিকানা স্থির করতে অসমর্থ হন। এইভাবে প্রতিটি পদক্ষেপে ভাগ্য বিড়ম্বনার ফলস্বরূপ যোগেশচন্দ্রকে মুক্ত করা যায় নি। এই ব্যর্থতা বিপ্লবীদেরকে হতাশার জলধিতে নিক্ষিপ্ত করে। আগ্রাস্থিত গোপন আস্তানায় ফিরেই ভগৎ ব্যর্থ মনোরথে কাঁদতে শুরু করেন। যোগেশচন্দ্রের প্রতি তাঁর গিরিতুল্য শ্রদ্ধা ফের সাবয়ব হয়। অতি অবশ্যই ভুললে চলবে না যে মাত্র দুই মাস আগেই ভগৎ ও রাজগুরুর বন্দুকের গুলিতে লাহোরের পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট সন্ডার্স নিহত হয়েছিল। ব্রিটিশ পুলিশ যখন তন্নতন্ন করে তাঁদের খুঁজছে, তখনও তাঁরা জীবন তুচ্ছ করে যোগেশচন্দ্রকে মুক্ত করার প্রয়াস করেছিলেন।

পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার দ্বিতীয় লাহোর 'ষড়যন্ত্র' মামলায় ভগৎ ও তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তালিকায় যোগেশচন্দ্রকে মুক্ত করবার উল্লিখিত প্রচেষ্টাটিও যুক্ত করে। ভগৎ-সহ বিচারাধীন বিপ্লবীদের তরফ থেকে তাঁদের পক্ষ সমর্থনের জন্য সাক্ষী হিসেবে কারারুদ্ধ যোগেশচন্দ্রকে আহ্বান জানানো হলে তিনিও সানন্দে রাজী হয়ে যান। তবে বিচারকমণ্ডলীর শঠতায় তাঁর যাত্রা বাতিল ঘোষিত হয়। অতঃপর ব্রিটিশশাসকের মর্জিমাফিক তড়িঘড়ি রায়দান করা হয়, যার ফলশ্রুতি ভগৎ, রাজগুরু ও সুখদেব-এর ফাঁসি। বলা বাহুল্য, ঘটনাটি যোগেশচন্দ্রের মর্মস্থলে নির্দয় আঘাত করেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ব্রিটিশ সরকার সুভাষচন্দ্র-ঘনিষ্ঠ যোগেশচন্দ্রকে কুখ্যাত দেউলি কারাগারে অবরুদ্ধ করে রাখে। সেখানেই তখন বন্দী ছিলেন ভগৎ সিংয়ের দুই ভাই কুলবীর ও কুলতার। একদা লাহোর কারাগারে ফাঁসির অপেক্ষায় থাকা ভগৎ তাঁর ভাইদের বলেছিলেন যে যদি তাঁরা ভবিষ্যতে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণে আগ্রহী হয়, তবে তাঁরা যেন যোগেশচন্দ্রের নির্দেশানুসারে চলে; যোগেশচন্দ্রই তাঁদের সঠিক পথ দর্শাবেন। সেই উপদেশকে মান্যতা দিয়েই ভ্রাতৃদ্বয় দেউলি কারাগারে যোগেশচন্দ্রের সাথে দীর্ঘক্ষণ সময় কাটাতেন। কারাগারে বন্দী থাকাকালীন 'ভগৎ সিং দিবস' পালনেও যোগেশচন্দ্র স্মরণীয় ভূমিকা নেন। পরবর্তীকালে তাঁকে প্রেরিত একটি পত্রে বিশিষ্ট বিপ্লবী প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলি লেখেন- তভগৎ সিং আপনার (যোগেশচন্দ্র) সম্পর্কে অনেক কথা বলেছিলেন। আপনার প্রতি তাঁর সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা ছিল। একজন বিপ্লবী নেতা হিসেবে আপনার প্রতি তাঁর আস্থা ও শ্রদ্ধা ছিল অন্য সবার উপরে।দ উল্লেখ্য, সন্ডার্স-হত্যার পরে ভগৎ সিং কলকাতায় এসে প্রতুল গাঙ্গুলি-সহ অনুশীলন সমিতির একাধিক শীর্ষস্থানীয় ব্যাক্তির সাথে দীর্ঘ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

১৯০৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর ভগৎ ভূমিষ্ঠ হন এবং ১৯৩১ সালের ২৩শে মার্চ ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ উৎসর্গ করেন। অর্থাৎ মাত্র তেইশ বছর ছয় মাস তিনি বেঁচেছিলেন। অন্যদিকে, ভারতভূমির একাধিক কারাগারে সুদীর্ঘ চব্বিশ বছর যোগেশচন্দ্রকে নিষ্পেষিত হতে হয়, সঙ্গে ছিল আঠাশ মাসের পলাতক জীবন। কিন্তু এই মৃত্যুজিৎ মহাপ্রাণদ্বয় কর্তৃক স্থাপিত স্বদেশপ্রেমের গগনচুম্বী স্তম্ভটি আজও অক্ষত রয়েছে। আর তাকে সিক্ত করেই নিরন্তর বয়ে চলেছে তাঁদের দৃষ্টান্তমূলক সম্পর্কের স্থানাংক অন্বেষণকারী এই আখ্যানটি।

গ্রন্থঋণ
'স্বাধীনতার সন্ধানে', যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জী
'বিপ্লবী ভগৎ সিং', বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়
'বাংলায় বিপ্লববাদ', নলিনী কিশোর গুহ
'সন্ত্রাসবাদ ও শহীদ ভগৎ সিং', সন্তোষকুমার অধিকারী
'ফ্রিডম স্ট্রাগল অ্যান্ড অনুশীলন সমিতি' (ভলিউম ওয়ান), বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
'রাজগুরু, দ্য ইনভিন্সিবেল রেভোলিউশনারি', অনিল ভার্মা

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

দুর্গাপুজোর কাউন্টডাউন শুরু, ব্যস্ততা তুঙ্গে আরামবাগের রামপাড়ার মৃৎশিল্পীদের

মহেশ্বর চক্রবর্তী

হুগলি: আকাশে বাতাসে শিউলি ফুলের গন্ধ। ঢাকি পাড়ায় ঢাকের বোল শোনা যাচ্ছে। দুর্গাপুজোর কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে। দ্বারকেশ্বর নদীর পাড়ে সারি সারি কাশফুল ফুটেছে। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গা পুজো আসছে। উৎসবের মরশুম আসন্ন। তাই হুগলি জেলার আরামবাগের রামপাড়ায় ব্যস্ততা তুঙ্গে। দ্বারকেশ্বর নদীর পাড়ে অবস্থিত রামপাড়ায় প্রায় একশো মৃৎশিল্পী পরিবারের বাস। গত তিন বছর ধরে করোনা পরিস্থিতিতে পুজোর ঠাকুর গড়ার কাজ অনেকটাই কম হয়েছিল। তবে এই বছর করোনার প্রকোপ একেবারেই না থাকায় একেবারে নতুন উদ্যমে উৎসবে সামিল হতে চলেছে বাঙালি। তাই মৃৎশিল্পিরাও নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেছেন। বিশ্বকর্মা পুজো হয়ে গিয়েছে। এবার আসছে দুর্গাপুজো। তাই মৃৎশিল্পীর পাড়ায় ব্যস্ততা তুঙ্গে। কথায় কথায় ফুটে ওঠে

মৃৎশিল্পীদের আর্থিক সংকটের অবস্থা। প্রায় দুই বছর কাজ হারা ছিল তারা। তাই সংসার চালানো খুব দায় হয়ে পড়ে। আরামবাগের প্রত্যন্ত এই জনপদের মৃৎশিল্পীদের একটাই দাবি, সরকার যদি তাদের শিল্পী ভাতা ও সরকারি লোনের ব্যবস্থা করে তাহলে কয়েকশো পরিবার বেঁচে যাবে।

এই বিষয়ে এক শিল্পী শুভঙ্কর রাম জানান, মৃৎশিল্পীদের আর্থিক সংকটের মধ্যে দিন কাটছে। বারো হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পযন্ত ঠাকুরের বরাত পাওয়া যেত কিন্তু সেই বরাত এখনও আসেনি। তবে এই বছর করোনার প্রকোপ নেই। দুর্গা মূর্তি গড়ার কাজ শুরু হয়েছে। আশা করি দামি মূর্তি বিক্রি হবে। আশা করি সব বাঁধা পেরিয়ে মৃৎশিল্পীদের হাসি ফুটবে। সরকার যদি লোনের ব্যবস্থা করে তাহলে ভালো হয়। অপরদিকে মৃৎশিল্পী রণজিৎ রাম বলেন, বহু বছর ধরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত আমরা। এই সময় চরম ব্যস্ততা থাকে। গরিব মানুষকে রাত জেগে কাজ করতে হচ্ছে। তবে দুর্গা ঠাকুরের বরাত এই বছর খুবই কম। মৃৎশিল্পীরা ভালো নেই। সরকার যদি সাহায্যের হাত বাড়ায় ভালো হয়। অপরদিকে স্থানীয় মানুষ ও অঙ্কন শিল্পী সঞ্জয় মল্লিক বলেন, আরামবাগের রামপাড়াকে হুগলি জেলার কুমোরটুলি বলা হয়। বহু ঠাকুর এখান থেকে গ্রাম গঞ্জে যায়। এদের মাটির তৈরি ঠাকুরের অপুর্ব কারুকাজ দেখা যায়। সবমিলিয়ে উৎসবের মরশুমে আরামবাগের মৃৎশিল্পী পাড়ায় চরম ব্যস্ততা।

পুরানো মামলায় দুই কুড়মি নেতাকে গ্রেপ্তার, আন্দোলন ভাঙতে মিথ্যা অভিযোগের দাবি

ফের আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: পুরনো পৃথক দু'টি মামলায় বাঁকুড়ার দুই কুড়মি নেতাকে গ্রেপ্তারের ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হল কুড়মিদের মধ্যে। আন্দোলন ভাঙতে ওই দুই কুড়মি নেতাকে মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে দাবি তুলে আগামীতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে কুড়মি সমাজের নেতৃত্ব।

গত ২৩ মে নবজোয়ার যাত্রা চলাকালীন বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলে দফায় দফায় কুড়মিদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই ঘটনায় গত ২৬ মে পুলিশ বাঁকুড়ার সিমলাপাল ও খাতড়া থানায় দু'টি পৃথক স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করে। সেই মামলায় সিমলাপালের কুড়মি নেতা তাপস মাহাতো ও খাতড়ার কুড়মি নেতা কৃষ্ণপদ মাহাতোর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বেআইনি সমাবেশ, মিছিল, পুলিশের কাজে বাধাদান ও বলপ্রয়োগ, সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ।

সেই মামলাতেই গত ২০ সেপ্টেম্বর বাঁকুড়ার সিমলাপাল থানার পুলিশ তাপস মাহাতো ও খাতড়ার কৃষ্ণপদ মাহাতোকে গ্রেপ্তার করে। গতকাল দু'জনকেই খাতড়া মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক ১৪ দিন জেল হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেন। এই ঘটনাতেই তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় কুড়মি সমাজের মধ্যে। কুড়মি সমাজের নেতৃত্বের দাবি, ২০ সেপ্টেম্বর নিজেদের দাবির সমর্থনে পশ্চিম মেদিনীপুরের খেমাশুলি ও পুরুলিয়ার কুস্তাউরে রেল ও সড়ক অবরোধের ডাক দেওয়া হয়েছিল। হাইকোর্টের নির্দেশে সেই আন্দোলন কুড়মিরা প্রত্যাহার করে নিলেও, পুলিশ মিথ্যা মামলায় জঙ্গলমহলের চার জেলায় একের পর এক কুড়মি নেতাকে গ্রেপ্তার করছে। এর প্রতিবাদে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে কুড়মি নেতৃত্ব।

তার পাশাপাশি কুড়মি নেতৃত্বের দাবি হাইকোর্টের নির্দেশে এ রাজ্যে আন্দোলন প্রত্যাহার করা হলেও ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশায় কুড়মিদের আন্দোলন এখনও অব্যাহত রয়েছে। সেই আন্দোলনে এ রাজ্যের কুড়মি সম্প্রদায়ের মানুষকে যোগদানের আহ্বান জানানো হয়েছে।

মালদা জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতির কর্মধ্যক্ষ পদে ৯ জন নির্বাচিত সদস্যকে দায়িত্ব বণ্টন করা হল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: তৃণমূল পরিচালিত মালদা জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতির কর্মধ্যক্ষ পদে নয় জন নির্বাচিত সদস্যকে দায়িত্ব বণ্টন করা হল। বৃহস্পতিবার দুপুরে মালদা জেলা পরিষদের কনফারেন্স রুমে সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষের উপস্থিতিতে নির্বাচিত নয়জন সদস্যকে এই দায়িত্ব পদ বুঝিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী, দলের জেলার চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক সমর মুখার্জি, ইংরেজবাজার পুরসভার কাউন্সিলর তথা দলের জেলার সহ-সভাপতি বাবলা সরকার সহ তৃণমূলের নির্বাচিত ৩৪ জন সদস্যরা। এই সভার মাধ্যমেই সভাধিপতি একে একে নয় জন নির্বাচিত সদস্যদের নামের তালিকা ঘোষণা করেন এবং তাঁদের নির্দিষ্ট কর্মধ্যক্ষের পদ বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

মালদা জেলা পরিষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা জেলা পরিষদের অধীনস্থ বিভিন্ন দপ্তরের দায়িত্ব যারা পেয়েছেন তাদের নাম - আব্দুর রহমান, রেজিনা মুর্মু, রীতা সিংহ, ফজলুল হক, পূর্ণিমা বারুই দাস, রেজাউল করিম বক্সী, কবিতা মণ্ডল, মহম্মদ ফিরোজ শেখ এবং রবিউল ইসলাম।

উল্লেখ্য, এবারে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৪৩ আসন বিশিষ্ট মালদা জেলা পরিষদের ৩৪টি আসন দখল করে তৃণমূল। বাকি পাঁচটি আসন দখল করে কংগ্রেস এবং বিজেপি পাই চারটি আসন। কার্যত একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় তৃণমূল জেলা পরিষদের বোর্ড আগেই গঠন করেছে। সভাধিপতি হয়েছেন লিপিকা বর্মন ঘোষ এবং সহকারি সভাধিপতি হয়েছেন এটিএম রফিকুল হোসেন। এরপরই স্থায়ী সমিতির কর্মধ্যক্ষদের নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। এদিন সেই নয় জন তৃণমূলের নির্বাচিত সদস্যকে তাদের দায়িত্ব পদ বণ্টন করা হয়।

মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ জানিয়েছেন, বিভিন্ন দপ্তরের নির্বাচিত নয়জন সদস্যকে তাদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। জেলা পরিষদের মূলত গ্রামীণ এলাকায় সার্বিক উন্নয়নের কাজ হয়ে থাকে। ফলে কর্মধ্যক্ষের দায়িত্ব পাওয়া নবীন এবং প্রবীণ নির্বাচিত সদস্যরা একজোট হয়ে খুব ভালোভাবে কাজ করবে বলে আশা রাখি।

তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, কর্মধ্যক্ষ গঠনের ক্ষেত্রে বিরোধীদের একটা ষড়যন্ত্র প্রথম থেকে চক্রান্তমূলক কাজ করার চেষ্টা চালাচ্ছিল। তাদের সেই আশায় জল ঢেলে দেওয়া হয়েছে। আমাদের দলের মধ্যে কোনওরকম কোন্দল নেই। এদিন সুষ্ঠুভাবে স্থায়ী সমিতির কর্মধ্যক্ষের নয়জন নির্বাচিত সদস্যকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মেদিনীপুরের সমবায় ব্যাংকে চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: বিদ্যাসাগর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের খাকুড়দা শাখায় ব্যাংকের শাটার, সিসিটিভি ভেঙে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদা থানার দাঁতন দু'নম্বর ব্লকের জোড়াগেড়িয়া ফাঁড়ি এলাকায়।

ব্যাংক সূত্রে জানা যায়, সকালে কর্মচারীরা কাজে আসার পর দেখেন ব্যাংকের সামনের রেলিং খোলা। ওপরে উঠে দেখা যায় শাটার ভাঙা অবস্থায় রয়েছে। পরে ওই কর্মচারী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানালে ব্যাংকে এসে তাঁরা দেখেন, ভেতরে দু'টি সিসিটিভি ভাঙা রয়েছে, সেই সঙ্গে সিসিটিভির হার্ডডিস্ক উধাও। চোরেরা ব্যাংকের ভল্টের কাছে থাকা একাধিক দরজার তালা ভেঙে ঢোকার চেষ্টা করেছে। হার্ডডিস্ক ছাড়া কত টাকা চোরেরা নিয়ে গিয়েছে তা জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন ব্যাংক কর্মী ও কর্তৃপক্ষ।

ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বেলদা থানা ও জোড়াগেড়িয়া ফাঁড়ির পুলিশ। তবে ব্যাংক থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে বেলদা থানার জোড়াগেড়িয়া ফাঁড়ি। তার পাশে রয়েছে দাঁতন দু'নম্বর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তর। এছাড়াও ব্যাংকটি রয়েছে বেলদা কাঁথি রাজ্য সড়ক সংলগ্ন এলাকায়। এই রকম একটি জনবহুল এলাকায় রাতের অন্ধকারে এই ভাবে চুরির ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

তৃণমূল কর্মীদের বাড়িতে বোমাবাজির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, খেজুরি: খেজুরি ২ পঞ্চায়েতে বিজেপি স্থায়ী সমিতি গঠনের পরই এলাকায় অশান্তি। তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের বাড়ি লক্ষ্য করে ব্যাপক বোমাবাজি করার অভিযোগ। তাঁদের বাড়িঘর ভাঙচুরও করা হয় বলেও অভিযোগ। এই ঘটনায় কাঠগড়ায় গেরুয়া শিবির। অভিযোগ অস্বীকার বিজেপির।

বুধবারই পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরি ২ পঞ্চায়েতে স্থায়ী সমিতি গঠন করে বিজেপি। সাংসদ শিশির অধিকারীর ভোটে গেরুয়া শিবির জয়লাভ করে বলেই অভিযোগ। স্থায়ী সমিতি গঠনের পরই উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। স্থানীয়দের দাবি, রাতভর এলাকায় চলে ব্যাপক বোমাবাজি। বেছে বেছে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ। বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা এলাকায় সন্ত্রাস ছড়ায় বলেই দাবি।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় খেজুরি থানার পুলিশ। আপাতত নিয়ন্ত্রণে পরিস্থিতি। তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের দাবি, তাঁদের দলের অন্তত ৪ জন জখম হয়েছেন। তাঁদের ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। যদিও বোমাবাজি, হামলার অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে পদ্ম শিবির। তবু এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শাসক-বিরোধীদের মধ্যে শুরু জোর তরজা।

Surendralal Das Teachers' Training College
Recognized by NCTE, Affiliated to B.S.A.E.U.
Nischinda(Bally), Howrah

M.Ed Dept. Wanted Professors, Associated Professors and Assistant Professors,
As per NCTE guidelines. Apply within 3 days.
Email:- sldttc2005@gmail.com
9831395349

DCB BANK

রেজিস্টার্ড অফিস : ৭ম তল, টাওয়ার এ, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বই - ৪০০০১৩
রিটেল অ্যাসেট কালেকশন ডিপার্টমেন্ট : ডিসিবি ব্যাঙ্ক লি., ৩বি ক্যামাক স্ট্রিট, মানসরোবর বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০০১৬

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে দাবি নোটিশ

আপনারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ, সহ ঋণগ্রহীতাগণ **ডিসিবি ব্যাঙ্ক লিমিটেড** থেকে ঋণ/সুবিধাদি গ্রহণ করেছিলেন স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে (জামিন)। আপনাদের ঋণখেলাপির কারণে সংশ্লিষ্ট ঋণ অ্যাকাউন্ট নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসেবে শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। **ডিসিবি ব্যাঙ্ক লিমিটেড** সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) (আইন) ধারা এবং দাবি নোটিশ ইস্যু করেছিল এবং উক্ত আইনের ১৩(২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩(১) অধীনে সংশ্লিষ্ট প্রকাশিত হয়েছে আপনাদের অবগতির জন্য। ঋণগ্রহীতা, সহ ঋণগ্রহীতা, বন্ধকদত্ত সম্পত্তি, বকেয়া পরিমাণ এর বিস্তারিত সহ দাবি নোটিশ উক্ত আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে পাঠানো হয়েছে উক্ত আইনের সংস্থান অধীনে বকেয়া পরিমাণ দাবি করে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা লোন অ্যাকাউন্ট নং, লোনের পরিমাণ	জামিনদত্ত সম্পত্তির ঠিকানা	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. বকেয়া পরিমাণ
১.	১. মেসার্স মিঠু টেক্সটাইল ২. সরিতা চানানি ৩. রাজেশ কুমার চানানি ৪. গিরধারি লাল চানানি ঠিকানা : ১৯৫/১, মহাত্মা গান্ধি রোড ২য় তল, রুম নং ১এ, কলকাতা - ৭০০০০৭ আরও ঠিকানা : ৫, বাঙ্গুর এভিনিউ, ব্লক - ডি লেক টাউন, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০০৫৫ লোন এ/সি নং : ০৮৯৪২৬০০০০১৮৭৮ এবং ০৮৯৫৬২০০০০১০১৪ লোন পরিমাণ : ৪৫০০০০০ টাকা এবং ৮১৭০০০ টাকা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং এ-১ দ্বিতীয়তল, উত্তর-পূর্ব অংশে, পরিমাণ আনুমানিক ১০৮৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি তিন বেড রুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং স্পেস, দুই টয়লেট, এক কিচেন, এবং দুই বারান্দা উত্ত-পূর্ব অংশে দ্বিতীয় তলে উক্ত পাঁচতলা ভবনে নির্মিত প্লট জমির পরিমাণ আনুমানিক ৪ কাঠা ১৫ ছটাক ৪৪ বর্গফুট কমবেশি প্লট নং ৫, মৌজা- শ্যামনগর, জেএল নং ৩২/২০, আরএস নং ১৮০, তৌজি নং ২২৮ এবং ২২৯, সিএস খতিয়ান নং ৯৮, আরএস দাগ নং ১৩০৭, থানা- লেক টাউন, হোল্ডিং নং ১০৬৯ বাঙ্গুর এভিনিউ, ব্লক ডি, কলকাতা - ৭০০০৫৫, দক্ষিণ দম দম পুরসভার ওয়ার্ড নং ২৯, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৪০ ফুট চওড়া রোড, দক্ষিণে : প্লট নং ৫১ এবং প্লট নং ৫২ অংশ, পূর্বে : প্লট নং ৬, পশ্চিমে : প্লট নং ৪ সমন্বিত।	১. ২৫ মে, ২০২৩ ২. ৪৩,৬৯,০৬৪.৫২ টাকা ২২ মে ২০২৩ অনুযায়ী বকেয়া
২.	১. সুমনা ত্রিপাঠি ২. দীপক গাঙ্গুলি ঠিকানা : পুরো ২য় তল, ৪৫৫২, মনুমদার পাড়া শিবতলা, ফরতাবাদ, কলকাতা - ৭০০০৮৪, পশ্চিমবঙ্গ লোন এ/সি নং : DRBLGAR00527435 লোন পরিমাণ : ১৩৮০০০০ টাকা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট সমুদয় ২য়তল পরিমাণ আনুমানিক ৫৭৫ বর্গ ফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) একটি ঘর একতলায় পরিমাণ ৪২ বর্গফুট জি-২ তলা ভবনে প্লট জমির পরিমাণ ২ কাঠা আরএস দাগ নং ৯৮৪ এবং ৯৯১,আরএস খতিয়ান নং ১৭৫১ এহং ১৬১৫,জেএল নং ৪৭ , মৌজা- বারহংসফরতাবাদ, থানা-সোনারপুর,জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বর্তমানে সম্পত্তির পরিচিতি এবং নম্বর পুর হোল্ডিং নং ৪৫৫২, গড়িয়া রোড,রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ২৯। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে: অন্যান্যর জমি, দক্ষিণে : অন্যান্যর জমি, পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ, পশ্চিমে : অন্যান্যর জমি সমন্বিত।	১. ২৫ মে, ২০২৩ ২. ১৪,৪০,২০৯.০০ টাকা ২৫ মে ২০২৩ অনুযায়ী বকেয়া
৩.	১. মন্টি শর্মা ২. কীর্তি সিং সকলের ঠিকানা : ৩২/২, ব্রজমণি দেবয়া রোড, বকুলতলা, বেহালা কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০৬১ আরও : ফ্ল্যাট জিএ, প্রেমিসেস নং ৬৬, রাম রোড, ১ম তল, উত্তর পূর্ব দিক, কলকাতা - ৭০০ ০৬১, প.ব. আরও : ১৭৭এ, সরশুনা মেন রোড, চ্যাটার্জি পাড়া, পো. সরশুনা, থানা - ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০ ০৬১ আরও : ২৯ বি. টি. রোড, বিবেকানন্দ পার্ক, আগরপাড়া পানিহাটি (এম) পো. কামারহাটি, থানা - খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০ ০৫৮ লোন এ/সি নং : DRHLGAR00528341 লোন পরিমাণ : ১৬২৯০০০ টাকা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৭০০ বর্গফুট (সুপার বিল্টআপ এরিয়া)উত্তর-পূর্ব দিকে একতলায় ভবনের নির্মাণ প্লট জমির পরিমাণ আনুমানিক ২ (দুই) কাঠা ১৩ (তেরো) ছটাক ১৯ (ঊনিশ) বর্গফুট এবং ১৫০ বর্গফুট ইটের তৈরি, টালির শেড নির্মাণ উক্ত জমিস্থিত অবস্থিত মৌজা- সরসুনা, পরগনা- মাগুরা, কালেক্টরেট তৌজি নং ৪৭ এবং ৫১, জেএল নং ১৭, আরএস নং ৪৮৬,আরএস খতিয়ান নং ৩৩২৯ এবং ৩৩৩০, দাগ নং ১১০৩, প্রেমিসেস নং ৬৬, রাম রোড, থানা-পূর্বতন বেহালা, বর্তমানে ঠাকুরপুকুর, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রি অফিস বেহালা,বর্তমানে ঠাকুরপুকুর, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রি অফিস বেহালা, ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রি অফিস আলিপুর,উল্লেখ্য অ্যাসেসি নং ৪১১২৭১২০১৭৭৫, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১২৭ অধীন, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : শ্রী সন্তোষ দাসের জমি, দক্ষিণে : শ্রী কেষ্ট সাউ এর জমি, পূর্বে : প্রেমিসেস নং ৪২/৩, রাম রোড জমি, পশ্চিমে : ১২ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ।	১. ১২ এপ্রিল, ২০২৩ ২. ১৬,৮৭,৫২৮.০০ টাকা ১২ এপ্রিল ২০২৩ অনুযায়ী বকেয়া
৪.	১. রাজা গুপ্তা ২. সঞ্জয় গুপ্তা ৩. উষা গুপ্তা ৪. বিমল গুপ্তা সকলের ঠিকানা : ১০৭, জি টি রোড দক্ষিণ, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১১১০১ এবং আরও : রাধিকা ভিউ, ২য় তল, পূর্ব এবং মধ্য অংশ, ৩৪, নীলরতন মুখার্জি রোড, হাওড়া, পিন - ৭১১১০২, পশ্চিমবঙ্গ লোন এ/সি নং : DRBLGAR00557260 লোন পরিমাণ : ১৮,৭১,০০০ টাকা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ১০২ মার্বেল মেঝে পরিমাণ আনুমানিক ৭৩৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ দ্বিতীয়তলে লিফট সুবিধা সহ ভবন "রাধিকা ভিউ" নামে পরিচিত নির্মিত প্লট নং জমি পরিমাণ আনুমানিক ০৪ (চার) কাঠা ১০ (দশ) ছটাক কমবেশি তদস্থিত নির্মাণ এবং সংশ্লিষ্ট সকল পরিষেবা এবং সুবিধা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, হাওড়া পুরসভার হোল্ডিং নং ৩৪, নীল রতন মুখার্জি রোড, থানা-শিবপুর, জেলা-হাওড়া, হাওড়া পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ২৬ অধিক্ষেত্র অধীন, জেলা অতিরিক্ত সাব রেজিস্ট্রার, হাওড়া অফিস। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : বাসুদেব মিশ্রর সম্পত্তি, দক্ষিণে : নীল রতন মুখার্জি রোড, পূর্বে : ৩৩, নীল রতন মুখার্জি রোড,পশ্চিমে : খালি জমি সমন্বিত।	১. ২১ জুলাই, ২০২৩ ২. ১৯,৩৩,৫২৬.০০ টাকা ২১ জুলাই ২০২৩ অনুযায়ী বকেয়া
৫.	১. মেসার্স বি. এস. ট্রেডার্স ২. রাজেশ কুমার কোতয়াল সকলের ঠিকানা : ৯, ওল্ড চায়না বাজার স্ট্রিট, ২য় তল, রুম নং ১২সি, কলকাতা - ৭০০০০১ এবং আরও ঠিকানা : ৩৭, বিবেকানন্দ সরণি, উত্তরপাড়া কোতরং (এম), হিন্দমোটর, শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া, হুগলি পিন - ৭১২২৩৩ লোন এ/সি নং : 08942600002097, 08956200001199 এবং 08956200001205 লোন পরিমাণ : ১৬,৫০,০০০ টাকা, ৩,০৫,০০০ টাকা এবং ১,৫২,০০০ টাকা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ১ কাঠা ৭ ছটাক ১৫ বর্গফুট এবং দ্বিতল ভবন পরিমাণ আনুমানিক ১৬৫০ বর্গফুট (একতলা পরিমাণ আনুমানিক ৭৯০ বর্গ ফুট এবং দ্বিতীয় তল পরিমাণ আনুমাকি ৮৬০ বর্গ ফুট) এবং ৩৫ ফুট -৩ ফুট চওড়া রোড উত্তর দিকে মৌজা- কোৎরং,জেএল নং ৮, আরএস নং ১৭৬৩,তৌজি নং ৩৯৮৯, আরএস দাগ নং ৭৮৫, এলআর দাগ নং ৭৯২ বেং ৭৯৮, আরএস খতিয়ান নং ২৩৫০/২, এলআর খতিয়ান নং ৮৭৬৪ এবং ৮৫২১ , হোল্ডিং নং ২০০, বিবেকানন্দ সরণি, থানা- উত্তরপাড়া অধীন,উত্তরপাড়া কোৎরং পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩, উত্তরপাড়া কোতরং পুরসভা অধীন, জেলা-হুগলি। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : শ্রী কিশোর ব্যানার্জির জমি, দক্ষিণে : পুর সড়ক, পূর্বে : শ্রী মিহির রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের জমি, পশ্চিমে : শ্রী সুশান্ত সেনগুপ্তর ভবন সমন্বিত।	১. ২৪ জুলাই, ২০২৩ ২. ১৭,৪৫,০১৬.৭২ টাকা ১২ জুলাই ২০২৩ অনুযায়ী বকেয়া

ঋণগ্রহীতা/গণ এবং সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে এই নোটিশের ৬০ দিনের মধ্যে উল্লিখিত আরও সুদের সাথে উপরে উল্লেখিত দাবিকৃত পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য আহ্বান করা হচ্ছে যা ব্যর্থ হলে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে এই নোটিশের অধীনে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করা হবে। উপরে উল্লিখিত সিকিউরিটিজ কার্যকর করার জন্য আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) বিধানগুলির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যার ভিত্তিতে আপনি আগের বিধানে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জামিনদত্ত সম্পদ ছাড়িয়ে নেওয়ার স্বাধীনতা আছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উল্লিখিত আইনের ধারা ১৩(১৩) অনুসারে, আপনি আমাদের সম্মতি ব্যতীত বিক্রয়, লিজ বা অন্যথায় উপরে উল্লেখিত সিকিউরিটিগুলি হস্তান্তর করা থেকে বিরত থাকবেন।

তারিখ : ২২.০৯.২০২৩
স্থান : কলকাতা

ডিসিবি ব্যাঙ্ক লিমিটেড'এর পক্ষে
অনুমোদিত অফিসার

Surendralal Das Teachers' Training College
Recognized by NCTE, Affiliated to B.S.A.E.U.
Nischinda(Bally), Howrah

B.Ed Dept. Wanted Principal, Asst. Prof. in Pedagogy Subject in Bengali, Commerce, English, Sociology, Political Science, Psychology. As per NCTE guidelines. Apply within 3 days.
Email:- sldttc2005@gmail.com
PH- 9831395349

Jagadish Chandra Basu Sikshak Sikshan Mahavidyalaya
Recognized by NCTE, Affiliated to B.S.A.E.U.
Domjur, Howrah 711405

Wanted Principal, Asst. Prof. in Pedagogy Subject in English, Hindi, Life Science, Bengali, Mathematics, Physical Science. As per NCTE guidelines.
Apply within 3 days.
Email:- jcbssmh05@gmail.com
PH- 9831395349

Kuntala Das College of Education
Recognized by NCTE, Affiliated to B.S.A.E.U.
Nischinda(Bally), Howrah

Wanted Principal, Asst. Prof. in Pedagogy Subject in English, Hindi, Commerce, Life Science History, Mathematics, As per NCTE guidelines.
Apply within 3 days.
Email:- kdce2012@gmail.com
9831395349

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

সংশোধনী

আমাদের ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ অধীনে বিজ্ঞাপন **বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড এবং একদিন (কলকাতা), ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস এবং লোকমত (মুম্বই) পত্রিকার ২৩.০৮.২০২৩** সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছিল। নিলামের তারিখ **২৫.০৯.২০২৩, ঋণগ্রহীতার নাম : এম এন এক্সপোর্টস প্রা. লি.** অনিবার্য কারণে প্রত্যাহার করা হয়েছে। পূর্বের বিজ্ঞাপনের অন্যান্য সকল নিয়ম এবং শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

বিক্রয় নোটিশ

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ কর্পোরেট ডেটরের 'চালু সংস্থা' হিসেবে বিক্রির নিমিত্ত ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড (**"কোড"**) এবং তৎসহ পঠিত ২০১৬৯ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (**লিকুইডেশন প্রসেস**) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩২ এ সংস্থান (**"লিকুইডেশন রেগুলেশনস**) অধীনে। এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে প্রেডিকেট কনসালট্যান্টস প্রাইভেট লিমিটেড **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** নিম্নে বর্ণিত তারিখ দেউলিয়াগ্রস্ত অধীনে বিক্রি করা হবে। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নোক্ত টেবলে বর্ণিত হয়েছে। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ওয়েব পোর্টালে উপলব্ধ প্ল্যাটফর্মে ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রি সম্পাদিত হবে। সাধারণকে নিজে বা প্রতিনিধি মারফত ডাক প্রস্তাব দাখিলের আহ্বান করা হচ্ছে।

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	বর্ধিত মূল্য
চালু সংস্থা হিসেবে কর্পোরেট ডেটরের বিক্রি	৪৭৬৫.৯৮	১০.০০	০.১০

ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ :১১ অক্টোবর ২০২৩। ডাক দাখিলের শেষ তারিখ : ১৩ অক্টোবর ২০২৩

প্রক্রিয়াবদ্ধ নথিতে উল্লিখিত নিয়ম এবং শর্তাদি এবং নিম্নে বর্ণিত শর্তাধীনে বিক্রয় বিক্রয় সম্পাদিত হবে :

১. লিকুইডেটরে জ্ঞান মতে উল্লিখিত তথ্যাদি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোনও ত্রুটি, ছাড়, বা ঘোষণায় অনবধানতা বশত কোনও তথ্য না দেওয়ার জন্য লিকুইডেটর দায়ী হবেন না।
২. ডাকদাতার নিজ স্বার্থে এবং সন্তুষ্টির কারণে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি পর্যক্ষেণ করতে হবে ডাক দাখিলের পূর্বেই। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের জন্য আগ্রহী ডাকদাতাদের অনুমতি দেওয়া হবে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে এবং নথিতথ্যাদি এবং ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ পর্যন্ত। ই-নিলাম প্রক্রিয়াধীন সম্পদের জন্য কোনও লিয়েন, চার্জ, দখলদারি, বা কোনও সরকারি বকেয়া বা অন্য কোনও ব্যক্তির নিকট জন্য লিকুইডেটর দায়ী হবে না। আগ্রহী ডাকদাতাকে তার নিজের স্বার্থে ব্যক্তিগতভাবে সম্পত্তির বিষয়ে দখলদারি এবং বিধিবদ্ধ দায়, বকেয়া, সম্পত্তি কর, বিদ্যুৎ বিল বকেয়া ইত্যাদি জানতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
৩. আগ্রহী ডাকদাতাদের **"প্রেডিকেট কনসালট্যান্টস প্রাইভেট লিমিটেডের"** অনুকূলে ডিমান্ড ড্রাফটের আকারে ইএমডি দাখিল করতে হবে বা উক্ত টেবলে উল্লিখিত মতে শেষ তারিখে **প্রেডিকেট কনসালট্যান্টস প্রাইভেট লিমিটেডের অ্যাকাউন্ট নং ৯১৯০২০০৬৩৮৭৯২২২, আইএফএসসি কোড UTIB0000005**। কিন্তু ড্রাফট কোনও কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের হলে চলবে না।
৪. ডাকাদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে দেখতে **"https://auction.eibcs.co.in/"**, ডাক দাখিলের এবং ই-নিলাম বিক্রয় প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণের পূর্বে ই-নিলাম প্রক্রিয়ার বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি বিষয়ে অবগত হতে।

তারিখ : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩
স্থান : কলকাতা
রীতেশ আগরওয়াল
লিকুইডেটর : মেসার্স প্রেডিটেক কনসালট্যান্টস প্রাইভেট লিমিটেড
আইবিবিআই রেজি নং :
আইবিবিআই/আইপিএ-০০১/আইপি-পি-০২২৯৬/২০২১-২০২২/১৩৫৫৭

যোগাযোগের ঠিকানা :
কঙ্কারিয়া এস্টেট, ৮ম তল, ৬ লিটল রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১,
রেজিস্টার্ড ঠিকানা :
১২এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ম্যাজেনাইন ফ্লোর, কলকাতা- ৭০০০০১

ফর্ম বি

সাধারণ ঘোষণা

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ১২ অধীনে)

নরেশ রিটেল মার্ট এলএলপি-র বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

ক্রম নং	বিবরণাদি	বিস্তারিত
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	**নরেশ রিটেল মার্ট এলএলপি**
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	২০.০১.২০১৭
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	আরওসি-কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	AAI-3378
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	৩৭, ভগবান গাঙ্গুলি লেন, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ ৭১১১০১
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির তারিখ	১৮.০৯.২০২৩
৭.	লিকুইডেশন প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	১৮.০৯.২০২৩
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর	**নিতাই বসাক** রেজিস্ট্রেশন নাম্বার - IBBI/IPA-003/IP-N00327/2020-2021/13421
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল	ফ্ল্যাট নং ৩বি, সৃজনী অ্যাপার্টমেন্ট, ৩৪টি/৩, এন কে ঘোষাল রোড, কসবা, কলকাতা - ৭০০০৪২ ইমেল : nbasak2002@yahoo.co.in ফোন : ৭৫৯৬০৯৮৮৭৭
১০.	লিকুইডেটরের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	ফ্ল্যাট নং ৩বি, সৃজনী অ্যাপার্টমেন্ট, ৩৪টি/৩, এন কে ঘোষাল রোড, কসবা, কলকাতা - ৭০০০৪২ ইমেল : cirp.nareshretail@gmail.com ফোন : ৭৫৯৬০৯৮৮৭৭
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১৭.১০.২০২৩

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, বেঞ্চ-I, কলকাতা নির্দেশ দিয়েছে **নরেশ রিটেল মার্ট এলএলপি**-এর কোডের ৩৩ ধারা অধীনে লিকুইডেশন প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩।

নরেশ রিটেল মার্ট এলএলপি-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ১৭ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে লিকুইডেটরের নিকট দফা নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।

আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।

মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

লিকুইডেটরের নাম এবং স্বাক্ষর :
স্বা/-
নিতাই বসাক
লিকুইডেটর : **নরেশ রিটেল মার্ট এলএলপি** সম্পর্কিত
IBBI/IPA-003/IP-N00327/2020-2021/13421
ফ্ল্যাট নং ৩বি, সৃজনী অ্যাপার্টমেন্ট
৩৪টি/৩, এন কে ঘোষাল রোড, কসবা, কলকাতা - ৭০০০৪২

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ইমেল: cirp.nareshretail@gmail.com, ফোন : +৯১ ৭৫৯৬০ ৯৮৮৭৭

বৈঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India **BOI** Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া** (সংস্থার নাম) অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের বুল ৩ সংস্থান অধীনে **০২.০৩.২০২৩ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **শ্রী শ্রীপতি মণ্ডল** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৯,২২,৫০৪.৪৯ টাকা এবং সুদ (নয় লাখ বাইশ হাজার পাঁচশো চার টাকা এবং উনপঞ্চাশ পয়সা)** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন **১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে**।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (সংস্থার নাম) নিকট বকেয়া **৯,২২,৫০৪.৪৯ টাকা** এবং পরবর্তী সুদ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি মৌজা-টিনা, জেএল নং ৪৫, এলআর খতিয়ান নং ১৫৫২, এলআর প্লট নং- ১৯৪৮, শ্রেণি-বাস্তু (পর্চা অনুযায়ী), জমির এরিয়া- ৭.০ ডেসিমেল/৩০৫৪.৫২ বর্গফুট/৪.২৪২ কাঠা, সরাই-টিনা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, গ্রাম-টিনা সবুজ পল্লি, জি টি রোড, রাজলক্ষ্মী হোটেলের বিপরীতে, পো-টিনা, থানা-পান্ডুয়া, জেলা- হুগলি, পিন- ৭১২১৪৯। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সিধু ঘোষ এবং শান্তিরঞ্জন ঘোষের সম্পত্তি, দক্ষিণে : জি টি রোড এবং রাজলক্ষ্মী হোটেল, পূর্বে : ভোলা ভট্টাচার্যর ভবন, পশ্চিমে: বাপী মন্ডলের ভবন সমন্বিত।

তারিখ- ১৯.০৯.২০২৩
স্থান- দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

কম্বল কাণ্ডের প্রায় ৫ মাস পর আসানসোলে ফিরেই শাসকদলকে আক্রমণ জিতেন্দ্র তেওয়ারির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: বৃহস্পতিবার সকালে আসানসোলে পা দিয়েই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন জিতেন্দ্র তেওয়ারি। ঘটনাচক্রে এদিনই সকাল থেকে আসানসোল পুরনিগমের তরফে জিটি রোডের বাজারের ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে অভিযান শুরু করা হয়েছে। যা নিয়ে কটাক্ষ করেছেন আসানসোল পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারি। তাঁর দাবি, এর আগেও এমন অভিযান চালানো হয়েছিল। কী হয়েছে তার ফল, সবার জানা। এবারেও তা হবে। আসল কথা হল, যাঁরা তৃণমূল কংগ্রেসের মিটিংয়ে যান না, মিছিলে হাঁটেন না, তাঁদের ওপরেই এই অভিযান হয়। তিনি আরও দাবি করেন, তৃণমূল কংগ্রেসই তো রাজ্যের শাসকদল হিসাবে জিটি রোডের রাহালেন মোড়ে সরকারি জমিতে জেলা পার্টি অফিস তৈরি করেছে। সবাই জানে ওই জমি পিডব্লিউডির। ক্ষমতা থাকল শাসকদলের জেলা নেতারা জমির কাগজ দেখান।

জিতেন্দ্র তেওয়ারির এই মন্তব্য নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর দাবি, দলের তরফে এই নিয়ে যা বলার তা বলবেন রাজ্য সম্পাদক ভি শিবদাসন ওরফে দাসু। পরে রাজ্য সম্পাদক জানান, জিতেন্দ্র তেওয়ারির আসানসোলে না আসার বিষয়টি পুলিশ প্রশাসন ও আদালতের। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। আর ফুটপাথ দখলমুক্ত করার বিষয়টি আসানসোল পুরনিগমের নীতির ব্যাপার। সময় ও পরিস্থিতি বুঝে তা করতে হয়। জিতেন্দ্র তেওয়ারি যখন মেয়র ও পুর প্রশাসক ছিলেন, তখন তিনি কী করেছিলেন, তা তিনি কি ভুলে গিয়েছেন। এই ব্যাপারে যা বলার তো মেয়র বিধান উপাধ্যায় আগেই বলেছেন। আর জেলা পার্টি অফিস নিয়ে তাঁর কথার জবাব ঠিক সময়ে দল দিয়ে দেবে। ভি শিবদাসন ওরফে দাসু জানান, জিতেন্দ্র তেওয়ারি যা বলেছেন, তা সবই রাজনৈতিক। তাঁর মোকাবিলা ওই পথেই করা হবে।

৫ মাসেরও বেশি সময় পরে নিজের শহরে পা রাখার পরে এই বিজেপি নেতা বেশ আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, 'নিজের জন্মস্থান, কর্মস্থল ও বেড়ে ওঠার জায়গায় আসতে কার না ভালো লাগে। একটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক কারণে আসানসোলে ঢুকতে বাধা তৈরি করা হয়েছিল। কলকাতা হাইকোর্ট কিছু শর্ত দিয়ে সেই বাধা তুলে নিয়েছে। শর্ত মতো যেখানে আমি থাকব অর্থাৎ আসানসোল দক্ষিণ থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সঙ্গে ১৫ দিন অন্তর দেখা করতে হবে। আমি তা অবশ্যই করব।' এদিন আসানসোল স্টেশন থেকে জিতেন্দ্র তেওয়ারি চলে যান আসানসোলের ১৯ নং জাতীয় সড়ক লাগোয়া ঘাঘরবুড়ি মন্দিরে পুজো দিতে। পুজো শেষে তিনি আসানসোল শহরের জিটি রোডের গোধূলি মোড় সংলগ্ন নিজের আবাসনে আসেন।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ১৪ ডিসেম্বর আসানসোলের রেলপারের রামকৃষ্ণ ডাঙালে শিবচর্চার সঙ্গে কম্বল বিতরণের আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন জিতেন্দ্র তেওয়ারি। এই অনুষ্ঠানে এসেছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি চলে যাওয়ার পরেই কম্বল নেওয়া নিয়ে হুড়োহুড়ি শুরু হয়। তাতে পদপিষ্ট হয়ে তিনজনের মৃত্যু হয়। মৃত এক মহিলার ছেলের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে আসানসোল পুরনিগমের বিজেপি কাউন্সিলরদের দলনেত্রী চৈতালি তেওয়ারি, জিতেন্দ্র তেওয়ারি সহ একাধিক ব্যক্তির নামে মামলা হয়।

গত ১৮ মার্চ দিল্লির অদূরে যমুনা এক্সপ্রেসওয়ের নয়ডা থেকে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ জিতেন্দ্র তেওয়ারিকে গ্রেপ্তার করে। বেশ কিছু দিন জেলে থাকার পরে গত ১০ এপ্রিল কলকাতা হাইকোর্ট থেকে তিনি শর্ত সাপেক্ষে জামিন পেয়েছিলেন। জিতেন্দ্র তেওয়ারি পুনরায় আসানসোলে আসায় স্বভাবতই খুশি বিজেপি নেতা ও সমর্থকরা।

গত ১২ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্ট আগের শর্ত শিথিল করে তাঁকে আসানসোলে ঢোকার অনুমতি দিয়েছিল। তবে তাঁকে হাইকোর্টের তরফে এই ছাড় দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু শর্ত আরোপ করা হয়েছে। যা তাঁকে মেনে চলতে হবে। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে দশটার পরে ট্রেনে কলকাতা থেকে আসানসোল স্টেশনে আসেন জিতেন্দ্র তেওয়ারি। তাঁকে সেখানে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন আসানসোল পুরনিগমের কাউন্সিলর গৌরব গুপ্ত সহ প্রচুর বিজেপির নেতা ও কর্মীরা। সস্ত্রীক জিতেন্দ্র তেওয়ারি ট্রেন থেকে নামতেই তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। তাঁকে ঘিরে বিজেপি নেতা ও কর্মীদের উচ্ছ্বাস ছিলো চোখে পড়ার মতো।

পাঞ্জিপাড়া পঞ্চায়েত প্রধান খুনের আসল কারণ কী? অভিযুক্তদের খুঁজতে চলছে জিজ্ঞাসাবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: বুধবার দুপুরে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর মহকুমার পাঞ্জিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মহম্মদ রাহিকে গুলি করে হত্যার ঘটনার মোটিভ ও দুষ্কৃতীদের শনাক্তকরণের ব্যাপারে ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পরও কার্যত অন্ধকারে পুলিশ। বুধবার রাতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৩ জনকে আটক করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রধানকে আক্রমণ চালানোর সময় তার বাইকেই ছিলেন কংগ্রেস দলের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মহঃ মুস্তাফা। তাকেও আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

বুধবার দুপুরে পাঞ্জিপারা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান মহম্মদ রাহিকে পঞ্চায়েত দপ্তরের সামনে রাস্তায় গুলি করে খুন করে কয়েকজন দুষ্কৃতী। এই ঘটনার জেরে এদিন সকাল থেকেই পাঞ্জিপাড়া বাজার-সহ আশপাশের এলাকা কার্যত থমথমে রয়েছে। সংলগ্ন ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক থাকলেও এলাকা কার্যত বনধের আকার নেয়। এদিন সন্ধ্যার পর মৃত প্রধানের দেহ শিলিগুড়ি মেডিক্যাল কলেজে ময়নাতদন্তের পর পাঞ্জিপাড়ার স্কুলচকে তার বাড়িতে আনা হয়।

নিহত প্রধানের ভাগ্নে মহম্মদ মুমতাজ জানিয়েছেন, 'ঘটনার দিন পুলিশের নজরদারির অভাবের কারণেই দুষ্কৃতীরা সুযোগ পেয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে ২০০ মিটার দূরে কলোনী মোড়ে প্রতিদিন পুলিশের নাকা চেকিং থাকে। বুধবার তা ছিল না। ওই চেকিং থাকলে দুষ্কৃতীরা বাইক নিয়ে আগেই ধরা পড়ত। সেদিন নাকা চেকিং না থাকা নিয়েও পুলিশের তদন্ত করা প্রয়োজন।'

এদিন সকালেই কলকাতা থেকে পাঞ্জিপাড়াতে আসেন রাজ্যের পরিবেশ মন্ত্রী গোলাম রব্বানী। মৃত প্রধান মহঃ রাহির বাড়িতে গিয়ে পরিবারকে সমবেদনা জ্ঞাপন করেন তিনি।

তবে এখনও মহঃ রাহি খুনের কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না কেউ। রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানী জানিয়েছেন, মহঃ রাহি অতি ঘনিষ্ঠ ছিলেন তার। দিনে দুপুরে প্রকাশ্যে এমন ঘটনায় হতবাক তিনি। তিনি আরও বলেন, ডিআইজি, এসপি-কে বলা হয়েছে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুষ্কৃতীদের ধরতে হবে। খুঁজে বের করতে হবে খুনের মোটিভ।

অপরদিকে, এই ঘটনায় শাসক দলকেই দায়ী করে পুলিশ প্রশাসনের ব্যর্থতাকে তুলে ধরেছেন কংগ্রেস নেতা আলি ইমরান রমজ ওরফে ভিক্টর। তিনি বলেন, 'এই ঘটনার সঙ্গে কংগ্রেসের কোনও যোগ নেই। যেহেতু আমাদের পঞ্চায়েত সদস্য সেই সময় উপস্থিত ছিলেন, তাই প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে সন্ত্রাস এবং খুনের বাতাবরণ শুরু করেছে গোটা রাজ্যজুড়ে, তারই ফলস্বরূপ এমন ঘটনা ঘটে চলেছে। আমরা চাই কি কারণে এই ঘটনা ঘটল তা তদন্ত করে পুলিশ বের করুক এবং প্রকৃত দোষীদের গ্রেপ্তার করুক। পুলিশ যদি প্রথম থেকেই তৃণমূলের দলদাস হিসেবে কাজ না করে দুষ্কৃতীদের আড়াল না করত, তাহলে হয়তো আজ এই ঘটনা ঘটত না।

ইসলামপুর পুলিশ জেলার সুপার জসপ্রীত সিং জানিয়েছেন, 'কয়েকজনকে জিজ্ঞাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। পুলিশ পুরো ঘটনা তদন্ত করছে।'

মদ্যপ অবস্থায় চিকিৎসকের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মাতলামির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: মদ্যপ অবস্থায় এক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মাতলামির অভিযোগ উঠল। ঘটনায় তীব্র নিন্দার ঝড় উঠেছে বিভিন্ন মহলে। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রামে।

রোগীর চিকিৎসা করা যাঁর কাজ, তাঁকে আদ্যন্ত মদ্যপান করে লুটোপুটি খেতে দেখা গেল বলে দাবি। পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রাম ২ ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসার চিকিৎসক সৌরভ দাসকে এমন অবস্থায় দেখে বুধবার বিকেলে হতবম্ব হয়ে যান এলাকার মানুষজন। তাঁদের অনেকে যেমন নিন্দায় সরব হন, আবার কেউ তাঁর মাতলামির ভিডিও মোবাইলের ক্যামেরায় বন্দি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। রাতে সামাজিক মাধ্যমে সেই ভিডিও ভাইরাল হতেই নেটিজেন মহলে নিন্দার ঝড় ওঠে। ঘটনা জেনে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা।

কেতুগ্রাম ২ ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে প্রতিদিনই এলাকার বহু মানুষ চিকিৎসা করাতে আসেন। রোগীদেরও এই হাসপাতালে ভর্তি রাখা হয়। চিকিৎসক সৌরভ দাস এই হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসা করে থাকেন। বুধবার বিকেলে সেই চিকিৎসককে মদ্যপ অবস্থায় দেখে সবার চোখ কপালে উঠে যায়। এদিন তিনি এতটাই মদ্যপান করেছিলেন যে তাঁর নিজের পায়ে দাঁড়ানোর মত ক্ষমতা ছিল না বলে দাবি। স্থানীয়দের আরও দাবি, হাসপাতাল সংলগ্ন পাচুন্দি মোড়ের কাছে একটি ধাবায় প্যান্টে প্রস্রাব করে রাস্তায় হামাগুড়ি দেওয়া থেকে শুরু করে ভ্যান গাড়ির ওপর শুয়ে লুটোপুটি খাওয়া, অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা কিছুই তিনি আর বাকি রাখেননি। সবাই প্রশ্ন তোলেন, সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক যদি এইভাবে মদ্যপ অবস্থায় লুটোপুটি খান, তা হলে রোগীরা চিকিৎসার জন্য কোথায় যাবেন?

সরকারি হাসপাতালে ওই চিকিৎসকের মাতলামি দেখতে ধাবা চত্বরে এদিন বহু মানুষের ভিড় জমে যায়। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জয়রাম হেমব্রম বলেন, 'যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে তা হলে সত্যিই এটা ভীষণ খারাপ বিষয়। ওই চিকিৎসককে শীঘ্রই ডেকে পাঠানো হবে। প্রয়োজনে তাঁর কাউন্সেলিং করানো হবে। আমরা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা নেব।'

ছেলের অপরিশোধিত ঋণের জন্য বাবা-মা অপমানে আত্মঘাতী, দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, শক্তিগড়: এক দম্পতির মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার শক্তিগড়ের বরসুল এলাকার গোপালপুর গ্রামে। মৃত ব্যক্তির নাম হেমন্ত মালিক (৬৫) এবং তাঁর স্ত্রী রেখা মালিক (৫৫)। তাঁরা গোপালপুর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। পরিবারের দাবি, ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছিলেন ছেলে। আর ছেলের নেওয়া ঋণের বোঝা টানতে না পেরে ঋণ প্রদানকারী বেসরকারি মাইক্রো ফাইন্যান্স ব্যাংকের কর্মীদের অপমানের জেরে আত্মঘাতী হলেন এক দম্পতি। মৃতদেহ দু'টি উদ্ধার করে বৃহস্পতিবার ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমানে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হন তাঁরা। হেমন্তবাবু ও রেখা দেবীর দুই ছেলে। ছোট ছেলে রমেশ মালিক দু'টি ব্যাংক থেকে মোটা টাকা ঋণ নিয়েছিনে। সেই টাকা ঠিকঠাক শোধ করছিলেন না বলে অভিযোগ। দিন তিনেক আগে রেখা দেবীর বাপের বাড়ি জামালপুর থানার জামুদহতে গিয়ে ঋণদানকারী বেসরকারি ব্যাংকের কর্মীরা রেখ াদেবীকে বাড়ি থেকে হাত ধরে টেনে বের করে অপমান করেন বলে অভিযোগ। জানা গিয়েছে, হেমন্তবাবুর দিন পনেরো আগে সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়েছিল। তিনিও অসুস্থ ছিলেন।

বুধবার ব্যাংকের ঋণ আদায়কারী কর্মীরা সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বাড়িতে বসেছিলেন। বড় ছেলে মণেশ মালিকের অভিযোগ, 'ব্যাংকের লোকেরা মা, বাবার ওপর তীব্র চাপ সৃষ্টি করেছিলেন যে জমি, বাড়ি বিক্রি করে তাদের টাকা শোধ করতে হবে। এই চাপ বাবা, মা নিতে পারেননি।' এদিকে ঘটনার পর থেকেই ছোট ছেলে রমেশ মালিক পলাতক। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, বয়স্ক এবং অসুস্থ জেনেও ঋণদানকারী ব্যাংকের লোকেরা যে ভাবে রেখ াদেবী ও হেমন্তবাবুকে লোক সমাজে হেনস্থা ও অপদস্থ করেছে এর বিরুদ্ধে ওই সংস্থার কর্মীদের বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার মামলা হওয়া উচিত।

বোর্ড গঠনের ৪০ দিনের মাথায় পঞ্চায়েত প্রধান বদলে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বোর্ড গঠনের ৪০ দিনের মাথায় পঞ্চায়েত প্রধান বদলকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল বাঁকুড়ার তৃণমূল পরিচালিত বেলিয়াতোড় গ্রাম পঞ্চায়েতে। গত মাসে বোর্ড গঠনের সময় ওই পঞ্চায়েতে প্রধান হিসাবে নির্বাচিত হন তৃণমূলের প্রদীপ পাল। দায়িত্ব নেওয়ার কয়েকদিনের মাথায় তিনি পদত্যাগ করায় ওই পঞ্চায়েতে পুনরায় প্রধান নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হয়। গতকাল ওই পঞ্চায়েতে প্রধানের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় তৃণমূলেরই বিবেক শীর হাতে। কাটমানি নিয়ে গণ্ডগোলের জেরেই এই রদবদল বলে কটাক্ষ বিজেপির।

উল্লেখ্য, গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ২০টি আসনের মধ্যে সবকটি আসনেই জয় পায় তৃণমূল। গত ১১ অগস্ট জেলার অন্যান্য গ্রাম পঞ্চায়েতের মতো বেলিয়াতোড় গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করে তৃণমূল। সদস্যদের মধ্যে ভোটাভুটিতে প্রধান হিসাবে নির্বাচিত হন তৃণমূলের প্রদীপ পাল। দলীয় নির্দেশ না মেনে প্রধান হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয় ছিনিয়ে নেওয়ায় প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পাওয়ার কয়েকদিনের মাথায় প্রদীপ পাল সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয় তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব।

এর দু'-একদিনের মাথায় বড়জোড়া ব্লকের বিডিওর কাছে নিজের পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন সদ্য নির্বাচিত প্রধান প্রদীপ পাল। এরপর থেকেই নতুন পঞ্চায়েত প্রধান নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করে তৃণমূল। গতকাল বেলিয়াতোড়ের প্রধান হিসাবে দায়িত্বভার তুলে দেওয়া হয় বিবেক শীর হাতে। তৃণমূলের দাবি, দলের নির্দেশ ছিল বিবেক শী বেলিয়াতোড় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হবেন। কিন্তু সেই নির্দেশ প্রথমে অমান্য করে প্রদীপ পাল প্রধান হলেও, পরে তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে পদত্যাগ করেন। বিষয়টিকে নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বলে মানতে নারাজ তৃণমূল নেতৃত্ব। নব নির্বাচিত প্রধান প্রদীপ পালের প্রধান হওয়ার ঘটনাটিকে দুর্ঘটনা বলে দাবি করেছে তারা।

বিদায়ী প্রধান সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে চাননি। বিজেপির কটাক্ষ, কে কত তোলাবাজি করতে পারবে ও কাটমানি দিতে পারবে তা নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে প্রতিযোগিতা চলছে। আর তার জেরেই বারেবারে এই প্রধান বদল।

বনগাঁ পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতিকে মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: বনগাঁ পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতিকে মারধরের অভিযোগ। বর্তমান পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতির ইন্ধনে তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। মৌখিক অভিযোগ পেয়ে একজনকে আটক করেছে পুলিশ।

উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি অনিমা মণ্ডলকে মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েতের প্রার্থী প্রেমচাঁদ সরকার ও তাঁর লোকজনের বিরুদ্ধে। প্রেমচাঁদ সরকার বনগাঁ পঞ্চায়েত সমিতি বর্তমান সহ-সভাপতি জাফর আলি মণ্ডলের অনুগামী বলে অভিযোগ অনিমা মণ্ডলের। ২০২৩ এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে গঙ্গানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯৫/৬ নম্বর পাঁচবেড়িয়া গ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন প্রেমচাঁদ সরকার।

অভিযোগ, তিনি হেরে যাওয়ার পর থেকেই অনিমা মণ্ডলকে নানাভাবে হেনস্থা করতে থাকেন জাফর আলি মণ্ডলের লোকজন। অনিমা মণ্ডলের অভিযোগ, জমিজমা নিয়ে সমস্যাকে কেন্দ্র করে আজ তাঁদের ওপরে চড়া হন প্রেমচাঁদ সরকার সহ তাঁর লোকজনেরা। তাঁকে যখন মারধর করে তখন ঠেকাতে গেলে তাঁর ছেলে বউমাকেও মারধর করেন বলে অভিযোগ। অনিমা মণ্ডল বর্তমানে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

অনিমা মণ্ডল এই বিষয়ে মৌখিকভাবে গোপালনগর থানায় অভিযোগ জানালে পুলিশ ভবেশ সরকার নামে একজনকে গ্রেপ্তার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এই বিষয়ে বর্তমান বনগাঁ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি জাফর আলি মণ্ডলের দাবি, এটা কোনও রাজনৈতিক গণ্ডগোল নয়। পাশাপাশি দুটো পরিবারের সীমানা নিয়ে বিবাদের কারণে মারামারিতে জড়িয়ে পড়েছিল। দুটো পরিবারই প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছে তদন্ত করে পুলিশ সঠিক ব্যবস্থা নেবে। যদিও বনগাঁ জেলা বিজেপি সভাপতি দেবদাস মণ্ডল এটাকে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল বলে দাবি করেছেন। চারবারের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য দুবারের পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি তাঁকে দলের লোকই হেনস্থা করছেন। এটাই তৃণমূলের কালচার বলেও দাবি করেন তিনি।

কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান : কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিল ১৫০টি পরিবার। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না বিধানসভার শ্যামসুন্দরে।

বৃহস্পতিবার রায়না বিধানসভার শ্যামসুন্দরের বিধায়ক কার্যালয়ে বিধায়িকা শম্পা ধারার হাত ধরে বেশ কিছু কংগ্রেস কর্মী বৃহস্পতিবার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। বিধায়িকা শম্পা ধারা জানিয়েছেন, রায়না ১ নম্বর ব্লকের নাড়ু গ্রাম অঞ্চলের এক নম্বর সংসদ অর্থাৎ কুলিয়া সংসদে যাঁরা একসময় কংগ্রেস করতেন, তাঁরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। সবার প্রথমে আবেদন করেছিলেন যোগদানকারীরা। তাঁদের আবেদন জেলা সভাপতিকেকে এবং রাজ্য নেতৃত্বকে জানানো হয়। জেলা এবং রাজ্য নেতৃত্বের অনুমতিতে কংগ্রেস কর্মীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করানো হয়।

তিনি জানান, ক্ষমতায় আসার পর থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যজুড়ে একের পর এক উন্নয়ন করে চলেছেন। আগামী ২৯ অক্টোবর দিল্লির ধরনা মঞ্চে যাবেন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা। মুখ্যমন্ত্রীর এই উন্নয়ন দেখে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করে ১৫০ টি কংগ্রেসের পরিবার। একসঙ্গে এত মানুষের যোগদানে লোকসভা ভোটের আগে ওই এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস আরও মজবুত হল বলে তাঁর দাবি।

মমতাকে দুর্গাপুজোর বিশেষ উপহার হিসেবে রূপালি শস্য পাঠালেন হাসিনা!

নিজস্ব প্রতিবেদন, পেট্রাপোল: মমতাকে দুর্গাপুজোর বিশেষ উপহার রূপালি শস্য অর্থাৎ পদ্মার ইলিশ হাসিনার। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা হাতে গোনা আর মাত্র কিছু দিন বাদেই। উত্তর ২৪ পরগনার পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে

বৃহস্পতিবার নয়টি ট্রাকে প্রায় ৫০ টন পদ্মার ইলিশ মমতাকে দেওয়া হাসিনার বিশেষ উপহার বাংলাদেশ থেকে ভারতে পৌঁছল। ভারত এবং বাংলাদেশের সম্পর্ক মধুর আর বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো উপলক্ষে দুদেশের সম্পর্ক আরও মজবুত করে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বিশেষ উপহার হিসেবে পশ্চিমবঙ্গকে উপহার হিসেবে পদ্মার ইলিশ আনার অনুমতি দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার বিকেলে পেট্রাপোল বন্দর হয়ে রাজ্যে এসে পৌঁছল প্রায় ৫০ টন ইলিশ মাছ। এই ইলিশ মাছের জন্য অপেক্ষায় ছিল ভোজন রসিক আপামর বাঙালি। দুর্গাপুজোর মাত্র আর কয়েকটা দিন এই উৎসবের আগেই ইলিশ আসায় খুশির হাওয়া বাঙালির মধ্যে। জানা গিয়েছে, এই ইলিশ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে শুক্রবার মধ্যেই পৌঁছে যাবে। এক একটি গাড়ি তে ৪-৫ টন করে মাছ আসবে। বাংলাদেশের বাণিজ্যিক দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ১০০ র বেশি সংস্থা চেষ্টা করলেও মোট ৭৯টি সংস্থাকে ইলিশ রপ্তানির জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত দফায় দফায় আসবে এই ইলিশ। মোট ৩৯৫০ মেট্রিক টন ইলিশ আসবে এই বঙ্গে। পেট্রাপোল ফরওয়ার্ডিং ক্লিয়ারিং এজেন্ট ফিরোজ মণ্ডল বলেন, এদিন বঙ্গে প্রথম পদ্মা ইলিশ ঢুকল। এখন নটি গাড়ি এসেছে পরে আরও তিনটে গাড়ি আসবে। এখনও পর্যন্ত প্রায় ৪৫ টন মাছ এসেছে।

বাইক দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির খানাকুলে বাইক দুর্ঘটনায় এক যুবকের মৃত্যু। মৃতের নাম রাকিবুল (২১)। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে খানাকুলের বন্দর এলাকা থেকে তিনজন মিলে একটি বাইকে করে খানাকুলের ঘোষপুর এলাকায় ফিরছিলেন তিন যুবক। কিছু দূর যাওয়ার পর নারকেলতলা পেট্রোল পাম্পের কাছে হঠাৎ বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনায় পড়ে সঙ্গে সঙ্গে এলাকার লোকজন তিন যুবককে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করে বাকি দু'জন গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি।

জানা গিয়েছে, মৃত রাকিবুল বাইকটি চালাচ্ছিলেন বাকি দু'জনের মুখে আঘাত লেগেছে, ও হাত ভেঙেছে। মৃতের কাকার দাবি, ভাইপো রাকিবুল রাজস্থানের সোনার কাজ করত। দেড় মাস আগে সে বাড়িতে এসেছিল, পরিবারে আছে এক ভাই, বাবা-মা ও তিন বোন। এলাকায় শোকের পরিবেশ। পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

৪০ হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি!

মনোজ চক্রবর্তী

উদয়নারায়ণপুর: এবার গিনেস বুকে নাম তুলতে চলেছেন ঠাকুরদাস বাবু। যিনি দাসুদা নামেই বিখ্যাত। সুকুমার রায়ের সেই দাসু নয়, বাইকার দাসুদা। পেশায় কৃষক। নেশা অ্যাডভেঞ্চার। উদয়নারায়ণপুরের দাসুদার আসল নাম ঠাকুরদাস শাঁসমল। বাড়ি উদয়নারায়ণপুরের পাঁচারুল গ্রামে। আর এই পাঁচারুল থেকেই কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও বাইকে চড়ে তিনি দেশ ভ্রমণে বেড়িয়ে পড়েন। তবে এবারের সফরটা এক্কেবারে অন্যরকম। সাইকেলে একটানা চারশো দিনের বেশি সময় ধরে তিনি পাড়ি দেবেন ৪০ হাজার কিলোমিটার পথ!

ভিলেজ বাইকার্স উদয়নারায়ণপুর নামক একটি সংগঠনের সদস্য ঠাকুরদাস বাবু। সেই সংগঠনের পক্ষ থেকেই এবারের এই অভিযানের আয়োজন করা হয়েছে। ২৪ সেপ্টেম্বর উদয়নারায়ণপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু হবে দাসুদার এবারের দেশ ভ্রমণ। প্রথমদিকে দেশের দক্ষিণ দিকের রাজ্যগুলি ও পরে উত্তরের রাজ্যগুলিতে যাবেন। অভিযানের জন্য প্রায় তিন লক্ষ টাকা খরচ হবে। মূলত ভিলেজ বাইকার্স উদয়নারায়ণপুর, শুভাকাঙ্ক্ষী সুব্রত

বড়াল সহ বাইকার্স কমিউনিটির বহু সঙ্গী এই অভিযানের জন্য নানা ভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ৪০০ দিন পরই সাইকেলে দেশ ঘুরে গিনেস বুকে নাম তুলবেন সকলের প্রিয় দাসুদা, এমনটাই আশা তাঁর ও সকলের।

মুখ্যমন্ত্রীর কথামতো আমের স্বাদ রসগোল্লায়, ক্রেতার ভিড় দোকানে

কৌশিক দে ● মালদা

আমের মরশুম শেষ হয়েছে অনেক আগেই। কিন্তু এখন সেই আমের স্বাদ রসগোল্লার মধ্যেই মিলছে। আর এটা সম্ভব করে দেখিয়েছে মালদার কয়েকজন মিষ্টি ব্যবসায়ী। চলতি বছর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মালদায় এসে আম থেকে মিষ্টি তৈরির ভাবনার কথা প্রশাসনের কর্তাদের সামনে জানিয়ে গিয়েছিলেন। আর মুখ্যমন্ত্রী বলার পরই কাজ। সেই মতোই এখন মালদায় শুরু হয়েছে আম রসগোল্লা। যা খেতে ইতিমধ্যে মালদা শহরের গৌড়রোড সংলগ্ন বাসুলিতলা এলাকায় মিষ্টির দোকানে উপচে পড়ছে ক্রেতাদের ভিড়। খুশি মিষ্টি ব্যবসায়ীরাও।

উল্লেখ্য, মালদা শহরের বাসুলিতলা মোড়ের মিষ্টির দোকানে মিলছে এই আমের রসগোল্লা। কাঁচা আমের রঙের এই রসগোল্লা আরও বেশি আকর্ষণীয় করছে মিষ্টিপ্রেমীদের। আট টাকা পিস হিসাবে বিক্রি হচ্ছে এই রসগোল্লা। সাধারণ রসগোল্লার মতো তৈরি হয়। ছানার সঙ্গে চিনি মেশানো হয়। আমের রসগোল্লায় আমের ফ্লেবার মেশানো হয়। এতেই রসগোল্লার রং সবুজ হয়। সঙ্গে মেলে আমের স্বাদ ও গন্ধ। আমের অফ সিজিনে এই রসগোল্লা খেতে মানুষের ভিড় উপচে পড়ছে প্রতিদিন।

মিষ্টি ব্যবসায়ী নিভাস সর্দার বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মালদায় এসে বলেছিলেন আম থেকে মিষ্টি তৈরির কথা। রসগোল্লায় যে আমের স্বাদ থাকবে কয়েক মাস আগে সেই ভাবনা মনের মধ্যে এসেছিল। তার ওপর মুখ্যমন্ত্রীর এমন কথা শুনে নতুন করে আম রসগোল্লা তৈরির পরিকল্পনা করি। সাধারণ রসগোল্লার মতোই কিন্তু সবুজ রঙের আকৃতির পুরোটাই আমের ফ্লেভার মিলবে। সেই মতোই শুরু হয় এই আম রসগোল্লা তৈরির কাজ।' তিনি আরও বলেন, 'এখন ক্রেতাদের মধ্যে এই আম রসগোল্লা খাবার চাহিদা ব্যাপক হারে বেড়ে গিয়েছে। প্রতিদিন কমপক্ষে তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার পিস এই মিষ্টি দোকানে বিক্রি হচ্ছে। কারিগর কম থাকায় চাহিদা অনুপাতে মিষ্টি তৈরি করছি। আগামীতে এই মিষ্টির আরও বেশি করে তৈরি করা হবে।'

মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্সের সম্পাদক উত্তম বসাক বলেন, 'আম রসগোল্লা অনেক আগেই চোখে দেখেছি। দারুণ স্বাদ। এইভাবেই নিত্যনতুন মিষ্টি তৈরির ভাবনা যে ব্যবসায়ীরা করছেন, তাঁদেরকে সাধুবাদ জানাই। আম থেকে মিষ্টি তৈরির যে ভাবনার কথা মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন ,তা মালদার মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা সফল করে দেখিয়েছেন।'

কানাডা ক্রমশ জঙ্গিদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে: বিদেশ মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর: কানাডার অভিযোগের পিছনে রাজনীতিই কারণ। কানাডা-ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্কের চূড়ান্ত অবনতির মধ্যে, ভারতের বিরুদ্ধে কানাডার অভিযোগ নিয়ে এই বৃহস্পতিবার এমনই প্রতিক্রিয়া দিল বিদেশ মন্ত্রক। এদিন, বিদেশ মন্ত্রকের সাপ্তাহিক সাংবাদিক সম্মেলনের সময়, বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র আরও দাবি করেন, কানাডার পক্ষ থেকে শুধু এই অভিযোগ ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই বিষয়ে কোনও সুনির্দিষ্ট তথ্য দেয়নি। অরিন্দম বাগচি আরও জানান, নিরাপত্তার খাতিরেই কানাডিয়ানদের এই মুহূর্তে ভিসা দেওয়া যাচ্ছে না। এর আগে, কানাডার সংসদে খালিস্তানি জঙ্গি নেতা হরদীপ সিং গুজ্জরের হত্যার পিছনে ভারত সরকারের এজেন্টদের সম্ভাব্য হাত রয়েছে বলে অভিযোগ করেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। তারপর থেকে বলা যেতে পারে দুই দেশের মধ্যে ঠান্ডা লড়াই শুরু হয়েছে। কূটনৈতিক সম্পর্ক একেবারে তলানিতে ঠেকেছে।

অরিন্দম বাগচী জানান, পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদীদের তহবিল দেয় ঠিকই, কিন্তু, ক্রমে কানাডা-সহ পশ্চিমী কিছু দেশ জঙ্গিদের নিরাপদ আশ্রয় হয়ে উঠছে। সেখানে বসে নিশ্চিন্তে তারা নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। অরিন্দম বাগচি বলেন, 'কানাডায় জঙ্গিদের নিরাপদ আশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। আমরা চাই কানাডিয়ান সরকার যেন তা না করে এবং যাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় বা তাদের বিচারের জন্য ভারতে ফেরত পাঠায়। বছরের পর বছর ধরে আমরা কমপক্ষে ২০ থেকে ২৫ জনকে প্রত্যর্পণের অনুরোধ জানিয়েছি। কিন্তু তারা কোনও সহযোগিতা করেনি।'

এর ফলে আন্তর্জাতিক মহলে কানাডার সমস্যা বাড়ছে বলেও জানান বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র। অরিন্দম বাগচি বলেন, তআমরা মনে করি, কানাডার সুনামের দিকে নজর দেওয়া দরকার। সন্ত্রাসবাদীদের, চরমপন্থীদের এবং সংগঠিত অপরাধীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসাবে এর খ্যাতি ক্রমেই বাড়ছে। তাদের সুনামের ক্ষতি হচ্ছে। আমাদের মতে, আন্তর্জাতিক মহলে তাদের স্থান নিয়ে কানাডার চিন্তা করা উচিত।'

কানাডার বিস্ফোরক অভিযোগের বিষয়ে এদিন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি বলেন, 'হ্যাঁ এই অভিযোগগুলি কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো প্রধানমন্ত্রীর কাছে তুলেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী সেগুলি প্রত্যাখ্যান করেছেন।' ভারতে কানাডার কূটনৈতিক উপস্থিতি কমানোরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। অরিন্দম বাগচি বলেন, 'আমরা কানাডা সরকারকে জানিয়ে দিয়েছি, আমাদের পারস্পরিক কূটনৈতিক উপস্থিতিতে সমতা থাকা উচিত। কানাডায় আমাদের যতজন কুটনীতিক আছেন, তার থেকে অনেক বেশি কানাডিয়ান কুটনীতিক ভারতে আছেন। আমি আশা করছি, কানাডার পক্ষে সংখ্যা কমানো হবে।'

চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ

অমেঠির সঞ্জয় গান্ধি হাসপাতাল বন্ধ করল উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন

অমেঠি, ২১ সেপ্টেম্বর: চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ ওঠার পরই অমেঠির সঞ্জয় গান্ধি হাসপাতালের লাইসেন্স কেড়ে নিয়ে বন্ধ করে দিল উত্তরপ্রদেশ সরকার। গত ১৪ সেপ্টেম্বর দিব্যা শুক্লা নামে এক মহিলার মৃত্যু হয় এই হাসপাতালে। অভিযোগ ওঠে, অ্যানাস্থেশিয়ার অতিরিক্ত ডোজ দেওয়ার ফলে রোগীর মৃত্যু হয়েছে। সঞ্জয় গান্ধি হাসপাতালে রোগী মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে যায়। ওই হাসপাতালের চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগের খবর পৌঁছয় রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী ব্রিজেশ পাঠকের কাছে। তিনি তৎক্ষণাৎ এই ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (সিএমও) চিকিৎসক অংশুমান সিংকে। পাশাপাশি, এই ঘটনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের কথাও বলেছিলেন উপমুখ্যমন্ত্রী। তাঁর নির্দেশ পেয়েই সিএমও তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। সেই কমিটির সদস্যরা হাসপাতালে গিয়ে তদন্তও করেন। তারপর সিএমও-র হাতে সেই রিপোর্ট তুল দেন। সেই রিপোর্ট পেয়েই বুধবার সিএমও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে এই ঘটনার জন্য নোটিস দিয়ে জবাব চেয়ে পাঠান। সেই নোটিসে বলা হয়, কেন এই ঘটনা ঘটল, কোথায় ভুলচুক হল ইত্যাদি জানিয়ে তিন মাসের মধ্যে জবাব দিতে হবে।

কিন্তু সেই নোটিস পাঠানোর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সঞ্জয় গান্ধি হাসপাতালের লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া হয়। ফলে ওপিডি এবং অন্যান্য বিভাগের পরিষেবাও বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কোনও রোগীর প্রাণ কেড়ে নিলে সেই হাসপাতালকে ছাড়া হবে না। কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অল্পবয়সি এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত করেছে কমিটি। সেই রিপোর্ট পাওয়ার পরই হাসপাতালের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছে।

স্পেন থেকে প্রথম সি-২৯৫ বিমান নামল গুজরাতে

আমদাবাদ, ২১ সেপ্টেম্বর: স্পেন থেকে ভারতে এসে পৌঁছল সি-২৯৫। বায়ুসেনা সূত্রের খবর, বুধবার গুজরাতের বরোদার বায়ুসেনাঘাঁটিতে স্পেন থেকে প্রথম বিমানটি এসে পৌঁছেছে। গত ১৩ সেপ্টেম্বর সে দেশের বিমান নির্মাতা সংস্থা 'এয়ারবাস ডিফেন্স অ্যান্ড স্পেস' ভারতীয় বায়ুসেনার প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল ভিআর চৌধুরী এবং স্পেনে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত দীনেশ পট্টনায়েকের উপস্থিতিতে সেভিল এয়ারফিল্ডে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম সি-২৯৫ বিমানটি বায়ুসেনার হাতে তুলে দিয়েছিল। বুধবার বরোদায় আনুষ্ঠানিক অবতরণ পর্বেও হাজির ছিলেন এয়ার চিফ মার্শাল চৌধুরী।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্রের খবর, মাঝারি ক্ষমতাসম্পন্ন সামরিক পরিবহণ বিমান সি-২৯৫ হাতে আসায় লাদাখ, সিকিম কিংবা অরুণাচল প্রদেশের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা (এলএসি)-র দুর্গম ঘাঁটিগুলিতে এ বার সহজে অস্ত্র এবং রসদ পৌঁছে দিতে পারবে ভারতীয় বায়ুসেনা। চিনা ফৌজের আগ্রাসনের আশঙ্কা দেখা দিলেই অগ্রবর্তী সেনাঘাঁটিগুলিতে দ্রুত পৌঁছে দিতে পারবে বাড়তি বাহিনী। সেই সঙ্গে সুবিধা হবে আহত বা অসুস্থ সেনাদের ফিরিয়ে আনা এমনকী, প্রয়োজনে এই বিমান নজরদারির কাজেও ব্যবহার করা যায়।

সি-২৯৫ বিমানের নির্মাতা সংস্থা 'এয়ারবাস ডিফেন্স অ্যান্ড স্পেস' জানিয়েছে, পরবর্তী পর্যায়ে ভারতে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচির অংশ হিসাবে তৈরি হবে এই বিমান। সহযোগী সংস্থা হিসাবে থাকবে 'টাটা অ্যাডভান্সড সিস্টেমস লিমিটেড'। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রাজ্য গুজরাতের বরোদায় হবে বিমান নির্মাণের কারখানা।

প্রসঙ্গত, দু'বছর আগে ৫৬টি সি-২৯৫ বিমানের জন্য এয়ারবাসের সঙ্গে প্রায় ২২ হাজার কোটি টাকার চুক্তি করেছিল নয়াদিল্লি। ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মধ্যস্থতায় স্পেনের সংস্থা 'এয়ারবাস ডিফেন্স অ্যান্ড স্পেস'-এর সঙ্গে যৌথ ভাবে ভারতীয় বায়ুসেনার জন্য সি-২৯৫ বিমান বানাতে টাটা গোষ্ঠীর চুক্তি হয়েছিল।

চুক্তি অনুযায়ী, স্পেনের নির্মাতা সংস্থার থেকে ১৬টি বিমান উড়ানের উপযুক্ত অবস্থায় ভারতীয় বায়ুসেনার জন্য আমদানি করা হবে। বাকি ৪০টি ওই সংস্থা এবং টাটা গোষ্ঠীর সহযোগিতায় ভারতেই বানানো হবে। কয়েক বছর আগেই ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে যৌথ ভাবে ওই বিমান নির্মাণ শুরু করেছে এয়ারবাস। মাঝারি শক্তির ওই পরিবহণ বিমান ছোট রানওয়েতে ওঠানামা করতে পারে। ফলে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা লাগোয়া অ্যাডভান্সড ল্যান্ডিং গ্রাউন্ডগুলি ব্যবহার করতে পারবে সি-২৯৫। বায়ুসেনা সূত্রের খবর, আগামী সপ্তাহে আনুষ্ঠানিক ভাবে বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হবে এই পরিবহণ বিমান।

পাকিস্তানের নির্বাচন পিছল তিন মাস

ইসলামাবাদ, ২১ সেপ্টেম্বর: ঘোষিত হল পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের দিনক্ষণ। নির্ধারিত সময়ের প্রায় তিনমাস পরে সেদেশে ভোট হবে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে ভোট হবে। মাসের একেবারে শেষ সপ্তাহে নির্বাচনী লড়াই শুরু হবে বলেই পাক সংবাদ মাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, বেশ কয়েকবার বিরোধীরা অভিযোগ এনেছেন, নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ।

সঠিক সময়ে নির্বাচন আয়োজন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল পাকিস্তানের কেয়ারটেকার সরকারকে। অগস্ট মাসে মন্ত্রিসভা ভেঙে তৈরি হয় নতুন সরকার। সেই সময়ে জানা গিয়েছিল, চলতি বছরের অক্টোবর মাসেই পাকিস্তানে নির্বাচন হবে। পাকিস্তানের সংবিধান অনুযায়ী, নির্বাচনের আগে সরকার ভেঙে দিতে হয়। কিছুদিনের জন্য দেশ চালানোর ভার নেয় কেয়ারটেকার সরকার। নির্বাচনে লড়ার জন্য কোনও দলই যেন বেশি সুবিধা না পায়, তা নিশ্চিত করতেই এমন নিয়ম।

তবে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক দেরিতেই নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হয়েছে। ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে সেদেশে নির্বাচন হবে। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর প্রাথমিকভাবে নির্বাচনী কেন্দ্রের তালিকা প্রকাশিত হবে। ৩০ নভেম্বর চূড়ান্ত কেন্দ্র তালিকা জানা যাবে। প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন জমা দেওয়া থেকে শুরু করে ৫৪ দিনের মধ্যেই ভোট প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যাবে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, শাহবাজ শরিফের দলের পরিকল্পনা অনুযায়ীই নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ ২০১৮ সালের নির্বাচনে বিপুল জয় পেয়েছিল ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ। কিন্তু বর্তমানে তিনি জেলবন্দি। নির্বাচনে আদৌ তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন কিনা তা নিয়েও সংশয় রয়েছে। তাছাড়াও আর্থিক সংকটে কার্যত বিপর্যস্ত পাকিস্তান। তার মধ্যে নির্বাচন হলে দেশজুড়ে হিংসা ছড়াতে পারে। নির্বাচনের দিন ঘোষণা হলে পাকিস্তানে হিংসা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

দিব্যাঙ্গ নাবালিকাকে ধর্ষণ, গ্রেপ্তার চালক-সহ ২

মুম্বই, ২১ সেপ্টেম্বর: চলন্ত ট্যাক্সিতে দিব্যাঙ্গ নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে মুম্বইয়ে। অভিযুক্ত ট্যাক্সিচালক ও তাঁর বন্ধুকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার মুম্বইয়ের দাদর এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটেছে। অভিযোগ, বছর চোদ্দোর ওই নির্যাতিতা মালওয়ানি এলাকার বাসিন্দা। ঘটনার দিন সকাল থেকে সে নিখোঁজ ছিল। ধর্ষণে অভিযুক্ত ট্যাক্সি চালক প্রকাশ পাণ্ডে ওই এলাকায় যাত্রীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন। সেই সময় তাঁর নজর যায় ওই নাবালিকার উপর। এরপরই নির্যাতিতাকে গাড়িতে উঠতে বাধ্য করেন অভিযুক্ত। দাদর এলাকায় পৌঁছনোর পর প্রকাশ তাঁর বন্ধু সলমন শেখকে ডাকেন। সলমনই নাকি নাবালিকাটিকে ধর্ষণ করে। ঘটনার তদন্তে নেমে অপরাধীদের দাদর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে মালাবার হিল পুলিশ।

সোমবার সকালে নির্যাতিতার পরিবারের তরফে স্থানীয় থানায় অপহরণের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল।

কর্নাটকে নিষিদ্ধ হতে চলেছে হুক্কাবার

বেঙ্গালুরু, ২১ সেপ্টেম্বর: নবীন প্রজন্মের মধ্যে নেশা করার প্রবণতা বাড়ছে। রাজ্যজুড়ে গজাচ্ছে একের পর এক হুক্কাবার। এই পরিস্থিতি রুখতে কড়া সিদ্ধান্ত নিল কর্নাটক সরকার। রাজ্য সরকারের নয়া বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২১ বছর বয়স না হলে তামাকজাত দ্রব্য কেনা যাবে না। কমবয়সিদের হুক্কা, সিগারেট বা তামাকজাত দ্রব্য নেশা করতে দেখলেই কড়া আইনি ব্যবস্থা নেবে প্রশাসন। পাশাপাশি রাজ্যে হুক্কাবার নিষিদ্ধ হতে চলছে। স্কুল, ধর্মীয়স্থান, হাসপাতাল চত্বরে মাদক দ্রব্য গ্রহণ ও বিক্রি এবার থেকে বন্ধ।

মঙ্গলবার কর্নাটকে স্বাস্থ্য অধিকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী দীনেশ গুন্ডু রাও। ওই বৈঠকের পরে তিনি জানান, তামাকজাত দ্রব্য আইন শীঘ্রই সংশোধন করা হবে। স্কুল, মন্দির, মসজিদ, হাসপাতাল চত্বরে তামাকের নেশা করা এবং তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি করা নিষিদ্ধ হবে। তরুণরা হুক্কাবারের প্রতি

আকর্ষিত হচ্ছে। যা তাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে। রাজ্যের নতুন আইনে তামাকজাত দ্রব্য কেনার বয়সসীমাও বাড়ানো হচ্ছে। মন্ত্রী বলেন, 'আমরা আইনের সংশোধনী আনার বিষয়ে আলোচনা করেছি। এই বিষয়ে আইনি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

উল্লেখ্য, গোটা দেশেই নবীন প্রজন্মের মধ্যে নেশা করার প্রবণতা বাড়ছে। সে অ্যালকোহল কিংবা তামাকজাত দ্রব্য। শুধু কর্নাটক বলেই নয়, দেশের সব প্রান্তে হুড়মুড় করে বাড়ছে হুক্কাবার। শুরুর দিকে মজার ছলে নেশা করলেও কিছুদিনের মধ্যে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে তরুণ তরুণীরা।

সুইজারল্যান্ডেও নিষিদ্ধ বোরখা, প্রতিবাদে সরব মুসলিম দলগুলো

বার্ন, ২১ সেপ্টেম্বর: এবার সুইজারল্যান্ডেও নিষিদ্ধ বোরখা। সমস্ত মুখঢাকা পোশাকও থাকছে এই তালিকায়। এর অন্যথায় রয়েছে জরিমানার বিধান। তবে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সরব হয়েছে মুসলিম দলগুলো।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, বুধবার বোরখা-সহ সমস্ত মুখঢাকা পোশাকে নিষেধাজ্ঞা জারি করে একটি বিল পাশ করেছে সুইজারল্যান্ডের পার্লামেন্ট। আগেই সংসদের উচ্চকক্ষে সবুজ সংকেত পেয়েছিল বিতর্কিত বিলটি। ফলে এদিন তা আইনে পরিণত হয়। নতুন এই আইন মোতাবেক এবার থেকে বোরখা সমেত সমস্ত মুখঢাকা পোশাক আইনত নিষিদ্ধ। এর অন্যথায় দোষীদের ১ হাজার সুইস ফ্রাঙ্ক বা প্রায় ১ হাজার ১০০ মার্কিন ডলারের জরিমানা করার বিধান রয়েছে। বলে রাখা ভালো, বিতর্কিত বিলটি নিয়ে খানিকটা সংশয় ও আপত্তি রয়েছে মধ্যপন্থী ও বাম দলগুলোর। তবে সুইজারল্যান্ডের দক্ষিণপন্থী দল 'সুইস পিপলস পার্টি'র দাপটে বিলটি অনায়াসেই পাশ হয়ে যায়।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালে জনসমক্ষে সম্পূর্ণ মুখঢাকা পোশাক নিষিদ্ধ করার প্রশ্নে গণভোট হয় সুইজারল্যান্ডে। ভোটাভুটিতে নিষেধাজ্ঞার পক্ষেই মত দেন অধিকাংশ ভোটার। তবে গণভোটে দেখা যায় এই বিষয়ে ফারাক ছিল অত্যন্ত সামান্য। ইতিমধ্যেই এই ধরনের পোশাককে নিষিদ্ধ করা হয়েছে ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়ামের মতো ইউরোপের অনেক দেশেই। এমনকী, কোনও কোনও মুসলিম অধ্যুষিত দেশেও রয়েছে এহেন বিধিনিষেধ। আসলে গত কয়েক বছর ধরে বাড়তে থাকা জঙ্গি হামলার কারণে এই ধরনের পোশাকের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে অনেক দেশই। তাদের মধ্যে সুইজারল্যান্ডও ছিল। অবশেষে সেখানে নিষিদ্ধ হল বোরখা, হিজাবের মতো পোশাক।

Press Notice

E-Tenders are hereby invited from bonafide experienced and reliable contractors for supply and delivery of Fingerlings and Fish Feed having requisite credentials for execution of Fishery schemes under PMKSY WDC 2.0 scheme in Purulia District on and from **20/09/2023 to 04/10/2023. Vide NIT-04/PMKSY-WDC 2.0/04/Jhalda-II-PSME/2022-23).**
Details of timing, eligibility criteria etc. pl. visit www.wbtenders.gov.in
Assistant Director of Agriculture, Jhalda II Block, & PIA, Sahahar-Mamudih Watershed, Purulia

Corrigendum Notice

In the Tender of **Kanaipur Gram Panchayat**, Published on **21.09.2023** in **"Ekdin"** Patrika, Fund will be read **"BEUP"** instead of **"BEIP"**. Others information will be remain same. Inconveniene caused deeply regretted.

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmcgov.in

সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি, এইচএমসি অধীন ৮ (আট) টি ইলেক্ট্রিক্যাল কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, ঠিকাদারি লাইসেন্স, সুপারভাইজার সার্টিফিকেট এবং সর্বশেষ জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (সাম্প্রতিকতম তিন মাসের), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করতে পারেন।
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইনে) শুরুর তারিখ : ২০.০৯.২০২৩ সন্ধে ৬ টা থেকে
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইনে) শেষ তারিখ : ১০.১০.২০২৩ সন্ধে ৬টা পর্যন্ত
অনুগ্রহ করে দেখুন : https://wbtenders.gov.in
১৫৩(৩)/২৩-২৪ এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
২১.৯.২৩ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
সংশোধনী
Azadi Ka Amrit Mahotsav
টেন্ডার নং:৭০/২৩/১১৩৪ তারিখ: ১৬.০৯.২৩। টি/কেস নং ৭০/২৩/১১৩৪-এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত সংশোধনী প্রস্তুত করা হয়েছে, যার খোলার পুনর্নির্ধারিত তারিখ ১১.১০.২০২৩। (1) টেন্ডার খোলার তারিখ (টিওডি) : ২০.০৯.২০২৩-এর **পরিবর্তে ১১.১০.২০২৩ তারিখ পড়তে হবে।**
PR8/168 পিসিএমএম/সিএলডব্লু/সিআরজে
আমাদের লাইক করুন : www.facebookcom/clwrailways

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
অবাধ গ্লোবাল ই-টেন্ডার নোটিশ
নং.সিওএস/সিআরজে/পিইউবি/ই-টেন্ডার/১৯/০১৬২ তারিখ : ১৭.০৯.২০২৩। নিম্নোক্ত ই-টেন্ডার দেখা যাবে নিম্নেপ্রদত্ত লিঙ্ক www.ireps.gov.in থেকে। সংশ্লিষ্ট ই-টেন্ডারের জন্য প্রস্তাব কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই দাখিল করা যাবে লিঙ্ক www.ireps.gov.in → login → E-Tender Stores/ Supply মাধ্যমে। টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের বিস্তারিত বা আইআরইপিএস সম্পর্কিত তথ্যাদি বিষয়ে, যদি কিছু থাকে, জানতে নিম্নোক্ত আধিকারিগণের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন- ডে.সিএমএম/এইচকিউ/ সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন, ০৩৪১-২৫২৫৫৯৪ বা এসএমএম/কন/এইচকিউ, ০৩৪১-২৫৩৫৬৩১। **অধিকরণের ঠিকানা** : পিসিএমএম/সিএলডব্লু/ চিত্তরঞ্জন এর অফিস। **ক্রম নং : (১) টেন্ডার নং : ৮৩২৩১০০২। দফার সংক্ষিপ্ত বিবরণ : রোলার বিয়ারিং সেট, প্রতি সেটে ০১টি** রোলার বিয়ারিং এনইউ ২২৪ই/সি৪, ০১টি রোলার বিয়ারিং এনজে ২১৯ ই/সি৪ এবং ০১টি থ্রাস্ট কলার এইচজে ২১৯ই, স্পেসি. নং ৪টিএমএস.০৯৫.০৬৫ রেভ-১ এবং আরডিএসও'র এফআরএস নং আরডিএসও/ইএল/এফআরএস/বিয়ারিং/০০১১-২০১৫ রেভ-'০'। **(ওয়ারেন্টির মেয়াদ : ৩০ মাস** ডেলিভারি তারিখের পর)। **পরিমাণ : ৩৬৮.০০ সেট। বায়না জমা (টাকায়)** : (ক) ৩৪২৮৮০.০০ (আইএনআর)/ (খ) ৪০০০.০০ (ইউএসডি)। **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ এবং সময় (আইএসটি) : ১৬.১০.২০২৩ বেলা ১১টায়।**
PR2/170 পিসিএমএম/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন
"Like us on: www.facebook.com/clwrailways"

NOTICE INVITING e-TENDER

1. e-Tender Reference No-WBBDR/P-1/091/986/ EO/ 2022-23 Dated-19/09/2023. Tender ID: 2023_ZPHD_ 573412_1 to19 has been floated Construction of (Litchpit,Silt Chember & Tube well Platform) with grey water management system 19 nos. fund SBM(G) at Bogpur GP under Purbasthali-I P.S.
Look for detail you may visit www.wbtenders.gov.in and office notice board.
**Sd/- Executive Officer
Purbasthali-I Panchyat Samity Srirampur, Purba Bardhaman**

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
ভাণ্ডারসমূহের প্রাপ্তির জন্য **ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ ০৮/২৩-২৪, তারিখ ঃ ১৮.০৯.২০২৩।** নিম্নলিখিত সামগ্রীর জন্য ই-টেন্ডারসমূহ ইতিমধ্যেই সমস্ত বিস্তারিত সমেত **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। ম্যানুয়াল বিড গ্রাহ্য হবে না। সংশোধনী/পরিবর্তন, যদি থাকে, শুধুমাত্র উপরোক্ত ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।

টেন্ডার সংখ্যা	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ	বন্ধের তারিখ ও সময়
০২২৩৫২৪২	৩৩ কেভি বর্তমান ও সম্ভাব্য ট্রান্সফর্মার	(১) ১ সেট, (২) ১ সেট	২৭.০৯.২০২৩ বেলা ২টা
০১২৩৫০০৮বি	বিএইচইএল এসি রেক-গুলিতে পিএপিআইএস-এর আপগ্রেডেশন	১৩ সেট	০৬.১০.২০২৩ বেলা ২টা
০১২৩৫০৭৭	রোটেটিং মেশিনস আইটেমের জন্য ইউনিট এক্সচেঞ্জ স্পেয়ার্স	১ সেট	০৬.১০.২০২৩ বেলা ২টা

পিসিএমএম, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নং. এসডিএসটিই-ইটিএন-পিএ-১৯এসটিএন-এইচডব্লুএইচ, তারিখঃ ২০.০৯.২০২৩। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নং. এসডিএসটিই-ইটিএন-পিএ-১৯এসটিএন-এইচডব্লুএইচ,-এর পরিপ্রেক্ষিতে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নামঃ** হাওড়া ডিভিসনে বিভিন্ন স্টেশনে (১৯) পুরোনো পিএ সিস্টেম-এর প্রতিস্থাপনের কাজ। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ₹ ৭৪,৭৬,২৯২.৪২; **বায়না অর্থঃ** ₹ ১,৪৯,৫০০.০০; **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ০.০০। **দরপ্রস্তাব পদ্ধতিঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখঃ** ২৯.০৯.২০২৩। **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** ১২০ দিন। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ৯ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১৩.১০.২০২৩ তারিখ বিকেল ৩টে। দরপ্রস্তাবদাতারা তাঁদের প্রকৃত/ সংশোধিত প্রস্তাব কেবলমাত্র টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে কোনো হাতে হাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। HWH-260/2023-24
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**No. 1. NIT No & Sl No- NIET No. 05/JAL/EO/SWM/ 23-24 Sl. No 01
NIET No. 06/JAL/EO/SWM/ 23-24 Sl. No 01 to 06**
BDO, Jalangi Block invites tender/NIQ form bonafide contractors, Agencies, Institution, individuals for mentioned works. Detailed information is available at the undersigned office on any working days
Block Development Officer Jalangi, Murshidabad.

**Office of the Ex-officio Manager, Green Projects Wing
West Bengal Forest Development Corporation Ltd. &
Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division**
10A, Auckland Road, Eden Gardens, Kolkata-700 021

ABRIDGED TENDER NOTICE
The Ex-officio Manager, GPW / WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows :

NIT No.	Name of Projects	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
133/GPW/ WBFDC/ 2023-24	Creation of Avenue Plantation at Approach Road of RTPS over 0.5 Ha under Purulia Range.	22.09.2023 (10.00 AM)	03.10.2023 (05.00 PM)

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

Kanaipur Gram Panchayat
Vill.+P.O.- Kanaipur, P.S.- Uttarpara, Dist.- Hooghly
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders is invited from the experienced and resourceful bidders having 60% credential for execution of different development work(s) under **15th FC (Tied) Fund** vide **NIT No.: 338/KGP/2023 (Sl.- 01 to 07), Date: 20.09.2023.** Work Comp. Time: 180 Days. Document Download & Bid Submission Start Date (Online): **21.09.2023 at 06:30 PM.** Documents Download & Bid Submission End Date (Online): **03.10.2023 up to 05:00 pm.** Submission of EMD & Cost of Tender Paper (Offline): **04.10..2023 up to 01:00 PM.** Tender Opening Date (Online): **06.10.2023 at 09:00 AM.** For more details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-
Pradhan
Kanaipur Gram Panchayat

Chakdaha Municipality
NOTICE
Chakdaha Municipality invites E-tender vide memo no. WBMAD/CM/ BTRD/ PWD/ NIT-27/23-24 & Tender Id-2023_MAD_ 573018_1, WBMAD/ CM/ BTRD/ PWD/ NIT-42/23-24 & Tender Id-2023_ MAD_ 573259_1, WBMAD/CM/ CCRD/ PWD/ NIT-37/23-24 & Tender Id-2023_MAD_ 573537_ 1, WBMAD/CM/BTRD/PWD/NIT-61/23-24 & Tender Id-2023_MAD_ 573493_1, WBMAD/ CM/ BTRD/ PWD/ NIT-38/23-24 & Tender Id-2023_MAD_ 573075_1, WBMAD/ CM/BTRD/ PWD/ NIT-45/23-24 & Tender Id-2023_MAD_ 573297_1, WBMAD/ CM/ BTRD/ PWD/ NIT-53/23-24 & Tender Id-2023_ MAD_ 573581_1, WBMAD/CM/BTRD/PWD/ NIT-41/23-24 & Tender **Id-2023_MAD_ 573157_1, WBMAD/ CM/ BTRD/PWD/ NIT-67/23-24 & Tender Id-2023_MAD_ 573392_1** for repairing and renovation of Bituminous and Concrete road. For further information please visit www.wbtenders.go.vin

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY RANAGHAT, NADIA
NOTICE INVITING E-TENDER
**Memo. No. 1663/RM
Date – 21.09.2023
Tender Ref No : WBMAD/ ULB/ RM/ NIT-12e/2023-24/SL1
Tender ID : 2023_MAD_ 574053_1**
Name of the work: Electrification Work of Two Storied Municipal Market Complex Within Ranaghat Municipality Under Karmatirtha Prokalpa.Last Date Of Submission of Bid : **07.10.2023.** Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website **https://www.wbtenders.gov.in**
**Sd/-
Koshaldev Bandyopadhyay
Chairman
Ranaghat Municipality**

DEBRA THANA SKS MAHAVIDYALAYA
Chakshyampur, Debra, Paschim Medinipur-721124
PHONE- 03222-243400, **www.debracollege.ac.in**
Notice Inviting E tender
MemoNo.3229/dtsksm/23 Reference No. dtsksm/NIT50/23
Dated:20-09-2023, **Tender ID 2023_DHE_573721_1**
E-Tenders are invited from eligible Contractors //agencies/ having successfully completed Similar nature of works with adequate working experience and financial capabilities. Intending bidder may download the tender documents from the website **https://wbtenders.gov.in.**

1	**Name of the work**	**Upgradation of Hall 2 (Vivekananda Sabhagriha)**
5.	EMD	2% of Quotation value cited by the bidder
3.	Cost of Form	1000/-
4.	E-NIT Publish Date	21-09-2023-at 9.00 am
5.	**Bid Submission End Date.**	**27-09-2023 at 4.00 pm**

**(Dr. Rupa Dasgupta)
Principal**

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
**Asansol
Notice Inviting E-Quotation
E-Quotation Notice No. 56/WS/Eng/2023 dated 21.09.2023
Memo No. 557/WS/Eng/2023 dated 21.09.2023**
Please visit to website **www.asansolmunicipalcorporation.net** or **www.wbtenders.gov.in**. For details, intending contractors may also contact Eng. Dept. of this office and office Notice Board.
**Sd/- Superintending Engineer
Asansol Municipal Corporation**

NOTICE INVITING E-TENDER
e-Tender is hereby invited on behalf of Chairman, Habra Municipality for supply within Habra Municipality.

Sl. No.	Ref. e-Tender No.	Last Date of submission of e-Tender
1	WBMAD/HM/PWD/NIQ e-541 (2nd call)/2023-24(Sl No.: 1-5)	30/10/2023 up to 5.00 PM

For details please see at the website www.wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Officer, Habra Municipality

DAINHAT MUNICIPALITY
PO:- DAINHAT, DIST:- PURBABURDWAN
For Details of floated e-tender against the Development work under
**E-NIT 15 D.M/ENGG Date-20/09/2023 ID NO-2023_MAD_ 573104_1,
E-NIT 16 D.M/ENGG Date-20/09/2023 ID NO-2023_MAD_573309_1,
E-NIT 17 D.M/ENGG Date-20/09/2023 ID NO- 2023_MAD_573360_1,
E-NIT 18 D.M/ENGG Date-20/09/2023 ID NO-2023_MAD_573474_1,
E-NIT 19 D.M/ENGG Date-20/09/2023 ID NO- 2023_MAD_573561_1,
E-NIT 20 D.M/ENGG Date-20/09/2023 ID NO-2023_MAD_573209_1,
E-NIT 21 D.M/ENGG Date-20/09/2023 ID NO-2023_MAD_573258_1,
E-NIT 22 D.M/ENGG Date-21/09/2023 ID NO-2023_MAD_574072_1,**
For Details Visit: **http://dainhatmunicipality.org** & **wbtenders.gov.in**
Office ph no **7478003845.**
Sd/- Chairman, Dainhat Municipality

আদ্রা ডিভিসনের আদ্রা-বাঁকুড়া সেকশনের মধ্যবর্তী আঁচুরি হল্ট স্টেশনে হল্ট এজেন্ট নিয়োগ
বিজ্ঞপ্তি নংঃ সি-৬৬৯/পিএইচ/আদ্রা/২০২৩/০৪ তারিখ ঃ ২০.০৯.২০২৩
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা নিম্নলিখিত হল্ট স্টেশনের জন্য হল্ট এজেন্ট আহ্বান করছেন ঃ **টেন্ডারের প্রকৃতিঃ** প্যাসেঞ্জার হল্ট স্টেশনে হল্ট এজেন্ট নিয়োগ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** কমিশন ভিত্তিক। **আবেদন পত্রের মূল্য ঃ** শূন্য। **পিএইচ-দের নিয়োগের অবস্থান ঃ** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা ডিভিসনে আদ্রা-বাঁকুড়া সেকশনের মধ্যবর্তী আঁচুরি হল্ট স্টেশনে প্যাসেঞ্জার হল্ট এজেন্ট। **নিয়ম ও শর্তাবলী সহ আবেদন পত্র পাওয়া যাবে ঃ** সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার/আদ্রা-র অফিসে ১৩.১০.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত যে কোন দিন কাজের সময়ে। রেলওয়ে ওয়েবসাইট **www.ser.indianrailways.gov.in** থেকে আবেদনপত্র ডাউনলোডও করা যাবে। **আবেদন জমার তারিখ ও স্থান ঃ** সিনি. ডিসিএম/আদ্রা-র অফিসে ১৩.১০.২০২৩ বেলা ১টা পর্যন্ত। **টেন্ডার বক্স খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১৩.১০.২০২৩ তারিখ বিকাল ৪টা। **কাজের বিবরণ ঃ** সকল প্রকারের ছাড়বিহীন অসংরক্ষিত টিকিট, প্ল্যাটফর্ম টিকিট ও সিজন টিকিট বিক্রয়। **আবেদনকারীর যোগ্যতামান ঃ** (১) আবেদনকারীর মেডিক্যাল ফিটনেস সম্পর্কিত এবং তিনি সংক্রামক ব্যাধি থেকে মুক্ত এই মর্মে কোন রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের শংসাপত্র থাকতে হবে। (২) শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে অন্তত: দশম মান উত্তীর্ণ হতে হবে। (৩) বয়স সীমা ঃ আবেদনকারীর বয়স ১৮ বছরের নীচে হলে চলবে না। (৪) প্যাসেঞ্জার হল্ট স্টেশন যেখানে অবস্থিত সেই জেলার স্থানীয় বাসিন্দা হিসাবে স্থানীয় এসডিও/বিডিও-এর শংসাপত্র আবেদনকারীর থাকতে হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** আবেদন খোলার দিন যদি ছুটির দিন হয় বা অপ্রত্যাশিত কারণে সবকিছু বন্ধ থাকে, তবে পরবর্তী কাজের দিন একই স্থানে ও সময়ে আবেদনপত্র খোলা হবে।
(PR-625) সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, আদ্রা
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

রাহুলদের বিরুদ্ধে নামার আগেই ধাক্কা অস্ট্রেলিয়ার

বাঁহাতি পেসারকে ছাড়াই খেলবে প্রথম ম্যাচ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে খেলতে পারবেন না মিচেল স্টার্ক। শুক্রবার থেকে শুরু এক দিনের সিরিজ। সেই ম্যাচের আগে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স জানালেন যে, সেই ম্যাচে খেলতে পারবেন না স্টার্ক। চোট রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি পেসারের।

ভারত-অস্ট্রেলিয়া প্রথম এক দিনের ম্যাচ মোহালিতে। সেই ম্যাচের আগে কামিন্স বলেন, তস্টার্ক এসেছে ভারতে। তবে শুক্রবার খেলতে পারবে না। আশা করছি পরের দু'টি ম্যাচে ওকে পাওয়া যাবে। সিডনিতে থাকার সময় ও বল করেছে। বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবারও বল করবে। খোঁজ রাখছি ওর চোট কতটা সেরেছে। গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের অবস্থাও এক। ও খেলতে পারবে না প্রথম ম্যাচে।

ভারতের মাটিতে তিনটি এক দিনের ম্যাচ খেলে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি সারবে অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু চোট থাকা ক্রিকেটারদের নিয়ে বাড়তি সতর্ক তারা। বিশ্বকাপে সকলকে পুরো ফিট চাইবেন কামিন্স। সেই কারণে তিনি নিজেকে নিয়েও সতর্ক। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম দলের অনেকে খেলেননি। সেই না খেলার দলে ছিলেন কামিন্সও। চোট ছিল তাঁর। কামিন্স বলেন, তআমি এখন ঠিক আছি। কব্জি এখন অনেক ভাল আছে। পুরোপুরি সুস্থ। নেটেও বল করেছি। আশা করি শুক্রবার খেলব। তিনটি ম্যাচেই খেলব।দ

ভারতের দলেও প্রথম দু'টি ম্যাচে রাখা হয়নি রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি এবং হার্দিক পাণ্ড্যের মতো ক্রিকেটারকে। অক্ষর পটেলের চোট রয়েছে। তাঁকেও রাখা হয়নি প্রথম দু'টি ম্যাচে। সুস্থ হলে তৃতীয় ম্যাচে ফেরানো হবে তাঁকে। এই সিরিজে দলে রাখা হয়েছে রবিচন্দ্রন অশ্বিন এবং ওয়াশিংটন সুন্দরকে। ভারতীয় দলকে প্রথম দু'টি ম্যাচে নেতৃত্ব দেবেন লোকেশ রাহুল। দলে রয়েছেন উইকেটরক্ষক ঈশান কিশন। সিরিজের বাকি দু'টি ম্যাচ ২৪ এবং ২৭ সেপ্টেম্বর। সেই ম্যাচ দু'টি হবে ইনদওর এবং রাজকোটে।

বিশ্বকাপের আগে দুই দলই একে অপরের শক্তি যাচাই করে নিতে পারবে। বিশ্বকাপে ভারতের প্রথম ম্যাচ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেই। ৮ অক্টোবর চেন্নাইয়ে হবে সেই ম্যাচ।

আবার পাকিস্তানে গিয়ে খেলার চাপ, যেতে চাইছে না ভারত

নিজস্ব প্রতিবেদন: এশিয়া কাপে ভারতের আপত্তি ছিল। সেই কারণে পাকিস্তানের পাশাপাশি খেলা হয়েছিল শ্রীলঙ্কাতেও। ভারত তাদের সব ম্যাচ খেলেছিল সেখানে। পাকিস্তান আয়োজক দেশ হওয়ার পরেও ফাইনাল হয়েছিল শ্রীলঙ্কাতে। ক্রিকেটের পরে এ বার টেনিসেও সেই সমস্যা দেখা দিয়েছে। ডেভিস কাপে ওয়ার্ল্ড গ্রুপ প্লে-অফে ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি। খেলা হওয়ার কথা পাকিস্তানে। কিন্তু সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ের খবর, ভারত সে দেশে যেতে চাইছে না। তাই নিয়েই জটিলতা তৈরি হয়েছে।

ভারত চাইছে নিরপেক্ষ কোনও দেশে খেলা হোক। কিন্তু পাকিস্তানও এ বার তাদের দাবিতে অনড়। অন্য দেশে খেলবে না তারা। তাই ভারতীয় টেনিস সংস্থার পক্ষে বিশ্ব টেনিস সংস্থাকে বোঝানো কঠিন হয়ে পড়েছে। পাকিস্তানের টেনিস খেলোয়াড় আকিল খান বলেন, "আশা করছি ভারত পাকিস্তানে খেলতে আসবে। এ বার তারা খুব একটা সমস্যা করবে না।"

একই কথা শোনা গিয়েছে পাকিস্তান টেনিস সংস্থার সভাপতি সালিম সইফুল্লা খানের গলায়। তিনি বলেন, "আমরা নিরপেক্ষ স্থানে খেলব না। ভারত যদি না আসতে চায় তা হলে ওরা সরে দাঁড়াক। আমরা ঘাসের কোর্টেই খেলব।" সইফুল্লার মতে, নিজেদের সিদ্ধান্ত বদল

করা উচিত ভারতের। তিনি বলেন , "ভারতের আশা উচিত। যদি না আসে তা হলে খারাপ হবে। ভারতের দল আমাদের থেকে ভাল। তাই ওদের জেতার সুযোগ বেশি। তাই ওদের উচিত এ দেশে খেলতে এসে দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক ভাল করা।"

এর আগে ২০১৯ সালেও ডেভিস কাপে পাকিস্তানের যাওয়ার কথা ছিল ভারতের। কিন্তু নিরাপত্তার কারণে খেলতে যেতে চায়নি ভারত। সে বার পাকিস্তান থেকে খেলা সরানো হয়েছিল কাজাখস্তানে। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আইসাম উল হক কুরেশি ও আকিল খান খেলেননি। সেই ম্যাচ জিতেছিল ভারত। এখন দেখার এই বিষয়ে ভারত কী পদক্ষেপ করে।

বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দলে এক ভারতীয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপের আগে আবার ভারতীয় কোচের শরণাপন্ন বাংলাদেশ। শ্রীধরন শ্রীরামকে টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। আগামী ৫ অক্টোবর থেকে বিশ্বকাপ শুরু। বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ৭ অক্টোবর ধরমশালায়।

বাংলাদেশের টিম ডিরেক্টর খালেদ মাহমুদ বলেছেন, তআমরা শ্রীরামকে টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিয়োগ করেছি। বিশ্বকাপে আমাদের দলকে সাহায্য করবেন উনি।দ গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও শ্রীরাম একই দায়িত্ব সামলেছেন। সেই সময়েই বাংলাদেশ বোর্ড দ্বৈত কোচিং ব্যবস্থা চালু করে। টেস্ট এবং এক দিনের ক্রিকেটের কোচের দায়িত্ব দেওয়া হয় রাসেল ডোমিঙ্গোকে। পরে তিনি অবশ্য পদত্যাগ করেন।

এর পর বাংলাদেশ বোর্ড নিয়ে আসে চন্ডিকা হাতুরুসিঙ্গেকে। তাঁকে সব ফরম্যাটেরই কোচ করা হয়। সেই সময় শ্রীরামের মেয়াদও শেষ হয়। আবার ফিরিয়ে আনা হল তাঁকে। অতীতে অস্ট্রেলিয়ার বোলিং কোচ হিসাবে কাজ করেছেন শ্রীরাম। ভারতের হয়ে আটটি এক দিনের ম্যাচ খেলেছেন। তবে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেছেন টানা ১৮ বছর।

শ্রীরামকে ফিরিয়ে আনার আর একটি কারণ শাকিব আল হাসান। তিনি ভারতীয় কোচকে সমীহ করেন সেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময় থেকেই।

ভেস্তে যাওয়া ম্যাচে চোট শেফালির, সেমিফাইনালের আগে চিন্তা বাড়ল ভারতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: এশিয়ান গেমসে প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমেই চোট পেলেন শেফালি বর্মা। বৃহস্পতিবার ভারতের মেয়েদের দল খেলতে নেমেছিল মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে। কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচটি ভেস্তে যায়। কিন্তু সেই ম্যাচেই চোট পেলেন শেফালি।

ভারত ব্যাট করার সময় ১৩তম ওভারে জেমাইম রড্রিগেজের মারা বল শেফালির হাতে লাগে। বলের লাইন থেকে সময়মতো সরতে পারেননি তিনি। সঙ্গে সঙ্গে ফিজ়িয়ো এসে শুশ্রূষা করেন। ডান হাতের কব্জিতে লাগে বল। ব্যান্ডেজ করে দেওয়া হয় জায়গাটি। সেই ওভারেই আউট হয়ে যান শেফালি।

বৃষ্টির কারণে পুরো ম্যাচ খেলা হয়নি। ২০ ওভারের বদলে ১৫ ওভারের ম্যাচ হয়। ভারত প্রথমে ব্যাট করে। ১৫ ওভারে তারা ১৭৩ রান তোলে। শেফালি ৩৯ বলে ৬৭ রান করেন। জেমাইমা তিন নম্বরে নেমে ২৯ বলে ৪৭ রান করেন। ১৬ বলে ২৭ রান করেন স্মৃতি মন্ধানা। বাংলার রিচা ঘোষ সাত বলে ২১ রান করেন। মালয়েশিয়া মাত্র দু'বল ব্যাট করে। তার পরেই আবার বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। খেলা সম্ভব হয়নি। ক্রমতালিকায় এগিয়ে থাকার ফলে সেমিফাইনালে পৌঁছে যায় ভারত।

সেমিফাইনালে ভারত কাদের বিরুদ্ধে খেলবে সেটা জানা যাবে শুক্রবার। অন্য ম্যাচে পাকিস্তান বনাম ইন্দোনেশিয়ার ম্যাচ বাতিল হয়ে যায়। সেখানেও ক্রমতালিকায় এগিয়ে থাকার কারণে পাকিস্তান সেমিফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে। শুক্রবার বাংলাদেশ খেলবে হংকংয়ের বিরুদ্ধে। শ্রীলঙ্কার ম্যাচ রয়েছে তাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে। সেই দুই ম্যাচের পর ঠিক হবে সেমিফাইনালে আর কোন দুই দল উঠবে।

৩৭ মিনিটে আচমকা চোট!

নিজস্ব প্রতিবেদন: আচমকাই চিন্তা তৈরি হল লিয়োনেল মেসিকে নিয়ে। জাতীয় দল থেকে ফেরার পর বুধবার রাতেই প্রথম ইন্টার মায়ামির হয়ে নেমেছিলেন মেসি। সেই ম্যাচে তিনি মাঠে থাকলেন মোটে ৩৭ মিনিট। চোটের কারণে তুলে নিতে হল। কী ধরনের চোট পেয়েছেন তা নিয়ে বিস্তারিত জানা না গেলেও কোচ জেরার্দো মার্তিনোর দাবি, পুরনো চোটেই ভুগছেন মেসি। পরের বুধবার হিউস্টনের বিরুদ্ধে ইউএস ওপেন কাপ ফাইনাল খেলা নিয়েও সংশয় তৈরি হয়েছে।

মেসির যে চোট রয়েছে এই জল্পনা আগেই তৈরি হয়েছিল। বলিভিয়ার বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার ম্যাচে দেখা যায়নি মেসিকে। ক্লাবের হয়ে ফেরার পর আটলান্টা ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ম্যাচেও খেলেননি তিনি। সেই ম্যাচে ২-৫ হারে মায়ামি। এ দিন অবশ্য মেসি পুরো ম্যাচে না থাকলেও জিততে অসুবিধা হয়নি। রবার্ট টেলরের জোড়া গোলে টরন্টোকে ৪-০ হারিয়েছে মায়ামি।

যেটুকু সময় মাঠে ছিলেন তার মধ্যেও দুটি সুযোগ তৈরি করেছিলেন মেসি। ৩৩ মিনিটের মাথায় টরন্টোর বক্সের কাছাকাছি একটি বল নিয়ে ঢুকে পড়েছিলেন। কিন্তু আচমকাই থেমে যান।

এগিয়ে গিয়েও হার, এশিয়ান গেমসে ফুটবলে সুযোগ নষ্টের খেসারত দিলেন ভারতের মেয়েরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুরুষদের পরে ভারতের মহিলা ফুটবল দলেরও জেতার সুযোগ ছিল এশিয়ান গেমসে। সুনীল ছেত্রীদের মতো এগিয়েও গিয়েছিলেন আশালতা দেবীরা। কিন্তু সেই লিড ধরে রাখতে পারলেন না তাঁরা। পর পর দু'টি গোল খেয়ে চাইনিজ তাইপেইয়ের কাছে হারত হল ভারতের মেয়েদের। দু'টি মুহূর্তের ভুলে হেরে মাঠ ছাড়ল ভারত।

ভারতের (৬১) তুলনায় ফিফা ক্রমতালিকায় চাইনিজ তাইপেই (৩৮) এগিয়ে থাকলেও প্রথম মিনিট থেকে আক্রমণাত্মক ফুটবল শুরু করে ভারত। প্রান্ত ধরে মনীষা কল্যাণ ও অঞ্জু তামাং ভাল খেলছিলেন। প্রাথমিক চাপ সামলে খেলায় ফেরে তাইপেই। বেশ কয়েকটি আক্রমণ তুলে আনে তারা। ভারতের গোলের সামনে কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হয়। যদিও আশালতার নেতৃত্বে ভারতের রক্ষণ মজবুত ছিল।

৩৭ মিনিটের মাথায় বাঁ প্রান্ত ধরে উঠে ক্রস দেন মণীষা। কিন্তু বল গোলের দিকে যায়। মনীষার দুর্ভাগ্য যে বল বারে লেগে ফিরে আসে। ফিরতি বলে সুযোগ তুলতে পারেনি ভারত। প্রথমার্ধের বাকি সময়ে দু'দল অনেক চেষ্টা করেও গোলের মুখ খুলতে পারেনি। গোলশূন্য অবস্থায় বিরতিতে যায় দু'দল।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই চমক দেয় ভারত। ডান প্রান্তে বল পেয়ে অনেকটা দৌড়ে বক্সে ঢুকে গোলের দিকে বল বাড়ান অঞ্জু। বল এক ডিফেন্ডারের পায়ে লেগে গোলের দিকে যাচ্ছিল। কোনও রকমে বাঁচান চাইনিজ তাইপেইয়ের গোলরক্ষক মিং জুং। ফিরতি বলে শট মারেন মনীষা। সেটিও গোললাইনে বাঁচিয়ে দেন ডিফেন্ডার। সেখান থেকে ফিরতি বলে জোরালো শটে গোল করে ভারতকে এগিয়ে দেন অঞ্জু।

গোল খাওয়ার পরে শোধ করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে চাইনিজ তাইপেই। একের পর এক আক্রমণ তুলে আনে তারা। কিন্তু ভারতের রক্ষণ মজবুত ছিল। ওপেন প্লে থেকে গোল না হওয়ায় ফ্রি কিক কাজে লাগায় তাইপেই। ৬৯ মিনিটের মাথায় ফ্রি কিক থেকে বক্সের বাইরে বল পান লাই লি চিন। ডান পায়ের শটে গোল করে সমতা ফেরান তিনি।

৮৩ মিনিটের মাথায় ভারতের গোলরক্ষক শ্রেয়া হুড্ডার ভুলে গোল খেতে হয় দলকে। শ্রেয়া গোল ছেড়ে এগিয়ে এলেও বিপক্ষ ফুটবলারেরা কাছে যেতে পারেননি। ফলে ফাঁকা গোলে বল ঠেলতে সমস্যা হয়নি পরিবর্ত হিসাবে নামা সু ইয়ু সুয়ানের। এগিয়ে যায় চাইনিজ তাইপেই। বাকি সময়ে অনেক চেষ্টা করেও গোল শোধ করতে পারেনি ভারত। ১-২ গোলে হেরে মাঠ ছাড়তে হয় তাদের।

কলকাতায় শুরু ছোটদের জাতীয় দাবা প্রতিযোগিতা, চলবে পাঁচ দিন ধরে

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতায় শুরু হয়ে গেল অনূর্ধ্ব-৭ জাতীয় দাবা প্রতিযোগিতা। ২১ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হল। পাঁচ দিন ধরে চলবে এই প্রতিযোগিতা। শেষ হবে ২৫ সেপ্টেম্বর। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের 'দ্য স্টাডেল' হোটেলে হচ্ছে প্রতিযোগিতা।

দাবা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে 'সারা বাংলা দাবা সংস্থা'। বৃহস্পতিবার প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বাঙালি গ্র্যান্ড মাস্টার সূর্য শেখর গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি প্রথম চাল দেন। উপস্থিত ছিলেন বাংলার প্রথম গ্র্যান্ড মাস্টার তথা সারা বাংলা দাবা সংস্থার সভাপতি দিব্যেন্দু বড়ুয়া, বাংলার অলিম্পিক্স সংস্থার সভাপতি স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

এই প্রতিযোগিতার সাফল্য নিয়ে আশাবাদী দিব্যেন্দু। আনন্দবাজার অনলাইনকে তিনি বললেন, "গত কয়েক বছরে ছোটদের মধ্যে দাবা নিয়ে উৎসাহ বেড়েছে। বাংলাও তার ব্যতিক্রম নয়। এই প্রতিযোগিতায় বাংলার অনেক প্রতিযোগী রয়েছে। আগামী দিনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে ভাল ফল করবে বাংলার দাবাড়ুরা। এই ধরনের প্রতিযোগিতা ওদের আত্মবিশ্বাস অনেক বাড়াবে।"

এই প্রতিযোগিতায় মোট ৩৬৬ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছে। তাদের মধ্যে ২৪৩ জন ছেলে ও ১২৩ জন মেয়ে। মোট ২৯টি রাজ্য থেকে প্রতিযোগী আসছে এই প্রতিযোগিতায়। তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে যুবভারতীর মধ্যে একটি হস্টেলে।

প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া সেরা তিন ছেলে দাবাড়ু তেলঙ্গনার দ্বিবিথ রেড্ডি এবং পশ্চিমবঙ্গের সিদ্ধার্থ মণি ও আরভ সোমানি। অর্থাৎ, সেরা তিনের মধ্যে দু'জনই বাংলার। মেয়েদের সেরা তিন দাবাড়ু উত্তর প্রদেশের অনুপ্রিয়া যাদব ও সংস্কৃতি যাদব এবং মহারাষ্ট্রের উমেশ মারাঠে।

এই প্রতিযোগিতা প্রতিটি বিভাগ থেকে দু'জন করে প্রতিযোগী সুযোগ পাবে এশিয়ান অনূর্ধ্ব-৮ দাবা প্রতিযোগিতায়। বিশ্ব অনূর্ধ্ব-৮ দাবা প্রতিযোগিতাতেও প্রতিটি বিভাগ থেকে দু'জন করে প্রতিযোগীকে সুযোগ দেওয়া হবে। প্রতিযোগিতার ফলের উপর নির্ভর করবে দু'টি প্রতিযোগিতায় কারা ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবে।

সুনীলের গোলে জয়, এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশকে হারিয়ে শেষ ষোলোর স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখল ভারত

নিজস্ব প্রতিবেদন: গোটা ম্যাচ জুড়ে একের পর এক সুযোগ পেয়েও গোল করতে পারছিল না ভারত। বাংলাদেশের গোলের সামনে পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন মিতুল মার্মা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলেন না তিনি। ৮৫ মিনিটের মাথায় পেনাল্টি থেকে গোল করলেন সুনীল ছেত্রী। সেই একমাত্র গোলেই জিতল ভারত। সেই সঙ্গে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের স্বপ্ন বেঁচে থাকল ভারতের। গ্রুপের শেষ ম্যাচে মায়ানমারের বিরুদ্ধে খেলতে নামবেন সুনীলেরা।

আগের ম্যাচে চিনের কাছে ১-৫ গোলে হারায় চাপ ছিল ভারতের। সেটা বোঝা যাচ্ছিল ভারতের খেলা। ফিফা ক্রমতালিকায় ৮৭ ধাপ নীচে থাকা বাংলাদেশের বিরুদ্ধেও সংঘবদ্ধ আক্রমণ তুলে আনতে সমস্যা হচ্ছিল সুনীলদের। গতিতে মাঝে মাঝে ভারতের ফুটবলারদের টেক্কা দিচ্ছিলেন বাংলাদেশের ফুটবলারেরা। কিন্তু দু'দলই গোলের সামনে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলছিল। ফলে গোল আসছিল না।

প্রথমার্ধের শেষ দিকে সব থেকে ভাল সুযোগ পায় ভারত। ব্রাইস মিরান্ডার ক্রস থেকে বক্সের ভিতরে বল পান সুনীল। তাঁর ডান পায়ের শট বাঁচিয়ে দেন মিতুল। ফিরতি বলে শট মারেন রাহুল কেপি। সেই শটও বাঁচান মিতুল। ফিরতি বলে তৃতীয় বার সুযোগ পায় ভারত। এ বার মিরান্ডার হেডও ঝাঁপিয়ে বাঁচিয়ে দেন বাংলাদেশের গোলরক্ষক। ফলে গোলশূন্য অবস্থায় বিরতিতে যায় দু'দল।

দ্বিতীয়ার্ধে গোল করার জন্য আরও মরিয়া হয়ে ওঠে ভারত। আক্রমণে লোক বাড়ানোয় মাঝে মধ্যে প্রতিআক্রমণ থেকে সুযোগ পেয়ে যাচ্ছিল বাংলাদেশ। কিন্তু ভারতের গোলের সামনে সন্দেশ জিঙ্ঘনের নেতৃত্বে রক্ষণ সেই সব আক্রমণ প্রতিহত করেন। ৬৪ মিনিটের মাথায় বক্সের বাইরে ফ্রি কিক থেকে মিরান্ডার জোরালো শট পোস্টে লেগে ফেরে।

সময় যত বাড়ছিল তত ভারতের উপর চাপ বাড়ছিল। সুনীলেরা জানতেন, এই ম্যাচ জিততে না পারলে কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়ার সুযোগ তাঁদের নিজেদের হাতে আর থাকবে না। ৭৭ মিনিটের মাথায় গোল করার সুযোগ পায় বাংলাদেশ। ভাল বাঁচান গোলরক্ষক ধীরাজ সিংহ। ৮৩ মিনিটের মাথায় বক্সের মধ্যে মিরান্ডাকে ফাউল করায় পেনাল্টি পায় ভারত। গোলরক্ষকের ডান দিক দিয়ে বল জালে জড়িয়ে দেন সুনীল। এগিয়ে যায় ভারত।

বাকি সময়ে অনেক চেষ্টা করেও গোল শোধ করতে পারেনি বাংলাদেশ। হেরে মাঠ ছাড়তে হয় তাদের। এই জয়ের ফলে ২ ম্যাচে ৩ পয়েন্ট ভারতের। চীন ও মায়ানমারের পয়েন্টও ৩। ভারতের পরের ম্যাচ মায়ানমারের বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচ জিতলেই পরের রাউন্ড প্রায় পাকা হয়ে যাবে সুনীলদের।